মহান স্রষ্টা মানব জাতির ইহকাল ও পরকালের সর্ব প্রকার মঙ্গল ও সফলতার চাবিকাঠি “দ্বীন” এর মধ্যে নিহিত রেখেছেন। দ্বীনের পাঁচটি শাখা রয়েছেঃ ১ ঈমান, ২ ইবাদাত, ৩ লেন-দেন, ৪ সামাজিকতা, ৫ আচার-আচরণ। আল্লাহর আদেশ ও নবীজী সাঃ এর নূরানী তরীকানুযায়ী উল্লেখিত শাখার উপর জীবন-যাপন করার নামই দ্বীন। এ দ্বীন আমাদেরকে তথা সমগ্র মানব জাতিকে মনুষত্য শিক্ষা দেয়। সত্য বলতে কি দ্বীন অনুযায়ী জীবন-যাপনকারী একজন সঠিক মুসলমান, একজন সঠিক মানুষ এমন কি একজন উল্লেখযোগ্য নাগরিক বলেও বিবেচিত হতে পারে। নিঃসন্দেহে এই দ্বীনের উপর চলে একজন সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষও ইহকাল ও পরকালে সফলতা পেতে পারে।

দ্বীনের উপর পূর্ণরূপে আমল করার জন্য দ্বীনী শিক্ষা অর্জন করা এবং ইসলামী বিধি-বিধান শিক্ষা করা অত্যাবশ্যক, সেজন্য প্রত্যেকের জন্য দ্বীন শিক্ষা করা আবশ্যক, এছাড়া ঐ সমস্ত লোকেরা যারা স্কুল, কলেজ এবং অন্যান্য কর্ম ব্যস্ততায় লিপ্ত আছে তাদের উচিৎ যে, তারা যেন নিজেদের সময়ের কিছু অংশ খালি করে এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং কমপক্ষে ইসলামের মৌলিক বিষয়াদীর শিক্ষা অর্জন করার পূর্ণ চেষ্টা করে, যাতে নিজেদের জীবনকে ইসলামী নির্দেশানুযায়ী পরিচালনা করে সফল হতে পারে।

তার সাথে সাথে মুসলিম উম্মাহর একটি গুরু দায়ীত্ব হল তারা ঈমান ও ইসলামের মহান সম্পদকে মানুষের নিকট পৌঁছাবে, অজ্ঞ লোকদেরকে দ্বীনের ইলম শিক্ষা দিবে, তাদেরকে কল্যাণ ও সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজ হতে বাঁধা দিবে। আল্লাহ্ তায়ালার ঘোষনা: তোমরা সেই উত্তম উম্মাত যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করতে থাক ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করতে থাক এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখতে থাক। [আলে ঈমরাণ: ১১০]

এটা একটি বাস্তব সত্য যে, এ যুগে ইলম অর্জন করার একটি বিশেষ মাধ্যম হল কোর্স এবং কোর্সকে একটি সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মে পরিচালনার জন্য নেযাম তথা শৃঙখলা অতি আবশ্যক। কোন কোর্সকে সফল এবং উপকারী বানানোর ক্ষেত্রে নিয়ম শৃঙখলার অনেক বড় হাত থাকে। কোর্স ও শৃঙখলার এই গুরুত্বকে সামনে রেখে শিশু, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন “দ্বীনিয়াত” নামে একটি কোর্স এবং তার জন্য একটি নেযাম তথা শৃঙখলাকে সন্নিবেশীত করা হয়েছে। এই কোর্সটিকে পাঁচটি বিষয়ে বিভক্ত করা হয়েছে: ১ কুরআন ২ হাদীস ৩ আক্বাইদ, মাসাইল ৪ ইসলামী তারবিয়াত ৫ ভাষা। প্রতিটি বিষয়বস্তুর অধীনে কিছু সংশিষ্ট বিষয়বস্তু রয়েছে এবং প্রতিটি বিষয়বস্তুর শুরুতে তার সংজ্ঞা ও তা পড়ার উপকারীতাসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে ছাত্র/ছাত্রীরা এই বিষয়বস্তুটি বুঝে আগ্রহচিত্তে পড়তে পারে, অনুরুপভাবে শিক্ষকদের দিক নির্দেশনার খাতিরে প্রতিটি বিষয়বস্তুতে “শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা” দেওয়া হয়েছে, তদ্রূপ দ্বীনের অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক জিনিস সমূহ যেমন, নামায, শুরু থেকেই শেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে অনতিবিলম্বে তার উপর আমল হতে থাকে। কোর্সকে সম্মিলিতভাবে পড়ানোর নিয়ম রাখা হয়েছে, প্রতিটি সবককে মাস ও দিন হিসেবে বিভক্ত করা হয়েছে, যাতে ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক, পিতা-মাতা, বিভাগ-প্রধান এবং জিম্মাদারদের সামনে একটা টার্গেট থাকে এবং প্রত্যেকে সে অনুযায়ী পরিশ্রম করে। এছাড়া পরিশেষে পরীক্ষা স্বরূপ প্রতি মাসের প্রশ্নাবলী, নামায ও হাজেরী চার্টও সংযোজন করা হয়েছে।

আমরা আশাবাদী যে, এই নিয়ম-নীতিতে ছাত্র/ছাত্রীদের কম সময়ে ইনশাআল্লাহ্ বহু ফায়েদা হবে। এবং সহজ সরল পদ্ধতিতে ইলমে-দ্বীন অর্জন করে তার উপর আমলও করতে পারবে এবং অন্যদের নিকট পৌঁছাতে পারবে। মহান স্রষ্টা আমাদের এই মা'মুলী পরিশ্রমকে কবুল করুন ও আমাদের জন্য পরকালের পাথেয় বানান। (আ-মীন)

শিশু শ্রেণি

প্রথম শ্রেণি

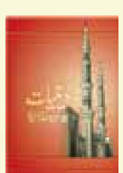
দ্বিতীয় শ্রেণি

তৃতীয় শ্রেণি

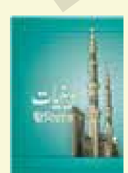
চতুর্থ শ্রেণি

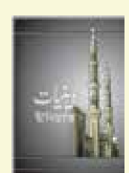
পঞ্চম শ্রেণি

স্কুলগামী বাচ্চাদের জন্য ৬-বছর মেয়াদী প্রাথমিক কোর্স

দীনিয়াত প্রাথমিক কোর্স - তৃতীয় শ্রেণি

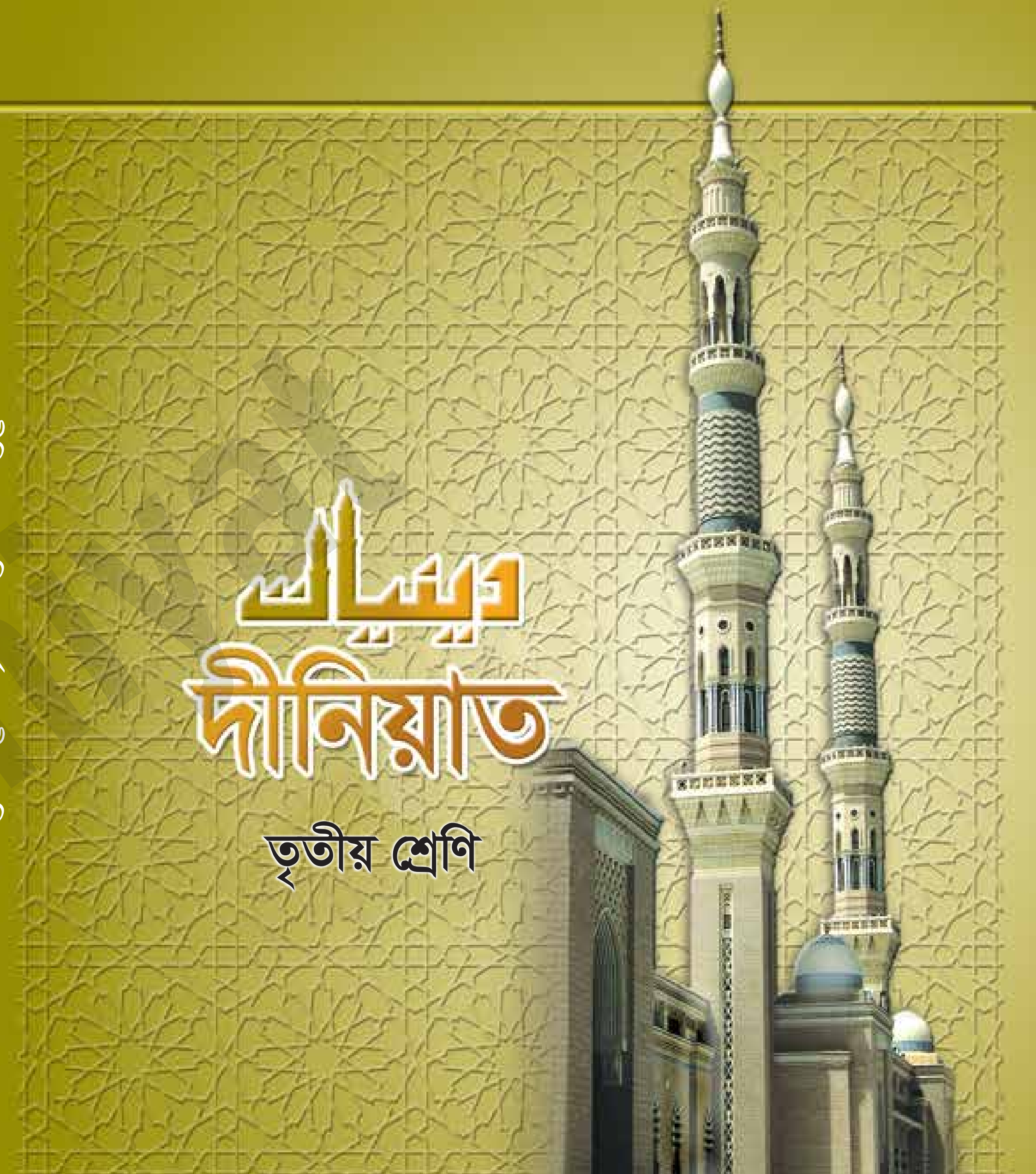

● কুরআন ● হাদীস ● আকাইদ, মাসাইল ● ইসলামী তারবিয়াত ● ভাষা

দীনিয়াত প্রাথমিক কোর্স - তৃতীয় শ্রেণি

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ [ইবনে মাজাহ: ২২৪, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু]

দীনি শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।

دينيات

দীনিয়াত

তৃতীয় শ্রেণি

Deeniyat

দীনিয়াত প্রকাশনী

দীনিয়াত সেন্টার
আন নূর এডুকেশন কমপ্লেক্স
মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৫৫৬-১০০২০০, ০১৮১৯-৪৭৭৮৮৬
www.deeniyatbd.com.
www.deeniyat.com

دينيات

দীনিয়াত

প্রকাশনায়
দীনিয়াত প্রকাশনী
আন নূর এডুকেশন কমপ্লেক্স
মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৫৫৬-১০০২০০, ০১৮১৯-৪৭৭৮৮৬

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর-২০১৭

মুদ্রণে
হরফ ডিজাইন এন্ড প্রিন্টিং

নির্ধারিত মূল্য
৭৫ (পচাত্তর) টাকা মাত্র

Deeniyat

دینیات

দীনিয়াত

শিক্ষার্থীর নাম : --

অভিভাবকের নাম : --

বর্তমান ঠিকানা : --

প্রতিষ্ঠানের নাম : --

ব্যাচ নং : ----------------------- সময় : ----------------

মোবাইল : --

Deeniyat

ড. মুশতাক আহমদ

উপ-পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
বিশিষ্ট ইসলামী শিক্ষাবিদ, গবেষক ও শায়খুল হাদীস

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
E-mail: dr.maolana.mushtaque@gmail.com

এর বাণী

حامدا و مصليا و مسلما اما بعد

ইসলাম আল্লাহ পাকের মনোনীত ধর্ম। আর আল কুরআন হচ্ছে মানব জীবনের চূড়ান্ত জীবন বিধান। আল কুরআনুল কারিম রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় মু'জিযা। আজ প্রায় সাড়ে চৌদ্দ শত বছর পরেও আল কুরআন অক্ষয়, চীর সতেজ। কুরআনকে আল্লাহ পাক সহজ করেছেন। তাই যুগ যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ বুকে সংরক্ষিত এই কুরআন। ধরার বুকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনের শিক্ষাকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতা করার জন্য অগণিত বান্দাকে নিযুক্ত করেছেন।

যারা কুরআন শিক্ষাকে সহজ থেকে সহজতর করতে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। সম্প্রতি দীনিয়াত নামের একটি কুরআনি কার্যক্রম, গবেষণা ও সিলেবাস আমার নজর কেড়েছে। বিশেষ করে তাদের যুগোপযোগী সিলেবাস। তাদের সিলেবাস দেখে আমি যারপরনাই আনন্দিত হয়েছি যে, কুরআন শিক্ষা এত সহজ? শতভাগ উম্মত তথাঃ শিশু- কিশোর, যুবক-বয়স্ক (পুরুষ -মহিলা) সকলের কাছে মৌলিক দ্বীন পৌঁছানোর যে স্লোগান নিয়ে দীনিয়াতের পথ চলা এটা যে শতভাগ সত্য তা তাদের সিলেবাস দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি। আমি আরো আপ্লুত হয়েছি একথা শুনে যে, দীনিয়াতের উদ্দেশ্য স্কুল-কলেজগামী ৯৮% মুসলিম বাচ্চাদের নিয়ে যারা দীনের জরুরী জ্ঞানার্জন থেকে বঞ্চিত।

দীনিয়াতের সিলেবাস শেষ করার পর স্কুল কলেজের একটা ছেলের কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় যেমনঃ এক.সকল ভ্রান্ত আকিদার উর্ধে থাকা। দুই.সিলেবাস শেষ করার পর তার এই পরিমাণ সমৃদ্ধ হয় যে, সে জুমুআর নামাজ, জানাযার নামাজ, ঈদের নামাজ পড়ানোর যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এটা সহজ কথা নয়। স্কুলগামী বাচ্চারা দেশের প্রায় সকল মক্তবে যেখানে একটা বাচ্চাকে শুধু কুরআন শিখতে চার পাঁচ বছর লেগে যায় সেখানে দীনিয়াতের সিলেবাসের আলোকে মাত্র এক থেকে দুই বছরে বাচ্চা বুড়ো, যুবারা কুরআন, হাদীস, আকাইদ মাসাইল, ইসলামী তারবিয়ত ও আরবি ভাষা সহ মোট পাঁচটি বিষয়ের অধীনে দ্বীনের ১৩ টি মৌলিক বিষয় শিখে যাচ্ছে! এই আইডিয়ার ভিতর আমি অভিনবত্ব ও নতুনত্ব খুঁজে পেয়েছি মাশাআল্লাহ। সুবহানাল্লাহ ওয়াবিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আ'জিম।

আমার মতে দীনিয়াতের এই সিলেবাস বাংলাদেশের সকল মক্তবে চালু করা দরকার। আইম্মায়ে মাসাজিদ ও কমিটির কাছে বিশেষভাবে দীনিয়াতের সিলেবাস একটিবারের জন্য দেখার অনুরোধ রইল।

দীনিয়াতের আগামী দিনের পথচলা মসৃণ ও সুন্দর হোক আল্লাহ পাকের কাছে এই দোয়া রইল। দীনিয়াতের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেক ফিকিরমান্দ ব্যক্তিকে আল্লাহ উভয়জগতে পূর্ণ কামিয়াবি দান করুন।

০১-০৬-২০

ড. মুশতাক আহমদ
উপ-পরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

Deeniyat

ভূমিকা

ইসলাম মানব জাতির স্বভাবজাত ধর্ম। মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে রয়েছে ইসলামের পরিপূর্ণ দিক নির্দেশনা। মানব জীবনে এমন কোন বিষয় নেই যে বিষয়ে ইসলাম সঠিক নির্দেশনা দেয়নি। সুতরাং সফল মানব জীবন গঠনের জন্য ইসলামের পূর্ণ অনুসরন ও অনুকরনের কোন বিকল্প নেই। ইসলামের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচলনার জন্য ইসলামী জ্ঞান চর্চা করা অপরিহার্য। এজন্যই মানবতার শিক্ষক নবীয়ে আরাবী ﷺ ইরশাদ করেছেন-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ : ইলম বা ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয।

[ইবনে মাজাহ : ২২৪]

হাদিসে ইলমের গুরুত্বের সাথে সাথে ইলমে দীন অর্জনকারীর ফযীলতের কথাও এসেছে। যেমন : ইরশাদ হয়েছে - خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ

অর্থ : তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিক্ষা দেয়। [বুখারী : ৫০২৭, উসমান বিন আফফান رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত]

পাশাপাশি রাসূলে কারীম ﷺ জ্ঞানী ব্যক্তিদের ওপর সাধারণ লোকদেরকে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব অর্পন করেছেন। প্রিয় নবীজী ইরশাদ করেছেন-

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ

অর্থ : তোমরা নিজে ইলমে দ্বীন শিক্ষা কর এবং সাধারণ লোকদেরকে তা শিক্ষা দাও। [শু'আবুল ঈমান : ১৭৪২, আবু বকর رضي الله عنه]

এজন্যই সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াআল্লাহু আনহুম, পরবর্তী সময়ের উলামায়ে কেরাম এবং মহা মনীষীগণ ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে আসমানী ইলমের এই ধারাকে সংরক্ষণ করেছেন এবং এই মহা মুল্যবান আমানত আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন।

Deeniyat

فَجَزَاهُمُ اللهُ عَنَّا وَعَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ

(আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আমাদের ও সকল মুসলমানের পক্ষ হতে উত্তম প্রতিদান দান করুন) আমীন।

বর্তমান সময়ে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় পরিতাপ ও দুঃশ্চিন্তার বিষয় হলো যে, আজ আমাদের স্বাভাবিক জীবন ও শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলামের বিশুদ্ধ ইলম চর্চা বিলুপ্তির পথে। যার ফলে সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে ধর্মীয় চেতনা, ইসলামী মুল্যবোধ ও নৈতিকতা। নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতনের কারণে বর্তমান সমাজ ঢেকে যাচ্ছে অপরাধ আর অসামাজিক কার্যক্রমের কালো ছায়ায়। তরুণ সমাজের মাঝে এর ভয়াবহ পরিণতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইসলামী মৌলিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকা এবং ইসলামের বিশুদ্ধ ইলম চর্চার অভাবে তরুণদের একটি শ্রেণী ধর্মীয় অনুভুতিশূন্য ও ইসলাম বিদ্বেষী হিসাবে গড়ে উঠছে। বরং নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহিতার ধংসাত্মক পথে অগ্রসর হচ্ছে।

বর্তমান সময়ের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সুষ্ঠ মোকাবেলায় আমাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এদেশের বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহিতা থেকে উদ্ধার করে তাদেরকে তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত এবং ইসলামী চেতনা, মূল্যবোধ ও আদর্শের আলোকে গড়ে তুলতে হবে।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম ও কার্যকর পন্থা হল, শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে ইসলামের বিশুদ্ধ ইলম চর্চা ও কুরআনের শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটানো। তাহলেই আমাদের বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের দীন ও ঈমান হেফাজত হবে, তারা আদর্শ নাগরিক হিসাবে ইসলামের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ! বর্তমান বিশ্বের বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম ও ইসলামী মনীষীগণ দীর্ঘ গবেষণা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে বয়স ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সিলেবাসের মাধ্যমে সমাজের সর্বশ্রেণীর সাধারণ মুসলমানদের কাছে ইসলামের

Deeniyat

মৌলিক শিক্ষা ও সঠিক আদর্শ পৌছে দেয়ার লক্ষে তৈরী করেছেন “দ্বীনিয়াত কোর্স”। দ্বীনিয়াত কোর্সটি উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে সমাদৃত এবং ২০টি ভাষায় অনুদিত। কোর্সটি শ্রেণি হিসাবে দৈনিক ১ ঘণ্টা সময় ক্লাসের ভিত্তিতে তৈরী করা হয়েছে। এই কোর্সটি মসজিদ ভিত্তিক মক্তব, কুরআন শিক্ষা একাডেমী, কিন্ডারগার্টেন ও প্রাইমারী স্কুলের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এদেশের প্রতিটি মসজিদ, স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনে দীনিয়াতের কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে ঈমানের দৌলত পৌছে দেয়া সম্ভব।

অন্ধকার এই সমাজের জন্য দীনিয়াত শিক্ষা কার্যক্রম হতে পারে আলোর বাতিঘর। আল্লাহ তা'আলা দীনিয়াতের এই প্রচেষ্ঠাকে কবুল করুন এবং ঈমানী ও জাতীয় স্বার্থে এই মূল্যবান কাজে আমাদেরকে আত্মনিয়োগ করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

Deeniyat

এ বছরের বিশেষ নির্দেশনাবলী

- গত দুইবছরে নূরানী কায়েদা পরিপূর্ণ করে নাযেরায়ে কুরআন আরম্ভ করা হয়, সুতরাং এ বছর শুধুমাত্র নাযেরায়ে কুরআন কোর্সভূক্ত করা হয়েছে। যেহেতু সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য হল কুরআন শরীফের শিক্ষা ও বিশুদ্ধতা, সেজন্য নূরানী কায়েদায় বর্ণিত তাজবীদের কায়েদাসমূহকে এখানে তুলে ধরা হল, নাযেরায়ে কুরআন পড়ানোর সাথে সাথে উক্ত কায়েদাগুলো মুখস্থ করাতে থাকুন এবং কুরআন পড়ানোর সময় সেগুলোর বাস্তব অনুশীলন ও করাতে থাকুন। এবং কোর্সের অন্যান্য বিষয়বস্তুসমূহ পরিপোক্ত করানোর পর যে সময় বেঁচে যায় তা নাযেরায়ে কুরআনে ব্যয় করুন, আর এদিকে লক্ষ্য রেখেই সিলেবাস কম করে দেওয়া হয়েছে।

- বিগত বছরগুলোর সবকসমূহের রিপিট এ বছরের কোর্সভূক্ত করা হয়েছে, যাতে বিষয়বস্তুসমূহ শিক্ষার্থীদের স্মৃতিপটে ভালোভাবে বসে তাদের বাস্তব জীবনেও সেগুলো প্রতিফলিত হয়। সবকের ন্যায় রিপিটের ক্ষেত্রেও দিন ও মাস নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

- রিপিটের দিনগুলোতে নাযেরায়ে কুরআনের রিপিট করানো হবে না, সেজন্য এ দিনগুলোতে নাযেরায়ে কুরআনের সবকসমূহ বন্দ করা হবে না, বরং প্রথমে নাযেরায়ে কুরআনের সবক পড়িয়ে দিবেন অতঃপর অন্যান্য বিষয়বস্তুর রিপিট করিয়ে দিবেন।

- বিগত বছরসমূহে প্রশ্নোত্তরের আকারে "সীরাত" দেওয়া হয়েছিল, এ বছর সীরাত অধ্যায়ে "আমাদের নবী ﷺ এর মক্কী জীবন" বিষয়বস্তুর আকারে দেয়া হয়েছে।

- কিতাবের শেষে নাযেরায়ে কুরআন হতে শুধুমাত্র তাজবীদের কায়েদাসমূহের প্রশ্নোত্তর দেয়া হয়েছে, সেজন্য নাযেরায়ে কুরআনের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সরাসরি কুরআনে কারীম হতেই প্রশ্ন করুন।

Deeniyat

সময়সূচী

প্রথম পাঁচ মাসে যে সমস্ত বিষয় পড়ানো হবে

সূচনা	[হামদ] [নাত]	
১-কুরআন	[নাযেরায়ে কুরআন] (পৃঃ ২০) [হিফযে সূরা] (পৃঃ ২৭)	৪০ মিনিট
২-হাদীস	[দু'আ] [সুন্নত] (পৃঃ ৩৬)	৫ মিনিট
৩-আকাইদ, মাসাইল	[আকাইদ] (পৃঃ ৫৭) [নামায] (পৃঃ ৬১)	৫ মিনিট
৪-ইসলামী তারবিয়াত	[ইসলামী জ্ঞান] (পৃঃ ৭৮) [বক্তৃতা ও দুআ] (পৃঃ ৮৪)	৫ মিনিট
৫-ভাষা	[আরবী] (পৃঃ ১১৩)	৫ মিনিট

২য় পাঁচ মাসে যে সমস্ত বিষয় পড়ানো হবে

সূচনা	[হামদ] [নাত]	
১-কুরআন	[নাযেরায়ে কুরআন] (পৃঃ ২০) [হিফযে সূরা] (পৃঃ ২৭)	৪০ মিনিট
২-হাদীস	[হিফযে হাদীস] (পৃঃ ৫০)	৫ মিনিট
৩-আকাইদ, মাসাইল	[আসমাউল হুসনা] (পৃঃ ৬৬) [মাসাইল] (পৃঃ ৭২)	৫ মিনিট
৪-ইসলামী তারবিয়াত	[সীরাত] (পৃঃ ৮৬) [সহজ দীন] (পৃঃ ১০৬)	৫ মিনিট
৫-ভাষা	আরবি (পৃঃ ১১৩)	৫ মিনিট

বি. দ্র. ঃ উপরে উল্লেখিত বিষয় সমূহের জন্য যে সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, প্রয়োজন অনুপাতে তাতে কম-বেশী করা যেতে পারে।

Deeniyat

দীনিয়াত কোর্সের সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচী

সূচনা	হাম্দ ও না'ত	৫টি হামদ ও ৫টি না'ত।
কুরআন	নাযেরায়ে কুরআন	হরফ থেকে শুরু করে নাযেরার মাধ্যমে বিশুদ্ধভাবে পূর্ণ কুরআন খতম।
	হিফ্যে সূরাহ্	তা'আওউয, তাসমিয়া, সূরা ফাতেহা, সূরা দোহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত ২৩ টি সূরা এবং আয়াতুল কুরসী ও সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত মুখস্থ করুন।
হাদীস	দু'আ সুন্নাহ	৩৮টি মাসনূন দু'আ এবং ১৩টি কর্মের সুন্নাত মুখস্তকরণ। যেমনঃ- পানাহার নিদ্রা, ঘর, মসজিদ এবং বাইতুল খালা (বাথরুম) গমন ও প্রস্থান ইত্যাদি।
	হিফযে হাদীস	ইসলামের পাঁচটি প্রসিদ্ধ শাখাঃ ঈমান, ইবাদাত, লেনদেন, সামাজিকতা ও আচার ব্যবহার সম্পর্কিত ৪০ টি হাদীস অর্থসহ মুখস্তকরণ।
আকাইদ, মাসাইল	আকাইদ	অর্থ সহ ৭টি কালিমা মুখস্থ করানোর পাশাপাশি দীনের ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে পাঠদান যেগুলোর ওপর একজন মুসলমানের বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য।
	নামায	পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং তার দু'আসমূহ মুখস্তকরুন এবং অতিরিক্ত ছয়টি নামায পড়া ও পড়ানোর পদ্ধতি শিখানো, যেমন : বিতিরের নামায, জুমআর নামায, ঈদের নামায, অসুস্থব্যাক্তির নামায, মুসাফিরের নামায, জানাযার নামায ইত্যাদি।
	আসমাউল হুসনা	আল্লাহ তা'আলার ৯৯ টি গুণবাচক নাম।
	মাসাইল	পবিত্রতা ও নামাযের জরুরী মাসায়েল শিক্ষাদান। যেমন: উযু, গোসল, নামাযের ফরয ও ওয়াজিবসমূহ মুখস্তকরণ এবং পাশাপাশি রোযা, হজ্ব ও যাকাতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান।
ইসলামী তারবিয়াত	ইসলামী জ্ঞান	ইসলাম, ইসলামী ব্যক্তিবর্গ এবং ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ও ১১০ টি প্রশ্নোত্তর।
	বক্তৃতা ও দুআ	৫ টি বক্তৃতা ও ৫ টি কুরআনী দু'আ মুখস্থকরণ।
	সীরাত	আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং খুলাফায়ে রাশেদীন (হযরত আবু বকর رضي الله عنه, হযরত উমর رضي الله عنه হযরত উসমান رضي الله عنه ও হযরত আলী رضي الله عنه) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী
	সহজ দীন	বাচ্চাদের দীনী তারবিয়াতকে সামনে রেখে ইসলামের ৫টি প্রসিদ্ধ শাখা ঈমান ইবাদাত, লেনদেন, সামাজিকতা ও আচার আচরণ সংক্রান্ত ৪০টি সবক।
ভাষা	আরবি	আরবি গণনা, প্রাত্যহিক ব্যবহৃত বস্তুসমূহের নাম, ইসলামী দিন ও মাসসমূহ এবং শারীরিক অঙ্গ-প্রতঙ্গের নাম।

Deeniyat

মাস ভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা

প্রথম মাসের সবকসমূহ

কুরআন	নাযেরায়ে কুরআন ঃ সূরায়ে নাবা, ক্বলক্বলার বর্ণনা। [পৃ. ২২]	
	হিফযে সূরা	ঃ তাআওউয, তাসমিয়া, সূরায়ে ফাতেহা, সূরায়ে ফীল হতে সূরায়ে কাউসার পর্যন্ত। [পৃ. ২৮]
হাদীস	দুআ সুন্নত	ঃ গত বছরের দুআ এবং সুন্নাতসমূহের রিপিট। [পৃ.৩৮]
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ কালিমায়ে তাইয়্যেবাহ্,কালিমায়ে শাহাদাত,কালিমায়ে তামজীদ, কালিমায়ে তাওহীদের রিপিট এবং কালিমায়ে ইস্তেফার। [পৃ. ৫৮]
	নামায	ঃ নামাযের বাস্তবিক অনুশীলনসহ নামাযের সমস্ত কালিমা সমূহের রিপিট। [পৃ. ৬১]
ইসলামী তারবিয়াত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ ইসলাম, ইসলামী ব্যক্তিবর্গ এবং ইসলামী স্থানসমূহ সম্পর্কে ৫টি প্রশ্নোত্তর। [পৃ. ৭৯]
	বক্তৃতা ও দুআ	ঃ একটি বক্তৃতা এবং একটি কুরআনী দুআ। [পৃ. ৮৪]
ভাষা	আরবী	ঃ দশক সংখ্যাসমূহ, সপ্তাহর দিনসমূহ। [পৃ. ১১৩]

দ্বিতীয় মাসের সবকসমূহ

কুরআন	নাযেরায়ে কুরআন	ঃ সূরায়ে নাযিআত, তাশদীদের বর্ণনা। [পৃ. ২২]
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে কাফিরুন হতে সূরায়ে নাস পর্যন্ত। [পৃ. ৩০]
হাদীস	দুআ সুন্নত	ঃ মসজিদে প্রবেশ করার দুআ ও সুন্নাতসমূহ, মসজিদ থেকে বের হবার দুআ। [পৃ. ৪৪]
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ কালিমায়ে ইস্তিফার। [পৃ. ৫৯]
	নামায	ঃ বিতিরের নামাযের নিয়ম। [পৃ. ৬৪]
ইসলামী তারবিয়াত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ ইসলাম, ইসলামী ব্যক্তিবর্গ এবং ইসলামী স্থানসমূহ সম্পর্কে ৫টি প্রশ্নোত্তর। [পৃ. ৭৯]
	বক্তৃতা ও দুআ	ঃ একটি বক্তৃতা এবং একটি কুরআনী দুআ। [পৃ. ৮৫]
ভাষা	আরবি	ঃ দিকসমূহ ও বিবিধ পেশা। [পৃ. ১১৫]

Deeniyat

তৃতীয় মাসের সবকসমূহ

কুরআন	নাযেরায়ে কুরআন	ঃ সূরায়ে আবাসা, সূরায়ে তাকভীর, সূরায়ে ইনফিতার, গুন্নাহ্, হুরুফে মুস্তালিয়াহ্, আলিফের কায়েদাহ্। [পৃ. ২৩]
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে ঝিলঝাল [পৃ. ৩২]
হাদীস	দুআ সুন্নত	ঃ মসজিদ হতে বের হওয়ার দুআ, মসজিদ হতে বের হওয়ার সুন্নাতসমূহ, দাওয়াত খাওয়ার পরের দুআ। [পৃ. ৪৫]
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ ঈমানে মুজমাল। [পৃ. ৬০]
	নামায	ঃ বিতিরের নামাযের নিয়ম। [পৃ. ৬৪]
ইসলামী তারবিয়াত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ ইসলাম, ইসলামী ব্যক্তিবর্গ এবং ইসলামী স্থানসমূহ সম্পর্কে ৫টি প্রশ্নোত্তর। [পৃ. ৮১]
	বক্তৃতা ও দুআ	ঃ একটি বক্তৃতা এবং একটি কুরআনী দুআ। [পৃ. ৮৫]
ভাষা	আরবি	ঃ রাষ্ট্র ও মন্ত্রী সম্পর্কে। [পৃ. ১১৬]

চতুর্থ মাসের সবকসমূহ

কুরআন	নাযেরায়ে কুরআন	ঃ সূরায়ে মুতাফ্‌ফিফীন, সূরায়ে ইনশিকাক, সূরায়ে বুরুজ, সূরায়ে ত্বারিক, আলিফের কায়েদা, রার কায়েদা। [পৃ. ২৪]
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে ঝিলঝাল, সূরায়ে আদিয়াত। [পৃ. ৩২]
হাদীস	দুআ সুন্নত	ঃ ঘুমানোর এবং ঘুম থেকে ওঠার সুন্নাতসমূহ, যখন সকাল হয় তখন এ দুআ পড়বে। [পৃ. ৪৭]
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ ঈমানে মুফাস্‌সাল। [পৃ. ৬০]
	নামায	ঃ দু'আয়ে কুনুত। [পৃ. ৬৫]
ইসলামী তারবিয়াত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ ইসলাম, ইসলামী ব্যক্তিবর্গ এবং ইসলামী স্থানসমূহ সম্পর্কে ৫টি প্রশ্নোত্তর। [পৃ. ৮২]
	বক্তৃতা ও দুআ	ঃ একটি বক্তৃতা এবং একটি কুরআনী দুআ। [পৃ. ৮৫]
ভাষা	আরবি	ঃ বিবিধ প্রশ্ন। [পৃ. ১১৭]

Deeniyat

মাস ভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা

পঞ্চম মাসের সবকসমূহ

কুরআন	নাযেরায়ে কুরআন	ঃ সূরায়ে আ'লা,সূরায়ে গাশিয়া,সূরায়ে ফজর,সূরায়ে বালাদ, সূরায়ে শামছ, রার কায়েদা। [পৃ. ২৪]
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে আদিয়াত। [পৃ. ৩২]
হাদীস	দুআ সুন্নাত	ঃ যখন সন্ধা হয় তখন এই দুআ পড়বে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের মাসনূন কালিমাসমূহ। [পৃ. ৪৮]
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ ঈমানে মুফাস্‌সাল। [পৃ. ৬০]
	নামায	ঃ দুআয়ে কুনূত। [পৃ. ৬৫]
ইসলামী তারবিয়াত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ ইসলাম, ইসলামী ব্যক্তিবর্গ এবং ইসলামী স্থানসমূহ সম্পর্কে ৪টি প্রশ্নোত্তর। [পৃ. ৮২]
	বক্তৃতা ও দুআ	ঃ একটি বক্তৃতা এবং একটি কুরআনী দুআ। [পৃ. ৮৫]
ভাষা	আরবি	ঃ বিবিধ প্রশ্ন। [পৃ. ১১৮]

ষষ্ঠ মাসের সবক সমূহ

কুরআন	নাযেরায়ে কুরআন	ঃ সূরায়ে লাইল, সূরায়ে যুহা, সূরায়ে ইনশিরাহ্‌, সূরায়ে ত্বীন, সূরায়ে আলাক, কাদ্‌র, বাইয়্যিনা, রার কায়েদা। [পৃ. ২৫]
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে আদিয়াত, সূরায়ে ক্বারিয়া। [পৃ. ৩৩]
হাদীস	হিফযে হাদীস	ঃ গত বছরের হাদীস সমূহের রিপিট, হাদীস নং ১১ ঈমা-ন সম্পর্কিত [পৃ. ৫১]
আকাইদ মাসাইল	আসমায়ে হুসনা	ঃ هو الله الذى لا اله الا هو থেকে اللطيف পর্যন্ত রিপিট। [পৃ. ৬৭]
	মাসাইল	ঃ গত বছরের মাসআলা সমূহের রিপিট। [পৃ. ৭৩]
ইসলামী তারবিয়াত	সীরাত	ঃ আমাদের নবী ﷺ এর পূর্বে, আমাদের নবী ﷺ এর জন্ম এবং তার বংশ। [পৃ. ৮৭]
	সহজ দ্বীন	ঃ ঈমান, ইবাদাত, সম্পর্কিত ১, ১ টি সবক। [পৃ. ১০৮]
ভাষা	আরবি	ঃ রিপিট

Deeniyat

সপ্তম মাসের সবক সমূহ

কুরআন	নাযেরায়ে কুরআন	ঃ প্রথম পারার এক চতুর্থাংশ, আল্লাহ্ শব্দের নিয়ম। [পৃ.২৫]
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে ক্বারিয়া। [পৃ.৩৩]
হাদীস	হিফযে হাদীস	ঃ হাদীস নং ১২ ইবাদাত সম্পর্কিত, হাদীস নং ১৩ লেনদেন সম্পর্কিত। [পৃ.৫৪]
আকাইদ মাসাইল	আসমায়ে হুসনা	ঃ ৩১,৩২,৩৩,৩৪,। [পৃ.৬৭]
	মাসাইল	ঃ উযুর সুন্নাতসমূহ [পৃ.৭৫]
ইসলামী তারবিয়াত	সীরাত	ঃ আমাদের নবী ﷺ এর বাল্যকাল, আমাদের নবী ﷺ এর প্রতিপালন, আমাদের নবী ﷺ এর যৌবন, আমাদের নবী ﷺএর ব্যবসা, শামের সফর, আমাদের নবী ﷺএর বিবাহ্। [পৃ.৯০]
	সহজ দ্বীন	ঃ লেন-দেন এবং সামাজিকতা সম্পর্কিত ১,১ টি সবক। [পৃ.১০৯]
ভাষা	আরবি	ঃ রিপিট

অষ্টম মাসের সবক সমূহ

কুরআন	নাযেরায়ে কুরআন	ঃ প্রথম পারার অর্ধেক, মাদ এর বর্ণনা। [পৃ.২৬]
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে ক্বারিয়া, সূরায়ে ত্বাকাসুর। [পৃ.৩৩]
হাদীস	হিফযে হাদীস	ঃ হাদীস নং১৪-সামাজিকতা সম্পর্কিত, হাদীস নং১৫-আচার আচরণ সম্পর্কিত, হাদীস নং১৬-ঈমান সম্পর্কিত। [পৃ.৫৪-৫৫]
আকাইদ মাসাইল	আসমায়ে হুসনা	ঃ ৩৫,৩৬,৩৭,৩৮,। [পৃ.৬৮]
	মাসাইল	ঃ উযুর সুন্নাতসমূহ [পৃ.৭৫]
ইসলামী তারবিয়াত	সীরাত	ঃ শান্তির চেষ্টা এবং হাজরে আসওয়াদের সিদ্ধান্ত, হুযূর ﷺ এর নবুওয়াত প্রাপ্তি, আল্লাহর পয়গাম, সর্বপ্রথম ঈমান গ্রহণকারী , পাহাড়ের উপদেশ। [পৃ.৯৪]
	সহজ দ্বীন	ঃ আচার আচরণ এবং ঈমা-ন সম্পর্কিত ১,১ টি সবক। [পৃ.১১০]
ভাষা	আরবি	ঃ রিপিট

Deeniyat

মাস ভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা

নবম মাসের সবকসমূহ

কুরআন	নাযেরায়ে কুরআন	ঃ প্রথম পারার এক তৃতীয়াংশ। [পৃ.২৬]
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে তাকাসুর, সূরায়ে আসর, সূরায়ে হুমাযাহ। [পৃ.৩৫]
হাদীস	হিফযে হাদীস	ঃ হাদীস নং ১৬ ঈমান সম্পর্কিত, হাদীস নং১৭ ইবাদাত সম্পর্কিত, হাদীস নং১৮-লেন-দেন সম্পর্কিত। [পৃ.৫৫]
আকাইদ মাসাইল	আসমায়ে হুসনা	ঃ ৩৯, ৪০, ৪১,৪২। [পৃ.৬৯]
	মাসাইল	ঃ গোসলের সুন্নাতসমূহ। [পৃ.৭৬]
ইসলামী তারবিয়াত	সীরাত	ঃ আল্লাহর দ্বীন প্রসার লাভ করতে লাগল, হাবশার হিজরাত, হযরত জাফর ﷺ এর ভাষণ, মুসলমানদের বয়কট, দুঃখের বছর। [পৃ.৯৮]
	সহজ দ্বীন	ঃ ইবা-দাত এবং লেন-দেন সম্পর্কিত ১,১ টি সবক। [পৃ.১১১]
ভাষা	আরবি	ঃ রিপিট

দশম মাসের সবকসমূহ

কুরআন	নাযেরায়ে কুরআন	ঃ প্রথম পারা সম্পূর্ণ,সমস্ত কায়েদাসমূহের রিপিট। [পৃ.২৬]
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে হুমাযাহ্। [পৃ.৩৫]
হাদীস	হিফযে হাদীস	ঃ হাদীস নং১৯-ইবাদাত সম্পর্কিত, হাদীস নং২০-আচার আচরণ সম্পর্কিত। [পৃ.৫৬]
আকাইদ মাসাইল	আসমায়ে হুসনা	ঃ ৪৩,৪৪,৪৫,৪৬,। [পৃ.৭০]
	মাসাইল	ঃ উযু ভঙ্গের কারণ সমূহ। [পৃ.৭৭]
ইসলামী তারবিয়াত	সীরাত	ঃ তায়েফের সফর, মে'রাজ, পবিত্র মদীনায় হিজরাত। [পৃ.১০৩]
	সহজ দ্বীন	ঃ সামাজিকতা এবং আচার আচরণ সম্পর্কিত ১,১ টি সবক। [পৃ.১১২]
ভাষা	আরবি	ঃ রিপিট

Deeniyat

সূচী পত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১-কুরআন	
নাযেরায়ে কুরআন — শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	২০
নাযেরায়ে কুরআন- সংজ্ঞা, উৎসাহমূলক কথা	২১
নাযেরায়ে কুরআন সমস্ত কায়েদা সমূহের বাস্তব অনুশীলন সহ	২২
হিফযে সূরা — শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	২৭
হিফযে সূরা - সংজ্ঞা, উৎসাহমূলক কথা	২৭
বিগত বছরসমূহের পূণঃ পঠন	২৮
সূরায়ে ঝিলঝাল	৩২
সূরায়ে আদিয়াত	৩২
সূরায়ে ক্বারিয়া	৩৩
সূরায়ে ত্বাকাসুর	৩৪
সূরায়ে আসর	৩৫
সূরায়ে হুমাযাহ্	৩৫
২-হাদীস	
দুআ, সুন্নত — শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৩৬
দুআ, সুন্নত - সংজ্ঞা, উৎসাহমূলক কথা	৩৭

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
বিগত বছরসমূহের পূণঃ পঠন	৩৮
মসজিদে প্রবেশের দুআ	৪৪
মসজিদে প্রবেশের সুন্নাত সমূহ	৪৪
মসজিদ থেকে বের হবার দুআ	৪৫
মসজিদ থেকে বের হবার সুন্নাতসমূহ	৪৫
দাওয়াত খাওয়ার পরের দুআ	৪৬
ঘুমানোর সুন্নাতসমূহ	৪৬
ঘুম থেকে ওঠার সুন্নাতসমূহ	৪৭
যখন সকাল হয় তখন এই দুআ......	৪৮
যখন সন্ধা হয় তখন এই দুআ পড়বে	৪৮
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের মাসনূন	৪৮
হিফ্যে হাদীস — শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৫০
হিফ্যে হাদীস- সংজ্ঞা,উৎসাহমূলক কথা	৫০
গত বছরের পূনঃ পঠন	৫১
হাদীস নং১১-ঈমা-ন সম্পর্কিত	৫৩
হাদীস নং১২-ইবা-দাত সম্পর্কিত	৫৪

Deeniyat

সূচী পত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
হাদীস নং১৩-লেন-দেন সম্পর্কিত	৫৪
হাদীস নং১৪-সামাজিকতা সম্পর্কিত	৫৪
হাদীস নং১৫-আচার আচরণ সম্পর্কিত	৫৫
হাদীস নং১৬-ঈমা-ন সম্পর্কিত	৫৫
হাদীস নং১৭-ইবা-দাত সম্পর্কিত	৫৫
হাদীস নং১৮-লেন-দেন সম্পর্কিত	৫৬
হাদীস নং১৯-সামাজিকতা সম্পর্কিত	৫৬
হাদীস নং২০-আচার আচরণ সম্পর্কিত	৫৬
৩-আকাইদ, মাসাইল	
আকাইদ শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৫৭
আকাইদ- সংজ্ঞা,উৎসাহমূলক কথা	৫৭
বিগত বছরসমূহের পূণঃ পঠন	৫৮
কালিমায়ে ইস্তিগফার	৫৯
ঈমানে মুজমাল	৬০
ঈমানে মুফাসসাল	৬০
নামায শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৬১

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
নামায- সংজ্ঞা,উৎসাহমূলক কথা	৬১
বিগত বছরসমূহের পূণঃ পঠন	৬২
বিতিরের নামায	৬৪
দুআয়ে কুনুত	৬৫
আসমায়ে হুসনা শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৬৬
আসমায়ে হুসনা- সংজ্ঞা,উৎসাহমূলক কথা	৬৬
বিগত বছরসমূহের পূণঃ পঠন	৬৭
আসমায়ে হুসনা (৩১ থেকে ৫০)	৬৭
মাসাইল শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৭২
মাসাইল - সংজ্ঞা,উৎসাহমূলক কথা	৭২
গত বছরের পুনঃ পঠন	৭৩
অযুর সুন্নাতসমূহ	৭৫
গোসলের সুন্নাতসমূহ	৭৬
অযু ভঙ্গের কারণসমূহ	৭৭
৪-ইসলামী তারবিয়াত	
ইসলামী জ্ঞান শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৭৮

Deeniyat

সূচী পত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
ইসলামী জ্ঞান- সংজ্ঞা,উৎসাহমূলক কথা	৭৮
প্রশ্নাবলী ও উত্তরসমূহ	৭৯
বক্তৃতা ও দুআ শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৮৪
বক্তৃতা ও দুআ- সংজ্ঞা,উৎসাহমূলক কথা	৮৪
নামাযের গুরুত্ব	৮৫
দুআ	৮৫
সীরাত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৮৬
সীরাত- সংজ্ঞা,উৎসাহমূলক কথা	৮৬
আমাদের নবী ﷺ এর পূর্বে	৮৭
আমাদের নবী ﷺ এর জন্ম	৮৮
আমাদের নবী ﷺ এর বংশ	৮৮
আমাদের নবী ﷺ এর বাল্যকাল	৯০
আমাদের নবী ﷺ এর প্রতিপালন	৯১
আমাদের নবী ﷺ এর যৌবন	৯১
আমাদের নবী ﷺ এর ব্যবসা	৯২
শামের সফর	৯২

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
আমাদের নবী ﷺ এর বিবাহ্	৯৩
শান্তির প্রচেষ্টা এবং হাজরে	৯৪
হুযুর ﷺ এর নবুওয়াত প্রাপ্তি	৯৪
আল্লাহর পয়গাম	৯৬
প্রথম ঈমান কবুলকারী	৯৬
পাহাড় হতে উপদেশ	৯৭
আল্লাহর দ্বীন প্রসার লাভ করতে লাগল	৯৮
হাবশার হিজরাত	৯৯
হযরত জাফর رضي الله عنه এর ভাষণ	১০০
মুসলমানদের বয়কট	১০১
দুঃখের বছর	১০২
তায়েফের সফর	১০৩
মে'রাজ	১০৩
পবিত্র মদীনায় হিজরাত	১০৪
সহজ দ্বীন শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	১০৬
সহজ দ্বীন- সংজ্ঞা,উৎসাহমূলক কথা	১১৭

Deeniyat

সূচী পত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
হাদীস নং ১১ ঈমা-ন সম্পর্কিত একটি সবক	১০৮
হাদীস নং ১২ ইবা-দাত সম্পর্কিত একটি সবক	১০৮
হাদীস নং ১৩ লেন-দেন সম্পর্কিত একটি সবক	১০৯
হাদীস নং ১৪ সামাজিকতা সম্পর্কিত একটি সবক	১০৯
হাদীস নং ১৫ আচার আচরণ সম্পর্কিত একটি সবক	১১০
হাদীস নং ১৬ ঈমা-ন সম্পর্কিত একটি সবক	১১০
হাদীস নং ১৭ ইবা-দাত সম্পর্কিত একটি সবক	১১১
হাদীস নং ১৮ লেন-দেন সম্পর্কিত একটি সবক	১১১
হাদীস নং ১৯ সামাজিকতা সম্পর্কিত একটি সবক	১১২
হাদীস নং ২০ আচার আচরণ সম্পর্কিত একটি সবক	১১১
৫-ভাষা	
আরবী শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	১১৩
আরবী -সংজ্ঞা,উৎসাহমূলক কথা	১১৩
عَشَرَات দশক সংখ্যাসমূহ	১১৪
أَيَّامُ الْأُسْبُوْع সপ্তাহের দিনসমূহ	১১৪

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
দিকসমূহ	১১৫
বিবিধ পেশা	১১৫
রাষ্ট্র ও মন্ত্রী	১১৬
বিবিধ প্রশ্ন	১১৭
প্রথম মাসের প্রশ্নাবলি	১১৯
দ্বিতীয় মাসের প্রশ্নাবলি	১১৯
তৃতীয় মাসের প্রশ্নাবলি	১২০
চতুর্থ মাসের প্রশ্নাবলি	১২০
পঞ্চম মাসের প্রশ্নাবলি	১২১
ষষ্ঠ মাসের প্রশ্নাবলি	১২১
সপ্তম মাসের প্রশ্নাবলি	১২২
অষ্টম মাসের প্রশ্নাবলি	১২২
নবম মাসের প্রশ্নাবলি	১২৩
দশম মাসের প্রশ্নাবলি	১২৩
নামাযের ছক	১২৪
মাসিক উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি তালিকা	১২৮

Deeniyat

১-কুরআন

[নাযেরায়ে কুরআন]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

এ বছর নাযেরায়ে কুরআনের কোর্সে আমপারা এবং প্রথম পারা দেওয়া হয়েছে এবং নূরানী কায়েদার তখ্তীর অধীনে প্রদত্ত কায়েদাসমূহের মধ্য হতে কিছু কায়েদা দেওয়া হয়েছে, উক্ত কায়েদাগুলো ভালভাবে মুখস্থ করিয়ে দিন এবং নাযেরায়ে কুরআনে সেগুলোর ভালভাবে বাস্তব অনুশীলন করিয়ে দিন এবং চেষ্টা করুন যে, বাচ্চাদের নাযেরায়ে কুরআন যেন এ বছর পাকাপোক্ত হয়ে যায়।

নাযেরায়ে কুরআন পড়ানোর নিয়ম হলে, ব্লাক বোর্ডের উপর আয়াতসমূহ লিখে বানান করে পড়ান, ছাত্রদেরকে খন্ড খন্ড করে পড়ান, যেমন নিজে পড়ুন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ অতঃপর ছাত্ররা পড়বে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ, এরপর পড়ান رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অতঃপর ছাত্ররা পড়বে رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ, এভাবে করে যতটুকু সবক হয় পড়াতে থাকুন, একবার সবক পড়ানোর পর ছাত্র/ছাত্রীদের দ্বারা পালাক্রমে পড়াতে থাকুন এবং অন্যান্য বিষয়বস্তু হতে যে সময় বেঁচে যায় তা নাযেরায়ে কুরআনে ব্যয় করুন।

রিপিটের দিনসমূহে নাযেরায়ে কুরআনের রিপিট হবে না, সুতরাং নাযেরায়ের কুরআনের সবক পড়াতে থাকুন।

কিতাবের শেষে তাজবীদের ক্বায়েদাসমূহের প্রশ্নাবলী তো দেওয়া হয়েছে, কিন্তু নাযেরায়ে কুরআনের প্রশ্নাবলী দেওয়া হয় নাই, সেজন্য নাযেরায়ে কুরআনের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সরাসরি কুরআন থেকেই প্রশ্ন করুন।

Deeniyat

১-কুরআন

[নাযেরায়ে কুরআন]

সংজ্ঞা, উৎসাহমুলক কথা

নাযেরায়ে কুরআন ঃ কুরআন মাজিদ দেখে পড়াকে "নাযেরায়ে কুরআন " বলে।

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবু যর رضي الله عنه কে বললেন যে, তুমি কুরআনের তেলাওয়াত এবং আল্লাহ্ তা'আলার জিকিরের প্রতি গুরুত্ব দাও, কেননা এই আমলের কারণে আসমানে তোমার আলোচনা হবে এবং এই আমল পৃথিবীতে তোমার জন্য হেদায়েতের নূর হবে।

[শুয়াবুল ঈমানঃ ৪৯৪২]

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনে কারীমকে সামনে রাখে (তার উপর আমল করে), তাকে কুরআন জান্নাতে পোঁছিয়ে দেয়, আর যে কুরআনকে পশ্চাদপদ করে (তার উপর আমল করে না), তাকে সে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করে। [শুয়াবুল ঈমানঃ ২০১০, জাবির رضي الله عنه]

কুরআনে কারীম আল্লাহ তা'আলার কিতাব, তা শিক্ষা করা, ও পাঠ করা এবং তার উপর আমল করা অনেক বড় ইবাদত, মহা প্রতিদান, সওয়াব, বরকত এবং কল্যাণের মাধ্যম। সেজন্য প্রত্যেকের উচিৎ যে, কুরআনে কারীম পড়া শেখে এবং তা বিশুদ্ধভাবে পড়ার পূর্ণ চেষ্টা করা।

Deeliyat

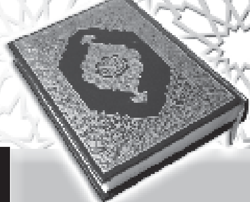

১-কুরআন
[নাযেরায়ে কুরআন]

নাযেরায়ে কুরআন

সবক ১

নাযেরায়ে কুরআন — **সূরায়ে নাবা**

নযেরায়ে কুরআন — **ক্বলক্বলার বর্ণনা**

ক্বলক্বলার হুরুফ পাঁচটি: ق، ط، ب، ج، د যার সমষ্টি قُطُبُ جَدٍّ , যখন এগুলোর উপর সাকিন হবে, তখন পড়ার সময় এগুলোর আওয়াজ ডবল হবে, এটাকে ক্বলক্বলা বলে। যেমনঃ জীম বা যবর جَبْ , বা জীম যবর بَجْ ।

১ প্রথম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ২

নাযেরায়ে কুরআন — **সূরায়ে নাযিয়াত**

কায়েদার বাস্তব অনুশীলন — **তাশদীদের বর্ণনা**

① একটি সাকিন এবং একটি হরকত মিলে তাশ্‌দীদ্‌ হয়।

② তাশ্‌দীদের উচ্চারণে এক প্রকারের কঠোরতা হয়।

③ যে অক্ষরের উপর তাশদীদ হয়, তাকে মুশাদ্দাদ বলে।

④ মুশাদ্দাদ অক্ষরকে দুইবার পড়া হয়। যেমন: হামযা বা যবর اَبْ বা যবর বা اَبَّ=بَ।

২ দ্বিতীয় মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

১-কুরআন

[নাযেরায়ে কুরআন]

সবক ৩

নাযেরায়ে কুরআন

সূরায়ে আবাসা, সূরায়ে তাক্‌ভীর, সূরায়ে ইনফিতার

কায়েদার বাস্তব অনুশীলন

গুন্নার বর্ণনা

এক আলিফ পরিমাণ আওয়াজ নাকের মধ্যে নিয়ে যাওয়াকে গুন্না বলে, নূন এবং মীমের উপর তাশ্‌দীদ হলে গুন্না হয়। যেমনঃ ثُمَّ, اَنَّ।

পূর ও বারীক অক্ষরসমূহের বর্ণনা হুরুফে মুস্তা'লিয়া

হুরুফে মুস্তা'লিয়া সাতটি, যেগুলো সর্বদা পূর পড়তে হয়, যার সমষ্টি হলঃ
خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ

এগুলো ছাড়া হুরুফে মুস্তাফিলা বাইশটি, যেগুলো বারীক পড়তে হয়। কিন্তু আলিফ, আল্লাহ্ শব্দের লাম এবং রা কে কখনো পূর ও কখনো বারীক পড়তে হয়।

আলিফের নিয়ম

আলিফের পূর্বে পূর অক্ষর হলে আলিফও পূর হবে। যেমনঃ قَالَ، طَالَ

আর যদি আলিফের পূর্বে বারীক অক্ষর হয়, তবে আলিফও বারীক হবে। যেমনঃ زَالَ، مَالَ

৩ তৃতীয় মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

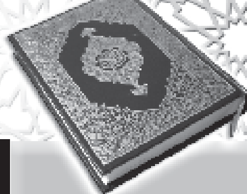

১-কুরআন

[নাযেরায়ে কুরআন]

সবক ৪

নাযেরায়ে কুরআন — সূরায়ে মুতাফ্‌ফিফীন, সূরায়ে ইনশিকাক, সূরায়ে বুরুজ, সূরায়ে তারিক

কায়েদার বাস্তব অনুশীলন — “রা” র নিয়ম

① যে রা’র উপর যবর অথবা পেশ হবে, তা পূর বা মোটা হবে, আর যে রা’র নিচে যের হবে তা বারিক হবে।

রার উপর যবরের দৃষ্টান্ত: رَبَّكَ রার উপর পেশ হওয়ার দৃষ্টান্ত رُبَمَا

রার নীচে যের হওয়ার দৃষ্টান্ত: رِسٰلٰتِ

৪	চতুর্থ মাসে	২০	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ৫

নাযেরায়ে কুরআন — সূরায়ে আলা, সূরায়ে গাশিয়া, সূরায়ে ফজর, সূরায়ে বালাদ, সূরায়ে শামছ।

কায়েদার বাস্তব অনুশীলন — “রা” র নিয়ম

② রা সাকিনের পূর্বে যদি যবর বা পেশ হয় তবে রা পূর বা মোট হয়, আর যের হলে বারিক বা পাতলা হয়।

রা সাকিনের পূর্বে যবরের দৃষ্টান্ত : اَرْسَلْنَا

রা সাকিনের পূর্বে পেশের দৃষ্টান্ত : قُرْاٰنٌ

রা সাকিনের পূর্বে যেরের দৃষ্টান্ত : اُمِرْتُ

৫	পঞ্চম মাসে	২০	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

১-কুরআন

[নাযেরায়ে কুরআন]

সবক ৬

নাযেরায়ে কুরআন সূরায়ে লাইল, সূরায়ে যুহা, সূরায়ে ইনশিরাহ্, সূরায়ে ত্বীন, সূরায়ে আলাক্ব, সূরায়ে ক্বদর এবং সূরায়ে বাইয়্যিনাহ।

কায়েদার বাস্তব অনুশীলন "রা" র নিয়ম

৩) তাশদিদ যুক্ত রার উপর যবর বা পেশ হলে রা পূর হবে এবং রা মুশাদ্দাদের নীচে যের হলে রা বারিক হবে।

রা মুশাদ্দাদের উপর যবর হওয়ার দৃষ্টান্ত : بِرَّ

রা মুশাদ্দাদের উপর পেশ হওয়ার দৃষ্টান্ত : فَفِرُّوْا

রা মুশাদ্দাদের নীচে যের হওয়ার দৃষ্টান্ত : شَرِّ

৬ ষষ্ঠ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ৭

নাযেরায়ে কুরআন প্রথম পারার এক চতুর্থাংশ

কায়েদার বাস্তব অনুশীলন আল্লাহ্ শব্দের নিয়ম

১) যদি আল্লাহ্ শব্দের লামের পূর্বে যবর অথবা পেশ হয়, তবে আল্লাহ্ শব্দের লামকে পূর বা মোটা করে পড়তে হবে। যেমন : هُوَاللّٰهُ، رَسُوْلُ اللّٰهِ

২) যদি আল্লাহ্ শব্দের লামের পূর্বে যের হয়, তবে আল্লাহ্ শব্দের লামকে বারিক পড়তে হবে। যেমন : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ।

৭ সপ্তম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

১-কুরআন
[নাযেরায়ে কুরআন]

সবক ৮

নাযেরায়ে কুরআন	প্রথম পারার অর্ধেক
কায়েদার বাস্তব অনুশীলন	মদ এর বর্ণনা

① মদ্দে মুত্তাসিল ঃ মদের হরফের পর একই শব্দে হামযাহ্ হলে মদ্দে মুত্তাসিল হবে। তার পরিমাণ চার আলিফের সমান হবে। যেমন : جَآءَ

② মদ্দে মুনফাসিল ঃ মদের হরফের পর পরবর্তী শব্দে হামযাহ্ হলে মদ্দে মুনফাসিল হবে। তার পরিমাণ চার আলিফের সমান হবে। যেমন : بِمَآ اُنْزِلَ

③ মদ্দে লাযিম ঃ মদের হরফের পর লাযেমী সাকিন হলে মদ্দে লাযিম হবে। তার পরিমাণ পাঁচ আলিফের সমান হবে। যেমন : دَآبَّةٍ، آٰلْـٰٔنَ

৮ অষ্টম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ৯

নাযেরায়ে কুরআন	প্রথম পারার এক তৃতীয়াংশ
কায়েদার বাস্তব অনুশীলন	সমস্ত কায়েদাসমূহের রিপিট

৯ নবম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ১০

নাযেরায়ে কুরআন	প্রথম পারা সম্পূর্ণ
কায়েদার বাস্তব অনুশীলন	সমস্ত কায়েদাসমূহের রিপিট

১০ দশম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

১-কুরআন
[হিফযে সূরাহ]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

এ বছরের কোর্সে বিগত বছরসমূহের সূরাসমূহের রিপিটের সাথে সাথে সূরায়ে ঝিলঝাল হতে সূরায়ে হুমাঝাহ পর্যন্ত ৬টি সূরা দেওয়া হয়েছে। এ সমস্ত সূরা-সমূহ তাজবীদের পূর্ণ অনুসরণ করে পড়াবেন।

প্রতিটি সূরা প্রথমে কিছুদিন নিজে পড়াবেন। অত:পর শিক্ষার্থীদের দ্বারা পালাক্রমে পড়াতে থাকবেন।

সংজ্ঞা, উৎসাহমূলক কথা

হিফযে সূরাহ ঃ কুরআনে কারীমের কোন সূরা মুখস্থ করাকে ‘‘হিফযে সূরাহ’’ বলে।

হাদীস ঃ রাসূল ﷺ বলেছেন : (ক্বিয়ামতের দিন) কুরআন ধারণকারী (হাফিজ) কে বলা হবে, কুরআন শরীফ পড়তে থাক ও জান্নাতের উন্নত শিখরে উত্তীর্ণ হতে থাক , আর ধীরে ধীরে পড় যেমন তুমি দুনিয়ায় পড়তে। আজ তোমার স্থান সেখানে হবে যেখানে তোমার সর্বশেষ আয়াতের তেলাওয়াত শেষ হবে ।

[আবু দাউদ : ১৪৬৪,আব্দুল্লাহ বিন উমর رضي الله عنه]

হাদীস ঃ রাসূল ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির হৃদয়ে কুরআনে কারীমের কোনো অংশ সংরক্ষিত থাকবে না, তার হৃদয় বিরাণ ঘর সমতূল্য। [তিরমিযী: ২৯১৩ ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]

সুতরাং কুরআনে কারীমের হিফয করা উচিৎ, কমপক্ষে এতটুকু তো অবশ্যই মুখস্থ থাকা উচিৎ, যার দ্বারা নামায সহীহ হয়ে যায়।

Deeniyat

১-কুরআন
[হিফযে সূরাহ]

সবক ১ বিগত বছর সমূহের পূনঃপাঠ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝	তাআওউয
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝	তাস্‌মিয়া

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢ مٰلِكِ يَوْمِ
الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ۬ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ
عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

سُوْرَةُ الْفِيْلِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝١ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ
فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝٢ وَّ اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝٣ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ
مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝٤ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝٥

Deeniyat

১-কুরআন

[হিফযে সূরাহ]

হিফযে সূরাহ

سُوْرَةُ قُرَيْشٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ

هٰذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِیْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِیْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ﴿١﴾ فَذٰلِكَ الَّذِیْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ﴿٢﴾

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ﴿٤﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ

صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿٥﴾ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ﴿٧﴾

سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾ اِنَّ

شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ﴿٣﴾

Deeniyat

১-কুরআন

[হিফযে সূরাহ]

سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ۝١ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ۝٢ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ

مَاۤ اَعْبُدُ ۚ۝٣ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ۝٤ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ

مَاۤ اَعْبُدُ ؕ۝٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦

سُوْرَةُ النَّصْرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۙ۝١ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ

اَفْوَاجًا ۙ۝٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝٣

سُوْرَةُ اللَّهَبِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

تَبَّتْ يَدَاۤ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ؕ۝١ مَاۤ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ؕ۝٢

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۚۖ۝٣ وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۚ۝٤

فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥

Deeniyat

১-কুরআন
[হিফযে সূরাহ]

سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ

لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

سُوْرَةُ الْفَلَقِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا

وَقَبَ ۝٣ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۝٤ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٥

سُوْرَةُ النَّاسِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ اِلٰهِ النَّاسِ ۝٣ مِنْ شَرِّ

الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۝٤ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝٥

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٦

১	২	মাসে	৪০	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

১-কুরআন
[হিফযে সূরাহ]

এ বছরের সবকসমূহ সবক ২ سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ ﴿١﴾ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۙ ﴿٢﴾

وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ ﴿٣﴾ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۙ ﴿٤﴾

بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۗ ﴿٥﴾ يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ ۵

لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۗ ﴿٦﴾ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۗ ﴿٧﴾

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ع ﴿٨﴾

৩	4	মাসে	৩৫	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ৩ سُوْرَةُ الْعٰدِيٰتِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۙ ﴿١﴾ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۙ ﴿٢﴾ فَالْمُغِيْرٰتِ

Deeniyat

صُبْحًا ۙ﴿۳﴾ فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۙ﴿۴﴾ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۙ﴿۵﴾

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۚ﴿۶﴾ وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۚ﴿۷﴾

وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ؕ﴿۸﴾ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا

فِى الْقُبُوْرِ ۙ﴿۹﴾ وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ﴿۱۰﴾ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ

يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ؏﴿۱۱﴾

৪	৫	৬ মাসে ৪০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

সবক ৪ سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْقَارِعَةُ ۙ﴿۱﴾ مَا الْقَارِعَةُ ۚ﴿۲﴾ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ؕ﴿۳﴾ يَوْمَ

يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۙ﴿۴﴾ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ

১-কুরআন
[হিফযে সূরাহ]

হিফযে সূরাহ

كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ﴿٥﴾ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ﴿٦﴾ فَهُوَ

فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ﴿٨﴾ فَاُمُّهٗ

هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ﴿١٠﴾ نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿١١﴾

৬	৭	৮ মাসে ৩০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ৫ — سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ

تَعْلَمُوْنَ ﴿٣﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ

عِلْمَ الْيَقِيْنِ ﴿٥﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا

عَيْنَ الْيَقِيْنِ ﴿٧﴾ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾

৮	৯ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

১-কুরআন
[হিফযে সূরাহ]

হিফযে সূরাহ

সবক ৬ — سُوْرَةُ الْعَصْرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْعَصْرِ ۙ﴿۱﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ۙ﴿۲﴾ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ۵ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿۳﴾ ع

৯ নবম মাসে ১০ দিন পড়াবেন

সবক ৭ — سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَیْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِۣ ۙ﴿۱﴾ الَّذِیْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ﴿۲﴾

یَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۚ﴿۳﴾ كَلَّا لَیُنْۢبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ ۖ﴿۴﴾

وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ؕ﴿۵﴾ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ﴿۶﴾ الَّتِیْ تَطَّلِعُ

عَلَی الْاَفْـِٕدَةِ ؕ﴿۷﴾ اِنَّهَا عَلَیْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۙ﴿۸﴾ فِیْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿۹﴾ ع

৯ ১০ মাসে ২৫ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

দুআ, সুন্নাতের কোর্সে মসজিদে প্রবেশ করার এবং মসজিদ হতে বের হওয়ার দুআ ও সুন্নাতসমূহ, দাওয়াত খাওয়ার পরের দু'আ, ঘুমানোর ও ঘুম থেকে ওঠার সুন্নাতসমূহ, সকাল ও সন্ধ্যায় পড়ার দু'আসমূহ এবং বিশেষ বিশেষ সময়ে বলতে হবে এমন চারটি মাসনূন্ কালিমা দেওয়া হয়েছে।

এ সকল দুআ ও সুন্নাতসমূহ সমবেতভাবে মুখস্থ করিয়ে দিন এবং দুআগুলোর অনুবাদ যদি সহজে মুখস্থ করে নেয় তবে তো খুবই ভাল কথা, নতূবা সেগুলো মুখস্থ করানোর প্রতি বেশী জোর দেওয়ার দরকার নেই।

প্রতি মাসে রিপিটের সময় বিগত বছরসমূহের দু'আ এবং সুন্নাতসমূহের রিপিটও করাতে থাকুন এবং সাথে সাথে চেষ্টা করুন যে, ছাত্র/ছাত্রীরা নিজ জীবনে আমলের ক্ষেত্রে এ সকল দুআ ও সুন্নাতসমূহের প্রতি গুরুত্বও দেয়, সেজন্য মাঝে মধ্যে প্রীতি ও আদরের সাথে আমলের প্রতি উৎসাহিত করতে থাকুন এবং তার নেগরাণীও করতে থাকুন এবং তাদেরকে উদ্বুদ্ধও করতে থাকুন যে, কে কে এ সকল দু'আ ও সুন্নাত সমূহের উপর আমল করবে এবং নিজ ভাই,বোন ও পিতা-মাতাকে শিখাবে?

Deeniyat

২- হাদীস

[দুআ, সুন্নাত]

সংজ্ঞা, উৎসাহমূলক কথা

দু'আ, সুন্নত ঃ আল্লাহ তাআলার কাছে চাওয়াকে ''দু'আ" বলে এবং আমাদের নবী ﷺ এর তরীকাকে সুন্নাত বলে ।

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে আমার সুন্নাতকে জীবিত করল, সে আমাকে ভালোবাসল এবং সে আমার সাথে (জান্নাতে) থাকবে।

[তিরমিযী: ২৬৭৮, আনাস বিন মালিক رضي الله عنه]

আল্লাহর নিকট ঐ আমলই গ্রহণযোগ্য যে আমল হুযূর ﷺ এর তরীকানুযায়ী হয়ে থাকে, সুতরাং হুযূর ﷺ এর তরীকাকে জানা এবং হুযূর ﷺ এর বর্ণিত দু'আ ও সুন্নাতসমূহ শেখা ও তার উপর আমল করা উম্মাতের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য।

এ সকল দুআ ও সুন্নাতের উপর আমল করলে আখিরাতের সওয়াব ও সফলতা তো আছেই, সাথে সাথে দুনিয়ায় ও সম্মান পাওয়া যায়, বিপদাপদ ও কঠিন অবস্থা হতে মুক্তি পাওয়া যায় এবং শুখ-শান্তি ও মনের প্রফুল্লতা লাভ হয়।

Deeniyat

সবক ১ বিগত বছরসমূহের পূনঃ পাঠ

খাওয়ার শুরুতে এই দু'আ পড়ব

بِسْمِ اللهِ

[তিরমিযী: ১৮৫৮, আয়েশা رضي الله عنها]

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নাম নিয়ে খাওয়া আরম্ভ করছি।

শুরুতে দু'আ ভুলে গেলে এই দু'আ পড়ব

بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ

[আবূদাউদ : ৩৭৬৭, আয়েশা رضي الله عنها]

অর্থ ঃ শুরুতে এবং শেষে আল্লাহ্‌র নামে খাচ্ছি।

খাওয়ার শেষে এই দু'আ পড়ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ

[তিরমিযী : ৩৪৫৭, আবূ সায়ীদ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন ও মুসলমান রূপে সৃষ্টি করেছেন।

খানার সুন্নাতসমূহ

১. দস্তরখান বিছানো। [বুখারী : ৫৪১৫, আনাস رضي الله عنه]

২. উভয় হাত (কব্জি পর্যন্ত) ধোয়া। [তিরমিযী : ১৮৪৬, সালমান رضي الله عنه]

৩. খাওয়ার পূর্বে দু'আ পড়া। [তিরমিযী : ১৮৫৮, আয়েশা رضي الله عنها]

Deeniyat

④ সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী বসা : (এক হাঁটু তুলে কিংবা নামাযের আকৃতিতে বসা)। [ফাতহুলবারী: ৯/৫৪২]

⑤ ডান হাত দিয়ে খাওয়া। [বুখারী : ৫৩৭৬, উমর বিন আবি সালমাহ্ رضي الله عنه]

⑥ নিজের সামনে থেকে খাওয়া । [বুখারী : ৫৩৭৬, উমর বিন আবি সালমাহ্ رضي الله عنه]

⑦ তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া। (রুটির ক্ষেত্রে) [মুসলিম : ৫৪১৭, কায়া'ব বিন মালিক رضي الله عنه]

⑧ যদি কোন লোকমা পড়ে যায়, তবে তা তুলে পরিষ্কার করে খাওয়া। [মুসলিম : ৫৪২১, জাবির رضي الله عنه]

⑨ পাত্র ও আঙ্গুল চেটে পরিষ্কার করে খাওয়া। [মুসলিম : ৫৪২০, জাবির رضي الله عنه]

⑩ হেলান দিয়ে না খাওয়া। [তিরমিযী : ১৮৩০, আবূ যুহাইফা رضي الله عنه]

⑪ খাবারে কোনো দোষ ত্রুটি না ধরা। [বুখারী : ৫৪০৯, আবূ হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]

⑫ অত্যাধিক গরম খাদ্য না খাওয়া। [মুসতাদ্‌রাক : ৭১২৫, জাবির رضي الله عنه]

⑬ খাওয়ার পর দুআ পড়া। [তিরমিযী : ৩৪৫৭, আবূ সায়ীদ رضي الله عنه]

⑭ খাওয়ার পর হাত ধোয়া এবং কুলি করা। [তিরমিযী : ১৮৪৬, সালমান رضي الله عنه, বুখারী ৫৪৫৪, সুআইদ رضي الله عنه]

পানি পান করার সুন্নাতসমূহ

① ডান হাত দ্বারা পান করা। [মুসলিম : ৫৩৮৪, ইবনে উমর رضي الله عنهما]

② বসে পান করা। [তিরমিযী : ১৮৭৯, আনাস رضي الله عنه]

③ দেখে পান করা। [আবূদাউদ:৩৮১৯,ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما,বযলুল মাজহুদ:১১/৪৫০,ম]

④ بِسْمِ اللهِ পড়ে পান করা। [তিরমিযী : ১৮৮৫, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]

⑤ তিন শ্বাসে পান করা। [মুসলিম : ৫৪০৫, আনাস رضي الله عنه]

⑥ পান করার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ পড়া। [তিরমিযী : ১৮৮৫, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]

Deeniyat

পানি পান করার পর এই দু'আ পড়ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ سَقَانَا عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهٖ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا

[কানযুল উম্মাল:১৮২২৬,আবি জাফার رحمة الله عليه মুরসালান]

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে সুস্বাদু পানি পান করালেন এবং ঐ পানিকে আমাদের গুনাহের ফলে লবণাক্ত ও তিক্ত করেননি।

দুধপান করার পর এই দু'আ পড়ব

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

[তিরমিযী : ৩৪৫৫, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এতে আমাদের জন্য বরকত দাও এবং আমাদেরকে আরো বেশী করে দান করো।

ঘুমানোর পূর্বে এই দু'আ পড়ব

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا

[বুখারী : ৬৩১৪, হুযাইফাহ্‌ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্‌! আমি আপনারই নাম নিয়ে মৃত্যু বরণ করি ও জীবিত হই।

ঘুম থেকে ওঠার পর এই দু'আ পড়ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

[বুখারী : ৬৩১৪, হুযাইফাহ্‌ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে মৃত্যু দানের পর পূণরায় জীবন দান করেছেন এবং সবাইকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে।

বাথরুমে প্রবেশের পূর্বে এই দু'আ পড়ব

بِسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

[মু'জামে আউসাত : ২৮০৩, আনাস رضي الله عنه]

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে প্রবেশ করছি, হে আল্লাহ্‌! আমি অপবিত্র পুরুষ ও মহিলা জ্বিনসমূহ থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি।

Deeniyat

বাথরুম থেকে বের হয়ে এই দুআ পড়ব

غُفْرَانَكَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذٰى وَعَافَانِيْ

[ইবনে মাজাহ্ : ৩০০, আয়েশা رضي الله عنها,৩০১, আনাস رضي الله عنه]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট মাগ্‌ফিরাত কামনা করি। সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌র যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে আমাকে নিষ্কৃতি দান করেছেন।

বাথরুমের সুন্নাতসমূহ

১ মাথা ঢেকে যাওয়া। [সুনানে কুবরা বাইহাক্বী: ৪৬৫,হাবীব বিন সালেহ رحمة الله عليه]

২ জুতা, স্যান্ডেল পরে যাওয়া। [সুনানে কুবরা বাইহাক্বী: ৪৬৫,হাবীব বিন সালেহ رحمة الله عليه]

৩ দু'আ পড়ে ভেতরে যাওয়া। [বুখারী : ৬৩২২, আনাস رضي الله عنه]

৪ প্রথমে বাম পা ভেতরে রাখা। [বুখারীঃ ৪২৬,আয়েশা رضي الله عنها ফাতহুল বারী ঃ ১৬/৪২৫]

৫ ক্বিবলার দিকে মুখ অথবা পিঠ করে না বসা। [আবূদাউদ : ৮, আবু হুরাইরা رضي الله عنه]

৬ কোন কথা না বলা। [আবূ দাউদ ঃ ১৫, আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه]

৭ দাড়িয়ে প্রশাব না করা। [ইবনে মাযাহ্ : ৩০৯, জাবির رضي الله عنه]

৮ বাম হাত দিয়ে ইস্তিঞ্জা বা পরিষ্কার করা। [বুখারী : ১৫৪, আবু ক্বাতাদা رضي الله عنه]

৯ ইস্তিঞ্জার পর মাটি কিংবা সাবান ইত্যাদি দিয়ে ভালভাবে হাত ধৌত করা। [আবূ দাউদ : ৪৫, আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]

১০ ডান পা দিয়ে বাহির হওয়া। [বুখারী : ৪২৬, আয়েশা رضي الله عنها]

১১ বাহিরে আসার পর দুআ পড়া। [ইবনে মাজাহ্ : ৩০০,আয়েশা رضي الله عنها,৩০১,আনাস رضي الله عنه]

উযূর পূর্বে এই দু'আ পড়ব

بِسْمِ اللّٰهِ

[নাসাঈ:৭৮,আনাস رضي الله عنه]

অর্থ : আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি।

দুআ, সুন্নাত

Deeniyat

উযূর মাঝে এই দু'আ পড়ব

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ

[সুনানে কুবরা নাসাঈ: ৯৯০৮, আবি মুসা رضي الله عنه]

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার গুনাহকে ক্ষমা করে দাও, আমার ঘর প্রশস্ত করে দাও, আমার রিজিকে বরকত দাও।

উযূর শেষে এই দু'আ পড়ব

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ

مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

[তিরমিযী: ৫৫, উমর رضي الله عنه]

অর্থ : আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক তার কোন অংশীদার নেই এবং আমি আরো স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে (হযরত) মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসূল। হে আল্লাহ্! আমাকে তওবাকারীদের এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লোকদের অন্তর্ভূক্ত করে দাও।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের মাসনূন বাক্যসমূহ

কোন মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সালাম দিব ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ

[তিরমিযী : ২৬৮৯, ইমরান বিন হুসাইন رضي الله عنهما]

অর্থ ঃ আপনার উপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক।

কোন মুসলমান সালাম করলে উত্তরে বলব ঃ

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ

[মুসনাদে আহমাদ:১২৬১২,আনাস رضي الله عنه]

অর্থ ঃ আপনার উপরও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

Deeniyat

প্রতিটি ভাল কাজ শুরু করার পূর্বে পড়ব ঃ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

[আলআযকার : ১/১৫৬,আবূ হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি যিনি অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান।

কোন নি'য়ামত পেলে বলব:

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ

[ইবনে মাজাহ্ : ৩৮০৫, আনাস رضي الله عنه]

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র।

কেহ কোন কিছু দিলে অথবা ভাল আচরণ করলে বলব:

جَزَاكَ اللّٰهُ خَيۡرًا

[তিরমিযী : ২০৩৫, উসামাহ্ বিন যায়েদ رضي الله عنهما]

অর্থ ঃ আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন।

উঁচু জায়গায় ওঠার সময় বলবঃ

اَللّٰهُ أَكۡبَرُ

[বুখারী: ২৯৯৩, জাবির رضي الله عنه]

অর্থ : আল্লাহ সব চেয়ে বড়।

নীচে নামার সময় পড়বঃ

سُبۡحَانَ اللّٰهِ

[বুখারী : ২৯৯৩, জাবির رضي الله عنه]

অর্থ : আল্লাহর সত্তা পবিত্র।

হাঁচি আসলে বলবঃ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ

[বুখারী : ৬২২৪, আবূ হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

Deeniyat

২-হাদীস
[দুআ, সুন্নাত]

হাঁচি দাতাকে বলবঃ

[বুখারী : ৬২২৪, আবূ হুরাইরাহ্ رضي الله عنه] يَرْحَمُكَ اللّٰهُ

অর্থ : আল্লাহ্ তোমার উপর রহম করুন।

কোনো কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বলবেঃ

[সূরায়ে কাহাফ্ : ২৪] اِنْ شَآءَ اللّٰهُ

অর্থ : যদি আল্লাহ চান।

১ প্রথম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

এ বছরের সবকসমূহ সবক ২ মসজিদে প্রবেশের দু'আ

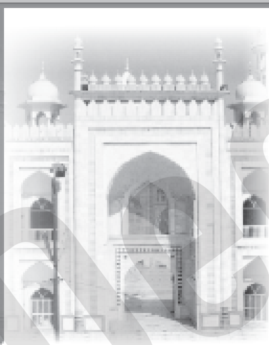

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

[মুসলিম ১৬৮৫,আবূ হুমাইদ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য নিজ রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও।

২ দ্বিতীয় মাসে ৭ দিন পড়াবেন

সবক ৩ মসজিদে প্রবেশের সুন্নাতসমূহ

১ প্রথমে বাম পা থেকে জুতা খোলা অত:পর ডান পা থেকে।
[বুখারীঃ৫৮৫৬,আবূ হুরায়রা رضي الله عنه]

২ ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা। [বুখারীঃ ৪২৬,আয়েশা رضي الله عنها]

৩ بِسْمِ اللّٰهِ পড়া। [ইবনে মাজাহঃ ৭৭১,ফাতেমা رضي الله عنها]

Deeniyat

④ দুরূদ শরীফ اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ পড়া
[তিরমিযীঃ৩১৪,ফাতেমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا]

⑤ মসজিদে প্রবেশের দু'আ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ পড়া।
[মুসলিমঃ১৬৮৫,আবূ হুমাইদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ]

⑥ ই'তিকাফের নিয়ত করা। [আল আযকার ঃ ১/৫৫]

২	দ্বিতীয় মাসে	৭	দিন পড়াবেন

সবক ৪ মসজিদ থেকে বের হবার দু'আ

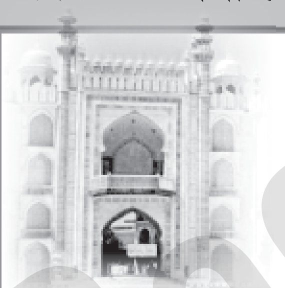

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

[মুসলিমঃ১৬৮৫,আবূ হুমাইদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ]

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

২ দ্বিতীয় মাসে ৬ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ৫ মসজিদ থেকে বের হবার সুন্নাত সমূহ

① প্রথমে বাম পা দিয়ে মসজিদ হতে বের হওয়া। [বুখারীঃ৪২৬,আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا]

② بِسْمِ اللّٰهِ পড়া।
[ইবনে মাজাহঃ৭৭১,ফাতেমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا]

③ দুরূদ শরীফ اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ পড়া।
[তিরমিযীঃ ৩১৪,ফাতেমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا]

Deeniyat

④ মসজিদ থেকে বের হবার দু'আ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

[মুসলিমঃ১৬৮৫,আবূ হুমাইদ رضي الله عنه]

⑤ প্রথমে ডান পায়ে জুতা পরা অতঃপর বাম পায়ে।

[বুখারীঃ ৫৮৫৬,আবূ হুরায়রা رضي الله عنه]

৩ তৃতীয় মাসে ৬ দিন পড়াবেন

সবক ৬ দাওয়াত খাওয়ার পর এই দু'আ পড়ব

اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَّنْ أَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ

[মুসলিমঃ ৫৪৮৩, মেকদাদ رضي الله عنه]

অর্থ: হে আল্লাহ! যিনি আমাকে খাওয়ালেন আপনি তাকে খাওয়ান এবং যিনি আমাকে পান করালেন, আপনি তাকে পান করান।

৩ তৃতীয় মাসে ৭ দিন পড়াবেন

সবক ৭ ঘুমানোর সুন্নাতসমূহ

① ঈশার পর দ্রুত শুয়ে পড়ার চেষ্টা করা, দুনিয়াবী কথাবার্তা না বলা।

[বুখারী ঃ ৫৯৯, আবু বারযাহ্ رضي الله عنه]

② শোয়ার পূর্বে কাপড় পরিবর্তন করা।

[সুবুলুলহুদা ওয়ার রাশাদ: ৭/৩৫৯, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]

③ উযু করে ঘুমানো। [বুখারী: ৬৩১১, বারা ইবনে আযিব رضي الله عنه]

④ তিনবার বিছানা ঝেড়ে শোয়া। [বুখারী ঃ ৭৩৯৩, আবু হুরাইরা رضي الله عنه]

⑤ উভয় চোখে তিন তিনবার সুরমা লাগানো।

[তিরমিযী: ২০৪৮, ইব্‌নে আব্বাস رضي الله عنهما]

Deeniyat

⑥ তিনবার ইস্তিগফার أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ পড়া। [তিরমিযী:৩৩৯৭, আবু সাঈদ رضي الله عنه]

⑦ তাস্‌বীহে ফাতেমী سُبْحَانَ اللهِ ৩৩বার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ৩৩বার, اَللهُ أَكْبَرُ ৩৪বার পড়া। [বুখারী: ৫৩৬১, আলী رضي الله عنه]

⑧ সূরায়ে ইখলাছ, সূরায়ে ফালাক এবং সূরায়ে নাস পড়া। [বুখারী ঃ ৫০১৭, আয়েশা رضي الله عنها]

⑨ ডান কাতে ক্বেবলামূখী হয়ে শুয়ে হাত চোয়ালের নীচে রাখা। [বুখারী: ৬৩১৫, বারা رضي الله عنه, মুসনাদে আবি য়া'লা: ৪৭৭৪, আয়েশা رضي الله عنها]

⑩ পেটের উপর উপুড় হয়ে না শোয়া। [তিরমিযী:২৭৬৮,আবু হুরাইরা رضي الله عنه]

⑪ ঘুমানোর দুআ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا পড়া। [বুখারী: ৬৩১৪, হুযাইফা رضي الله عنه]

৩	৪ মাসে	১৫ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ৮ ঘুম থেকে ওঠার সুন্নাতসমূহ

① ঘুম থেকে ওঠার সাথে সাথে উভয় হাত দ্বারা মুখ ও চোখ মর্দন করা। [বুখারী : ১৮৩, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]

② ঘুম থেকে ওঠার দুআ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ পড়া। [বুখারী : ৬৩১৪, হুযাইফাহ্ رضي الله عنه]

③ মেসওয়াক করা। [বুখারী : ২৪৫, হুযাইফাহ্ رضي الله عنه]

৪ চতুর্থ মাসে ৬ দিন পড়াবেন

Deeniyat

সবক ৯ যখন সকাল হয় তখন এই দুআ পড়বে

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

[আবু দাউদঃ ৫০৮৪, আবু মালিক رضي الله عنه]

অনুবাদঃ আমরা ও পূরো পৃথিবী আল্লাহর জন্য সকাল করেছি যিনি উভয় জগতের প্রভূ।

৪	চতুর্থ মাসে	৬	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ১০ যখন সন্ধ্যা হয় তখন এই দু'আ পড়বে

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

[আবু দাউদঃ ৫০৮৪, আবু মালিক رضي الله عنه]

অনুবাদ ঃ আমরা ও পূরো পৃথিবী আল্লাহর জন্য সন্ধ্যা করেছি যিনি উভয় জগতের প্রভূ।

৫	পঞ্চম মাসে	৬	দিন পড়াবেন

সবক ১১ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের মাসনূন বাক্যসমূহ

কোন জিনিস ভাল লাগলে এই দু'আ পড়ব ঃ

مَاشَاءَ اللّٰهُ

[সূরায়ে কাহাফ ঃ ৩৯]

অর্থ ঃ আল্লাহ্ যা চান।

Deeniyat

কোনো কথায় আশ্চর্যবোধ হলে বলব ঃ

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ

[বুখারী: ৬২১৮,উম্মে সালামাহ رضي الله عنها]

অর্থ ঃ আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ্ পাক ও পবিত্র।

কোনো দুঃখ কষ্ট পেলে অথবা কোনো দ্রব্য হারিয়ে গেলে বলব ঃ

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ [সূরায়ে বাক্বারাহ্ ঃ ১৫৬]

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌র জন্য, এবং আমরা সবাই তারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

যখন রাগ হয় তখন এই দু'আ পড়ব ঃ

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

[তিরমিযী : ৩৪৫২,মুআয رضي الله عنه]

অর্থ ঃ আমি বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রনা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করছি।

৫	পঞ্চম মাসে	১৪	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

২-হাদীস

[হিফযে হাদীস]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

এ বছরের কোর্সে দ্বীনের পঞ্চ-অধ্যায়ের অধীনে দশটি হাদীস দেওয়া হয়েছে এবং তার সাথে বিগত বছরসমূহের হাদীসের রিপিটও দেওয়া হয়েছে।

এই হাদীসগুলো সমবেতভাবে তাদের অধ্যায় এবং অনুবাদসহ মুখস্থ করিয়ে দিন। যেমন, হাদীস নং ১১: ঈমান সম্পর্কিয় إِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللهَ। **অনুবাদঃ** যখন তুমি কোন কিছু কামনা কর তখন আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই কামনা কর।

আর এ সকল হাদীসের উপর আমল করার প্রতি উৎসাহও প্রদান করতে থাকুন।

সংজ্ঞা, উৎসাহমূলক কথা

হিফযে হাদীস ঃ হুযূর ﷺ এর বর্ণিত কথা-বার্তা এবং তাঁর কৃত কাজ সমূহকে ''হাদীস'' বলে। আর হাদীস মুখস্থ করাকে ''হিফযে হাদীস'' বলে।

হাদীস ঃ রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের উপকারার্থে চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করবে, তাকে (ক্বিয়ামতের দিন) বলা হবে যে, জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ কর।

[কানযুল উম্মাল:২৯১৮৬, আবু মাসউদ رضي الله عنه]

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর হাদিসসমূহ পড়া, মুখস্থ করা এবং সেগুলোকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করা অনেক বড় সওয়াবের কাজ। আল্লাহ তা'আলা তাতে অতি সন্তুষ্ট হন এবং দ্বীনের উপর চলার তাওফীক দেন। সুতরাং হাদীস সমূহকে বাস্তবায়ন করা উচিৎ, কেননা তার দ্বারা জীবন চলার পথ আলোকিত হয়।

Deeniyat

২-হাদীস

[হিফযে হাদীস]

সবক ১ বিগত বছরসমূহের পূণঃপাঠ

হাদীস নম্বর ১ ঈমান সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلدِّيْنُ يُسْرٌ

[শুআবুল ঈমান: ৩৮৮১,আবূ হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, দ্বীন খুব সহজ ও সরল।

হাদীস নম্বর ২ ইবাদাত সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ

[তিরমিযী : ৪, জাবির رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, নামায বেহেস্তের চাবি।

হাদীস নম্বর ৩ লেনদেন সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

[তিরমিযী : ১৩১৫, আবু হুরারাহ্ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ধোকা দেয়, সে আমাদের (মুসলমানদের) অন্তর্ভুক্ত নয়।

হাদীস নম্বর ৪ সামাজিকতা সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ

[তিরমিযী : ২৬৯৯, জাবির رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কথাবার্তা বলার পূর্বে সালাম কর।

Deeniyat

হাদীস নম্বর ⑤ আচার আচরণ সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ

[মুসলিম : ৬৮০৫, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের উপর সত্য কথা বলা অপরিহার্য্য।

হাদীস নম্বর ⑥ ঈমান সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

[বুখারী : ১, উমর رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমলের ফলাফল নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল।

হাদীস নম্বর ⑦ ইবাদাত সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ

[মুসলিম : ৫৫৬, আবু মালিক আশআরি رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।

হাদীস নম্বর ⑧ লেনদেন সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا

[ইবনে মাজাহ্ : ৩৯৩৭, ইমরান বিন হুসাইন رضي الله عنه]

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্য কারোর জিনিস ছিনিয়ে নেয় সে আমাদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) অন্তর্ভূক্ত নয়।

Deeniyat

হাদীস নম্বর ৯ সামাজিকতা সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ

[কানযুল উম্মাল: ৪৫৪৩৯, আনাস رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, জান্নাত মায়ের পায়ের নীচে।

হাদীস নম্বর ১০ আচার আচরণ সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِجْتَنِبُوا الْغَضَبَ

[কানযুল উম্মাল : ৭৭১১, জনৈক সাহাবী رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, রাগ থেকে দূরে থাক।

৬ ষষ্ঠ মাসে ১০ দিন পড়াবেন

সবক ২ এ বছরের সবকসমূহ

হাদীস নম্বর ১১ ঈমান সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰهَ

[তিরমিযী:২৫১৬, ইবনে আব্বাস رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যখন তুমি কোন কিছু কামনা কর,তখন আল্লাহ্‌র কাছেই কামনা কর।

৬ ষষ্ঠ মাসে ৮ দিন পড়াবেন

Deeniyat

সবক ৩ হাদীস নম্বর ১২ ইবাদাত সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللّٰهِ الصَّلَاةُ فِيْ أَوَّلِ وَقْتِهَا

[দ্বারা কুতনী:১/২৪৭, উম্মে ফারওয়াহ্ رضي الله عنها]

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে উৎকৃষ্ট আমল হল প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়া।

৬	৭ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ৪ হাদীস নম্বর ১৩ লেনদেন সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طُوْبٰى لِمَنْ طَابَ كَسْبُهُ

[মু'জামে কাবীর:৪৬১৬,রাকবুল মিসরী رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যার উপার্জন হালাল হয়।

৭ সপ্তম মাসে ৮ দিন পড়াবেন

সবক ৫ হাদীস নম্বর ১৪ সামাজিকতা সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى أَهْلِهِ

[শুয়াবুল ঈমান:৮৮৪৫, ক্বাতাদাহ্ رحمة الله عليه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ঘরে প্রবেশ কালীন ঘরের বাসিন্দাদেরকে সালাম কর।

৭	৮ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

সবক ৬ হাদীস নম্বর ⑮ আচার আচরণ সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ

[মুসলিম:৩০৩,হুযাইফাহ্ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

৮ অষ্টম মাসে ৮ দিন পড়াবেন

সবক ৭ হাদীস নম্বর ⑯ ঈমান সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللّٰهِ

[নাসাঈ:১৩১১, জাবির رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, সবচেয়ে ভালকথা হল আল্লাহ্‌র কথা।

৮ ৯ মাসে ৮ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ৮ হাদীস নম্বর ⑰ ইবাদাত সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ

[মুসনাদে আবি য়া-লা:১৮১২,জাবির رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, দু'আ মু'মিনের হাতিয়ার।

৯ নবম মাসে ৮ দিন পড়াবেন

Deeniyat

২- হাদীস

[হিফযে হাদীস]

সবক ৯ হাদীস নম্বর ১৮ লেনদেন সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنِ ادَّعٰى مَالَيْسَ لَهٗ فَلَيْسَ مِنَّا

[মুসলিম:২২৬,আবূ যার رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অপরের কোন জিনিষকে নিজের বলে দাবি করে সে আমাদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) অন্তর্ভূক্ত নয়।

৯ নবম মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ১০ হাদীস নম্বর ১৯ সামাজিকতা সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رِضَى الرَّبِّ فِيْ رِضَى الْوَالِدِ

[তিরমিযী:১৮৯৯, আব্দুল্লাহ্ বিন আমর رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।

১০ দশম মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ১১ হাদীস নম্বর ২০ আচার আচরণ সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُّحِبُّ الرِّفْقَ

[বুখারী: ৬৯২৭, আয়েশা رضي الله عنها]

অর্থ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা নম্র এবং তিনি নম্রতাকে পছন্দ করেন।

১০ দশম মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

৩-আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

বিগত বছরসমূহের রিপিটের সাথে সাথে এ বছর কালিমায়ে ইস্তিগ্ফার, ঈমানে মুজমাল এবং ঈমানে মুফাসসাল দেওয়া হয়েছে। সেগুলো সম্মিলিতভাবে অর্থসহ পড়াতে হবে এবং সাথে সাথে এ কথাটিও ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, এর মধ্যে বর্ণিত সকল বিষয়ের উপর হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করা এবং মুখে স্বীকার করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য আবশ্যকীয়।

সংজ্ঞা, উৎসাহমূলক কথা

আকাইদ ঃ মানুষ যে সকল কথার উপর অন্তর দিয়ে বিশ্বাস রাখে সেগুলোকে আকাইদ বলে।

হাদীস ঃ নবী কারীম ﷺ বলেছেন: কোন বান্দা ঐ সময় পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ না সে চারটি জিনিসের উপর ঈমান না আনবে; ১ একথার সাক্ষী দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতিত কেউ ইবাদত ও বন্দেগির যোগ্য নেই, আর আমি (মুহাম্মাদ ﷺ) আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সত্যের পয়গাম দিয়ে পাঠিয়েছেন। ২ মৃত্যুর উপর ঈমান আনয়ন করে। ৩ মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর ঈমান আনয়ন করে। ৪ ভাগ্যের উপর ঈমান রাখে। [তিরমিযী: ২১৪৫, আলী رضي الله عنه]

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: ঈমানের মূল বিষয় বস্তু হল এই যে, তুমি আল্লাহ্কে, তার ফিরিশতাগণকে, তার কিতাবসমূহকে, তার রাসূলগণকে এবং ক্বিয়ামতের দিনকে সত্য বলে জান ও মান্য কর এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দকেও সত্য বলে জান ও মান্য কর। [মুসলিম: ১০২, উমর رضي الله عنه]

আক্বীদা মুসলমানদের জন্য এমন সূদৃঢ় ভিত যার উপর পূর্ণ দ্বীনের অট্টালিকা দাঁড়িয়ে আছে। যার আক্বীদা যত বিশুদ্ধ ও সূ-দৃঢ় হবে, তার আমলও তত বিশুদ্ধ ও অটল হবে। আর যার আক্বীদা যত দূর্বল ও নড়বড়ে হবে, তার আমলও তত দূর্বল ও নড়বড়ে হবে। সুতরাং আক্বীদাকে বিশুদ্ধ করা এবং হৃদয়ের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য আবশ্যকীয়।

Deeniyat

৩-আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

সবক ১ বিগত বছরসমূহের পূন:পাঠ

কালিমায়ে তাইয়েবা

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

[মু'জামে সাগীর : ৯৯২, উমর رضي الله عنه]

অর্থঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, (হযরত)মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল।

কালিমায়ে শাহাদাত

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

[মুসতাদরাক : ৯, আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আ'স رضي الله عنه]

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তার বান্দা ও রাসূল।

কালিমায়ে তামজীদ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

[আবূদাউদ : ৮৩২, আব্দুল্লাহ্ বিন আবী আওফা رضي الله عنه]

অনুবাদঃ আল্লাহ্ সকল দোষক্রটি হতে পবিত্র এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ্ ব্যতিত কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়, গুনাহ্ হতে বাঁচার ক্ষমতা এবং সৎ কাজ করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ হতেই আসে, যিনি সূ-উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

Deeniyat

৩-আকাইদ, মাসাইল
[আকাইদ]

কালিমায়ে তাওহীদ

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ

وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

[মুসনাদে আহমাদ:২৬৫৫১,উম্মে সালমাহ্ رضي الله عنها]

অনুবাদঃ আল্লাহ্ ব্যতিত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তার কোন অংশীদার নেই, তার জন্যই রাজত্ব ও তার জন্যই সকল প্রশংসা, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন, সকল কল্যাণ তারই আয়ত্তে এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

১ প্রথম মাসে ১০ দিন পড়াবেন

আকাইদ

এ বছরের সবকসমূহ সবক ২ কালিমায়ে ইস্তিগফার

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَّأَنَا

أَعْلَمُهٗ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

[মাজ্‌মাউঝ ঝাওয়াইদ: ৭৬৭০, আবূ বকর رضي الله عنه]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি জেনে শুনে কাউকে তোমার সঙ্গে শরীক করা থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি এবং আমার অজ্ঞাতসারের গোনাহ্ থেকেও তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

১ ২ মাসে ৩০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

৩-আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

সবক ৩ ঈমানে মুজ্‌মাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَآئِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ

جَمِيْعَ أَحْكَامِهٖ

অর্থঃ আমি আল্লাহ্‌র উপর তেমন ভাবে ঈমান এনেছি যেমন ভাবে তিনি নিজ নাম ও গুণাবলিসহ রয়েছেন এবং আমি তাঁর সমস্ত হুকুম মেনে নিয়েছি।

৩ তৃতীয় মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ৪ ঈমানে মুফাসসাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ

الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ

بَعْدَ الْمَوْتِ

অর্থ ঃ আমি ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর, তার ফেরেস্তাগণের উপর, তার কিতাবসমূহের উপর, তার রসূলগণের উপর, ক্বিয়ামতের দিনের উপর, এবং ভালমন্দ ভাগ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ার উপর, এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর।

৪ ৫ মাসে ৪০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

৩-আকাইদ, মাসাইল
[নামায]

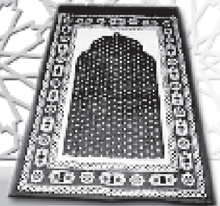

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

বিগত বছরগুলোতে ছাত্রদেরকে নামাযের নিয়ম শিখানো হয়েছে এবং নামাযের কালিমাসমূহ মুখস্থ করানো হয়েছে। এ বছর বিতিরের নামায পড়ার নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে, সুতরাং প্রতিটি শিক্ষার্থীর দ্বারা বিতিরের নামায পালাক্রমে পড়িয়ে নিন এবং দুআয়ে কুনুত মুখস্থ করিয়ে দিন যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী বিতিরের নামায পড়তে পারে।
বিতিরের নামাযের অনুশীলন চলাকালীন নামাযের কালিমাসমূহের রিপিট অবশ্যই করাবেন এবং শিক্ষার্থীরা নামাযের সুন্নাত তরীকার অনুসরণ করছে কি না তার প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।

সংজ্ঞা, উৎসাহমূলক কথা

নামায ঃ একটি বিশেষ পদ্ধতিতে আল্লাহ তাআলার সামনে নিজের দাসত্ব প্রকাশ করাকে "নামায" বলে।

হাদীস ঃ হযরত খারেজা বিন হুযাফা رضي الله عنه হতে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট আগমন করলেন এবং বললেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে আরো একটি নামায দান করেছেন, যা তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়েও (যা তোমাদের অতি পছন্দনীয়) উত্তম। আর তা হল বিতিরের নামায। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য তার সময় ঈশার নামাযের পর হতে সুবহে সাদিক পর্যন্ত নির্ধারণ করেছেন।[আবু দাউদ : ১৪১৮]

হাদীস ঃ হযরত বুরাইদা আস্‌লামী رضي الله عنه বলেছেন যে, আমি হুযূর ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, বিতিরের নামায পড়া আবশ্যকীয়, যে ব্যক্তি বিতিরের নামায আদায় করবে না, সে আমাদের (মুসলমানদের) দলভূক্ত নয়। এই বাক্যটি হুযূর ﷺ তিনবার ইরশাদ করেছেন। [আবু দাউদ: ১৪১৯]

Deeniyat

৩-আকাইদ, মাসাইল

[নামায]

সবক ১ বিগত বছরসমূহের পূণঃপাঠ

নামাযের কালিমাসমূহ

তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা ঃ (নামায শুরু করার সময় করবে)

اَللّٰهُ أَكْبَرُ

[তিরমিযী : ২৩৮, আবু সাঈদ رضي الله عنه]

রুকুর তাস্‌বীহ ঃ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

[তিরমিযী ২৬১, ইবনে মাসউদ رضي الله عنه]

তাস্‌মী ঃ (রুকু থেকে ওঠার সময় বলবে)

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

[বুখারী : ৭২২, আবু হুরাইরা رضي الله عنه]

তাহ্‌মীদ ঃ (সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলবে)

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

[বুখারী : ৭২২, আবু হুরাইরা رضي الله عنه]

সাজ্‌দার তাস্‌বীহ ঃ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى

[তিরমিযী ২৬১, ইবনে মাসউদ رضي الله عنه]

সালাম ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

[তিরমিযী : ২৯৫, ইবনে মাসউদ رضي الله عنه]

সানা ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى

جَدُّكَ وَلَآ إِلٰهَ غَيْرُكَ

[তিরমিযী : ২৪২, আবূ সাঈদ رضي الله عنه]

নামায

Deeniyat

তাশাহ্হুদ্ (আত্তাহিয়্যাত) ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ،

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

[বুখারী : ১২০২, ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ]

দুরূদ শরীফ ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى

إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ

بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ

وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

[বুখারী: ৩৩৭০,কায়াব বিন উযরাহ্ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ].

দুআয়ে মাসূরাহ্ ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ

إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ

اَلْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

[বুখারী : ৮৩৪, আবি বাক্‌র رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ]

Deeniyat

৩-আকাইদ, মাসাইল
[নামায]

নামাযের পরের দুআ

যখন নামায শেষ করবে তখন প্রথমে তিন বার "أَسْتَغْفِرُ اللهَ" বলবে।

অতঃপর এই দুআ পড়বে ঃ [মুসলিম : ১৩৬২, সাওবান رضي الله عنه]

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

[মুসলিম : ১৩৬৩, আয়েশা رضي الله عنها]

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

[আবূদাউদ : ১৫২২, মায়া-য বিন জাবাল رضي الله عنه]

১ প্রথম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

নামায

এ বছরের সবকসমূহ সবক ২ বিতিরের নামায

বিতিরের নামায পড়া ওয়াজিব, যদি ছুটে যায় তবে তার ক্বাযা করা জরুরি, বিতিরের নামায ঈশার ফরয নামাযের পর হতে সুবহে সাদিক পর্যন্ত আদায় করা যেতে পারে।

বিতিরের নামায পড়ার নিয়ম হল এই যে, ঈশার সুন্নাত হতে ফারিগ হওয়ার পর তিন রাকাত বিতিরের নিয়াত বাঁধবে, প্রথম দুই রাকাত অন্যান্য নামাযের ন্যায় আদায় করবে, দ্বিতীয় রাকাতের বৈঠকে "আত্তাহিয়াত" পড়ে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে এবং সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়ার পর "اَللهُ أَكْبَرُ" বলে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে বেঁধে নিবে এবং দুআয়ে কুনুত পড়বে, অতঃ পর রুকু করে অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করবে।

মাসআলা ঃ রমজান মাসে তারাবীর নামায জামাতের সাথে পড়া হয়, সুতরাং ইমামের সাথে মুক্তাদিও দুআয়ে কুনুত পড়বে।

[শামী: ৩/১১৪, আউকাতে সালাত, ৫/১১২-১২৪, বাবুল বিতির]

প্রশ্নাবলী

① বিতিরের নামায পড়া ফরয না ওয়াজিব?

Deeniyat

② বিতিরের নামায ছুটে গেলে কি করবে?

③ বিতিরের নামায কখন পড়তে হয়?

④ বিতিরের নামাযের নিয়ম বর্ণনা কর।

২	৩	মাসে	৪০	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ৩ দু'আয়ে কুনুত

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ

وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا

نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ

نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ

رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

[মুসান্নিফে ইব্‌নে আবী শাইবা:৭০২৭,৭০৩১,উমর رضي الله عنه,মুসান্নিফে আব্দুর রাজ্জাক:৪৯৭৮,আলী رضي الله عنه।

নোট ঃ দু'আয়ে কুনুতের পরিবর্তে যে কোন দু'আ পড়া যেতে পারে। অবশ্য হাদীসে বর্ণিত দুআয়ে কুনুত পড়া উত্তম। আর তা বিভিন্ন শব্দের সাথে বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন

① দুআয়ে কুনুত শোনাও।

৪	৫	মাসে	৪০	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

৩-আকাইদ, মাসাইল

[আস্‌মায়ে হুস্‌না]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

আসমায়ে হুসনায় বিগত বছরসমূহের রিপিটের সাথে সাথে এ বছর আল্লাহ্ তা'আলার ২০ টি গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ সকল নামগুলো উল্লেখ করার তারতীব বিগত বছরগুলোর ন্যায় অর্থাৎ প্রত্যেক মাসের নামের সাথে বিগত মাসসমূহের নামগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে ছাত্ররা শুরু হতে শেষ পর্যন্ত তারতীব অনুযায়ী সহজে মুখস্থ করতে পারে। এগুলোর পাঠদান সমবেতভাবে করাবেন।

সংজ্ঞা, উৎসাহমূলক কথা

আস্‌মায়ে হুসনা ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালার নাম সমূহকে আসমায়ে হুসনা বলে।

কুরআন ঃ وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا [সূরায়ে আ'রাফঃ ১৮০]

অনুবাদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার ভাল ভাল নাম রয়েছে, তোমরা সে সমস্ত নাম নিয়ে তাকে ডাক।

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ নিঃসন্দেহে আলল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার এই নামগুলোকে মুখস্থ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [মুসলিম ঃ ৬৯৮৬ , আবু হুরাইরা رضي الله عنه]

আল্লাহ্ তা'আলার গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতা ও প্রভাব রয়েছে, আর সেগুলো মুখস্থ করার ও অসংখ্য ফযীলাত রয়েছে। এবং এ সকল নামসমূহকে পড়ে প্রার্থনাকৃত দুআ অবশ্যই কবুল হয়।

Deeniyat

اَلْخَبِيْرُ اَلْعَظِيْمُ اَلْغَفُوْرُ اَلْحَلِيْمُ

৩-আকাইদ, মাসাইল

[আস্‌মায়ে হুস্‌না]

সবক ১ বিগত বছরসমূহের পূন:পাঠ

هُوَاللهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ

السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ

الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ

الْعَلِيْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ

السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيْفُ

৬ ষষ্ঠ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

এবছরের পাঠসমূহ সবক ২ আসমায়ে হুসনা৩১ ,৩২,৩৩,৩৪

اَلْغَفُوْرُ	اَلْعَظِيْمُ	اَلْحَلِيْمُ	اَلْخَبِيْرُ
ক্ষমাশীল	মহিমাময়	সহিষ্ণু	সর্বজ্ঞ

هُوَاللهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ

السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ

আসমায়ে হুস্‌না

Deeniyat

৩-আকাইদ, মাসাইল

[আস্‌মায়ে হুস্‌না]

اَلْبَارِئُ اَلْمُصَوِّرُ اَلْغَفَّارُ اَلْقَهَّارُ اَلْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ اَلْفَتَّاحُ

اَلْعَلِيْمُ اَلْقَابِضُ اَلْبَاسِطُ اَلْخَافِضُ الرَّافِعُ اَلْمُعِزُّ اَلْمُذِلُّ

السَّمِيْعُ اَلْبَصِيْرُ اَلْحَكَمُ اَلْعَدْلُ اللَّطِيْفُ اَلْخَبِيْرُ اَلْحَلِيْمُ

اَلْعَظِيْمُ اَلْغَفُوْرُ

৭ সপ্তম মাসে ১৬ দিন পড়াবেন

সবক ৩ আসমায়ে হুসনা ৩৫,৩৬,৩৭,৩৮

اَلْحَفِيْظُ	اَلْكَبِيْرُ	اَلْعَلِيُّ	اَلشَّكُوْرُ
মহারক্ষক	মহৎ	সর্বোচ্চ	গুণগ্রাহী

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَلْمَلِكُ اَلْقُدُّوْسُ

السَّلَامُ اَلْمُؤْمِنُ اَلْمُهَيْمِنُ اَلْعَزِيْزُ اَلْجَبَّارُ اَلْمُتَكَبِّرُ اَلْخَالِقُ

اَلْبَارِئُ اَلْمُصَوِّرُ اَلْغَفَّارُ اَلْقَهَّارُ اَلْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ اَلْفَتَّاحُ

اَلْعَلِيْمُ اَلْقَابِضُ اَلْبَاسِطُ اَلْخَافِضُ الرَّافِعُ اَلْمُعِزُّ اَلْمُذِلُّ

السَّمِيْعُ اَلْبَصِيْرُ اَلْحَكَمُ اَلْعَدْلُ اللَّطِيْفُ اَلْخَبِيْرُ اَلْحَلِيْمُ

Deeniyat

৩-আকাইদ, মাসাইল
[আস্‌মায়ে হুস্‌না]

اَلْعَظِيمُ اَلْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيظُ

৭	৮	মাসে	১৬	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ৪ আসমায়ে হুসনা ৩৯,৪০,৪১,৪২

اَلْمُقِيتُ	اَلْحَسِيبُ	اَلْجَلِيلُ	اَلْكَرِيمُ
আহার্যদাতা	মহাপরীক্ষক	প্রতাপশালী	অনুগ্রহকারী

هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ

السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ

الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ

الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ

السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ

الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيظُ الْمُقِيتُ

الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ

৮	৯	মাসে	১৬	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

সবক ৫ আসমায়ে হুসনা ৪৩,৪৪,৪৫,৪৬

اَلرَّقِيْبُ	اَلْمُجِيْبُ	اَلْوَاسِعُ	اَلْحَكِيْمُ
নিরীক্ষণকারী	প্রার্থনা গ্রহণকারী	সর্বব্যাপী	মহাবিছক্ষণ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ

السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ

الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ

الْعَلِيْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ

السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ الْحَلِيْمُ

الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ

الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ

৯ ১০ মাসে ১৬ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

সবক ৬ আসমায়ে হুসনা ৪৭,৪৮,৪৯,৫০

اَلْوَدُوْدُ	اَلْمَجِيْدُ	اَلْبَاعِثُ	اَلشَّهِيْدُ
প্রেমময়	গৌরবময়	পুনরুত্থানকারী	প্রত্যক্ষকারী

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ

السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ

الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ

الْعَلِيْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ

السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ الْحَلِيْمُ

الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ

الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ

الْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ

১০ দশম মাসে ১৬ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

৩-আকাইদ, মাসাইল

[মাসাইল]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

মাসাইলের অধ্যায়ে এ বছর উযু ও গোসলের সুন্নাহসমূহ এবং উযু ভঙ্গের কারণ সমূহ দেওয়া হয়েছে, এ সবকসমূহ পড়ানোর পূর্বে নিজে ভালোভাবে সেগুলো বুঝে নিন, মাসআলার কোন কিতাব দেখে নিলে বেশী ভাল হয়।

এছাড়া বিগত বছরসমূহে প্রদত্ত মাসআলাসমূহের রিপিটও দেওয়া হয়েছে, রিপিটের দিনসমূহে বিগত মাস ও বছরসমূহে প্রদত্ত সবকসমূহের রিপিট খুব ভালোভাবে করিয়ে দিন।

সংজ্ঞা, উৎসাহমূলক কথা

মাসাইল ঃ দ্বীনের ঐ সমস্ত কথা যার মধ্যে আমলের নিয়ম অথবা তার শুদ্ধ-অশুদ্ধের কথা আলোচনা করা হয় তাকে “মাসাইল” বলে।

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলমের অনুসন্ধানে বের হবে এবং তা অর্জন করে নিবে, আল্লাহ্ তা’আলা তার জন্য দুটি সওয়াব লিখে দিবেন, আর যে ব্যক্তি ইলমের পিপাসা রাখে, কিন্তু তা অর্জন করতে না পারে, আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য একটি সওয়াব লিখে দিবেন।

[ত্বাবরানী : ১৬৫,ওয়াসিলা বিন আস্‌কা رضي الله عنه]

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, একজন ফকীহ্ [মাসআলা সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি] শয়তানের উপর এক হাজার মুর্খ ইবাদতকারীর চেয়েও ভারী হয়। [তিরমিযী : ২৬৮১, ইবনে আব্বাস رضي الله عنه]

আমরা মুসলমান, আর মুসলমানদের দায়ীত্ত হল নিজেদের জীবন আল্লাহর নির্দেশ এবং নবী কারীম ﷺ এর তরীকানুযায়ী চালাবে। এর মধ্যেই মুসলমানদের দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা নিহিত রয়েছে। আল্লাহর নির্দেশ এবং নবী কারীম ﷺ এর তরীকাকে পরিহার করে জীবন চালানোর মধ্যে রয়েছে ব্যর্থতা। সুতরাং জীবন সঠিকভাবে অতিবাহিত করার জন্য মাসায়িলের জ্ঞান অর্জন করা অতি জরুরি।

Deeniyat

সবক ১ বিগত বছরসমূহের পূন:পাঠ

গোসলের ফরযসমূহ

গোসলের ফরয তিনটিঃ

① মুখ ভরে কুলি করা। [শামী : ১/৪২৩, মাতলাবুন ফি আবহাসিল গুসল]

② নাকের ভিতর পানি পৌঁছানো। [শামী : ১/৪২৩, মাতলাবুন ফি আবহাসিল গুসল]

③ সমস্ত শরীরে ভালোভাবে পানি পৌঁছানো (এমনভাবে পানি পৌঁছানো যেন একটি পশম শুষ্ক না থাকে।) [শামী : ১/৪২৭, মাতলাবুন ফি আবহাসিল গুসল]

উযূর ফরযসমূহ

উযূর ফরয ৪ টিঃ [সুরাহ মায়েদাহ: ৬]

① সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা (কপালের চুলের গোড়া থেকে থুতনীর নীচ পর্যন্ত ও এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি পর্যন্ত সমস্ত মুখমন্ডল ধৌত করা।) [শামী : ১/২৩৫ আরকানুল অযূ]

② উভয় হাত কনুইসহ ধৌত করা। [শামী : ১/২৪৭ আরকানুল অযূ]

③ মাথার এক চতুর্থাংশ মাসাহ্ করা। [শামী : ১/২৪৭, আরকানুল অযূ]

④ উভয় পা গোড়ালীসহ ধৌত করা। [শামী : ১/২৪৭ আরকানুল অযূ]

পাঁচ ওয়াক্ত নামায

① ফজর ② যোহর ③ আসর ④ মাগ্‌রিব ⑤ ঈশা

রাকাআতের সংখ্যা

● ফজরের নামায ৪/ রাকাত : ২/ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা,২/ রাকাত ফরয।

মাসাইল

Deeniyat

যোহরের নামায ১২/ রাকাত :	৪/ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, ৪/রাকাত ফরয,২/রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, ২/রাকাত নফল।
আসরের নামায ৮/ রাকাত :	৪/রাকাত সুন্নাতে গাইর মুয়াক্কাদা, ৪/রাকাত ফরয।
মাগরিবের নামায৭/রাকাত :	৩/রাকাত ফরয,২/রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, ২/রাকাত নফল।
ইশার নামায ১৭/ রাকাত :	৪/রাকাত সুন্নাতে গাইর মুয়াক্কাদা,৪/রাকাত ফরয,২ / রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, ২ / রাকাত নফল, ৩ / রাকাত বিত্‌র ওয়াজিব, ২ / রাকাত নফল।
জুম্মার নামায১৪/রাকাত :	জুম্মার পূর্বে ৪/রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদা, জুম্মার ২/রাকাত ফরয,অত:পর ৪/রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদা,অত:পর ২/রাকাত সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদা,এরপর২/রাকাত নফল।

[আবূদাউদ :১২৭৫, আলী رضي الله عنه , বাদায়িউসসানায়ি ১/৯১,কিতাবুস সালাহ্, ফাসলুন ফি আদাদিহা ওয়া আদাদি রাকাআতিহা;বাদায়িউস সানায়ি:১/২৬৯,সালাতুল জুমআহ্ ও বায়ানু মিক্বদারিহা বাদায়িউসসানায়ি ১/২৮৪-২৮৫, কিতাবুস সালাহ্ , ফাসলুস সালাতিল মাসনুনাহ্]

বিঃ দ্রঃ - সুন্নাতে মুআক্কাদা অবশ্যই পড়বে, এর মধ্যে মোটেও অলসতা করবে না।

নামাযের বাহিরের শর্তাবলী

নামাযের বাইরে ৭ টি ফরয রয়েছে, যগুলোকে “শারাইত” বলে।

১	শরীর পাক হওয়া।	[শামী : ৩/২৪২, বাবু শুরুতিস সালাহ্]
২	কাপড় পাক হওয়া।	[শামী : ৩/২৪২, বাবু শুরুতিস সালাহ্]
৩	জাগা পাক হওয়া।	[শামী : ৩/২৪২, বাবু শুরুতিস সালাহ্]
৪	সতর ঢাকা।	[শামী : ৩/২৪৯, বাবু শুরুতিস সালাহ্]
৫	নামাযের ওয়াক্ত হওয়া।	[বাদায়িউস সানায়ি: ১/১২১,ফাসলুন ফি শারায়িতি আরকানিস সালাহ্]
৬	ক্বিবলার দিকে মুখ করা।	[শামী : ৩/৩৩০, বাবু শুরুতিস সালাহ্]
৭	নিয়ত করা।	[শামী : ৩/২৮৫, বাবু শুরুতিস সালাহ্]

মাসাইল

Deeniyat

৩-আকাইদ, মাসাইল

[মাসাইল]

নামাযের আরকান

নামাযের ভিতর ৬ টি ফরয রয়েছে যেগুলোকে আরকান বলে।

① তাকবীরে তাহরীমা অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলা।
[শামী:৩/৩৭৬, কিতাবুস সালাহ্, বাবু সিফাতিস সালাহ্]

② ক্বিয়াম করা অর্থাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ানো।
[শামী:৩/৩৮১,কিতাবুস সালাহ, বাবু সিফাতিস সালাহ্]

③ কেরাত পড়া।
[শামী:৩/৩৮৯,কিতাবুস সালাহ, বাবু সিফাতিস সালাহ্]

④ রুকূ করা। [শামী : ৩/৩৯২, কিতাবুস সালাহ, বাবু সিফাতিস সালাহ্]

⑤ দুই সাজদাহ্ করা। [শামী : ৩/৩৯৩, কিতাবুস সালাহ, বাবু সিফাতিস সালাহ্]

⑥ শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ বসা।
[শামী:৩/৩৯৬,কিতাবুস সালাহ, বাবু সিফাতিস সালাহ্]

৬ ষষ্ঠ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

মাসাইল

এ বছরের সবকসমূহ সবক ২ উযুর সুন্নাতসমূহ

① উযুর নিয়াত করা। [বুখারী:১,উমর رضي الله عنه,শামী:১/২৭১,কিতাবুত্ ত্বাহারাত,সুনানুল অযু]

② بِسْمِ اللهِ পড়ে অযু শুরু করা।
[নাসাঈ:৭৮,আনাস رضي الله عنه;শামী:১/২৭৮,কিতাবুত্ তাহারাত,সুনানিল অযু]

③ উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা।
[বুখারী: ১৫৯, উসমান বিন আফফান رضي الله عنه]

④ মিস্ওয়াক করা আর যদি মিস্ওয়াক না থাকে, তবে আঙুল দিয়ে দাঁত পরিস্কার করা। [বুখারী:৮৭,আবু হুরাইরা رضي الله عنه,সুনানে কুব্‌রা:১৭৯,আনাস رضي الله عنه, শামী:১/২৯৬,৩০২,কিতাবুত্ তাহারাত,সুনানুল অযু]

⑤ তিন বার কুলি করা।
[বুখারী: ১৫৯, উসমান বিন আফ্‌ফান رضي الله عنه,শামী : ১/৩০৬, কিতাবুত্ তাহারাত, সুনানুল অযু]

Deeniyat

⑥ তিনবার নাকে পানি দেওয়া।
[বুখারী:১৮৫,আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ رضي الله عنه,শামী:১/৩০৬,৩০৮,কিতাবুত্ তাহারাত,সুনানুল অযু]

⑦ হাত ও পা ধোয়ার সময় আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা।
[তিরমিযী:৩৯,ইবনে আব্বাস رضي الله عنه]

⑧ প্রত্যেক অঙ্গকে তিনবার ধৌত করা। [বুখারী:১৫৯,উসমান বিন আফফান رضي الله عنه]

⑨ একবার পূর্ণ মাথা মাসে্হ করা। [বুখারী: ১৫৯, উসমান বিন আফফান رضي الله عنه]

⑩ মাথা মাসেহের সাথে সাথে উভয় কান মাসেহ করা।
[তিরমিযী: ৩৬, ইবনে আব্বাস رضي الله عنه]

⑪ অঙ্গ-প্রতঙ্গসমূহকে একের পর এক ধৌত করা [এক অঙ্গের পর অন্য অঙ্গ সাথে সাথে ধৌত করা]।
[বুখারী: ১৪০, ইব্নে আব্বাস رضي الله عنه, শামী: ১/৩২৮, কিতাবুত্ তাহারাত, সুনানুল অযু]

⑫ তারতীব অনুযায়ী উযু করা।
[বুখারী: ১৪০, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما, শামী: ১/৩২৭, কিতাবুত্ তাহারাত, সুনানুল অযু]

⑬ উযুর পরের দু'আ পড়া। [তিরমিযী: ৫৫, উমর رضي الله عنه]

৭ ৮ মাসে ৪০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

মাসাইল

সবক ৩ গোসলের সুন্নতসমূহ

① পবিত্র হওয়ার নিয়াত করা।
[বুখারী: ১, উমর رضي الله عنه, শামী: ১/৪৪৪, কিতাবুত্ তাহারাত, সুনানুল উযু]

② উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা। [বুখারী: ২৪৮, আয়েশা رضي الله عنها]

③ লজ্জাস্থান ধৌত করা। [বুখারী: ২৪৯, মাইমুনা رضي الله عنها]

④ শরীরের কোথাও অপবিত্রতা লেগে থাকলে তা ধৌত করা।
[বুখারী: ২৪৯, মাইমুনা رضي الله عنها]

⑤ উযু করা। [বুখারী: ২৪৮, আয়েশা رضي الله عنها]

Deeniyat

⑥ তিন বার সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা। [বুখারী: ২৫৬, জাবির رضي الله عنه]

⑦ প্রথমে মাথায় অতঃপর ডান কাঁধে তার পর বাঁ কাঁধে পানি প্রবাহিত করা। [শামী: ১/৪৪৩, কিতাবুত্ তাহারাত , সুনানুল গুসল]

⑧ গোসলের সময় সমস্ত শরীরকে মর্দন করে ধোওয়া। [শামী: ১/৪৪৩, কিতাবুত্ তাহারাত , সুনানুল গুসল]

নোট: গোসলের সময় যদি সতর খোলা থাকে তবে ক্বিবলার দিকে মুখ করে গোসল করবে না। [শামী: ১/৪৪৩, কিতাবুত তাহারাত, সুনানুল গুসলি]

৯ নবম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ৪ উযু ভঙ্গের কারণসমূহ

আট জিনিসের দ্বারা উযু ভঙ্গ হয়, তাদেরকে "উযু ভঙ্গকারী" বলে।

① পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া। [শামী: ১/৩৬৫, কিতাবুত্ তাহারাত, নাওয়াকিযে অযু]

② পিছনের রাস্তা দিয়ে বায়ু নির্গত হওয়া। [শামী:১/৩৬৫,কিতাবুত্ তাহারাত,নাওয়াকিযে অযু]

③ শরীরের কোন স্থান হতে রক্ত, পুঁজ, বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া। [বাদাইউস্ সানাঈ: ১/২৪, কিতাবুত্ তাহারাত , নাওয়াকিযে অযু]

④ মুখ ভরে বমি করা। [শামী: ১/৩৭৬,কিতাবুত্ তাহারাত , নাওয়াকিযে অযু]

⑤ চিৎ বা কাত হয়ে হ্যালান দিয়ে ঘুমানো। [শামী:১/৩৮৬,কিতাবুত্ তাহারাত , নাওয়াকিযে অযু]

⑥ মাতাল বা বেহুশ হওয়া। [শামী:১/৩৯৬,কিতাবুত্ তাহারাত , নাওয়াকিযে অযু]

⑦ পাগল হয়ে যাওয়া। [শামী:১/৩৯৬,কিতাবুত্ তাহারাত , নাওয়াকিযে অযু]

⑧ নামাযে অট্টহাসি দেওয়া। [শামী:১/৩৯৬,কিতাবুত্ তাহারাত , নাওয়াকিযে অযু]

১০ দশম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

৪- ইসলামী তারবিয়াত

[ইসলামী জ্ঞান]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

ইসলামী জ্ঞানের কোর্সে এ বছর আক্বীদা, নবী ও সাহাবা ইত্যাদি সংক্রান্ত অনেক কথা প্রশ্নোত্তরের আকারে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত প্রশ্ন ও উত্তর সমবেতভাবে মুখস্থ করিয়ে দিন।

সংজ্ঞা, উৎসাহমূলক কথা

ইসলামী জ্ঞানঃ দ্বীন-ইসলামের কথাসমূহ জানাকে "ইসলামী জ্ঞান" বলে।

কুরআন ঃ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ط [সূরায়ে যুমার:৯]

অনুবাদ ঃ আপনি বলে দিন যে, জ্ঞানী ও মুর্খ কি সমান হতে পারে?

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ফিরিশতাগণ ইলম অর্জনকারীদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেয়।

[আবু দাউদ: ৩৬৪১, আবুদ দারদা رضي الله عنه]

ইলম হতে বড় দুনিয়ায় কোন সম্পদ নেই এবং মুর্খতা হতে অধিক দুনিয়ায় কোন ক্ষতিকর জিনিস নেই। আলিম ও মুর্খ উভয় ব্যক্তি সমান হতে পারে না, ইলমের দ্বারা মানুষের ইজ্জত-সম্মান, ভদ্রতা এবং সফলতা অর্জিত হয়, অপর পক্ষে মুর্খতার কারণে মানুষ নিকৃষ্ট ও পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। ইলমের দ্বারায়ই নিজের সৃষ্টিকর্তা ও সঠিক মালিকের পরিচয় লাভ হয়, ইলম ব্যতিত কেউ নিজ সৃষ্টা ও মালিককে চিনতে পারে না। সেজন্য উম্মাতের প্রতিটি ব্যক্তির উপর প্রয়োজনানুযায়ী ইলম অর্জন করা ফরয করা হয়েছে।

Deeniyat

সবক ১

প্রশ্ন ঃ ইসলামের মূল আক্বীদাসমূহ কি কি?

উত্তর ঃ তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত হল ইসলামের মূল আক্বিদা।

[তাফ্সীরে কাত্তান: ১/৪৫৮]

প্রশ্ন ঃ তাওহীদের অর্থ কি?

উত্তর ঃ তাওহীদের অর্থ হল, আল্লাহ্ তাআলাকে এক বলে স্বীকার করা।

[তাফসীরে ইবনে কাসীর ঃ২/৫৮২]

প্রশ্ন ঃ রিসালাতের অর্থ কি?

উত্তর ঃ রিসালাতের অর্থ হল হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কে আল্লাহর রাসূল বলে মেনে নেওয়া।

প্রশ্ন ঃ আখিরাত কাকে বলে?

উত্তর ঃ মৃত্যুর পর যে জীবন শুরু হয় তাকে আখিরাত বলে।

[তাফসীরে ইবনে কাসীর ঃ ১/৫৯]

প্রশ্ন ঃ বনি ইস্রাইলের সর্বশেষ নবীর নাম কি ছিল?

উত্তর ঃ বনি ইস্রাইলের সর্বশেষ নবীর নাম হযরত ঈসা عليه السلام ছিল।

[কানযুল উম্মাল: ৩২২৬৯, আবু যর رضي الله عنه]

১ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ২

প্রশ্ন ঃ কোন নবী মায়ের কোলে কথা বলেছিলেন?

উত্তর ঃ হযরত ঈসা عليه السلام মায়ের কোলে কথা বলেছিলেন।

[সূরায়ে মারয়াম: ৩০]

Deeniyat

[ইসলামী জ্ঞান]

প্রশ্ন ঃ কোন নবীর হাতে লোহা মোমের ন্যায় নরম হয়ে যেত?

উত্তর ঃ হযরত দাউদ عليه السلام এর হাতে লোহা মোমের ন্যায় নরম হয়ে যেত।

[সূরায়ে সাবা: ১০]

প্রশ্ন ঃ হযরত দাউদ عليه السلام এর পুত্র কে ছিলেন?

উত্তর ঃ হযরত দাউদ عليه السلام এর পুত্র হযরত সুলাইমান আঃ ছিলেন।

[সূরায়ে সোয়াদ: ৩০]

প্রশ্ন ঃ কোন সাহাবীকে ফিরিশতারা গোসল দিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ হযরত হানযালা رضي الله عنه কে ফিরিশতারা গোসল দিয়েছিলেন।

[মুস্তাদ্‌রাক: ৪৯১৭, যুবাইর বিন আওয়াম رضي الله عنه]

প্রশ্ন ঃ "রাসুলের কবি" কোন সাহাবীকে বলা হয়?

উত্তর ঃ "রাসুলের কবি" হযরত হাসসান বিন সাবিত رضي الله عنه কে বলা হয়।

[মুস্তাদরাক: ৬০৫৪, মুসআব বিন আব্দুল্লাহ্ رضي الله عنه]

২ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ৩

প্রশ ঃ হুযুর ﷺ কোন সাহাবীকে "উম্মাতের আমানতদার" বলেছিলেন?

উত্তর ঃ হুযূর ﷺ হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ رضي الله عنه কে "উম্মাতের আমানতদার" বলেছিলেন। [বুখারী: ৪৩৮০, আনাস رضي الله عنه]

প্রশ্ন ঃ হযরত আয়েশা رضي الله عنها কার কন্যা ছিলেন?

উত্তর ঃ হযরত আয়েশা رضي الله عنها হযরত আবু বকর সিদ্দিক رضي الله عنه এর কন্যা ছিলেন।

[আল্ ইছাবা: ৮/১৬]

Deeniyat

৪-ইসলামী তারবিয়াত

[ইসলামী জ্ঞান]

প্রশ্ন ঃ সাইফুল্লাহ্ (আল্লাহর তরবারী) কোন সাহাবীর উপাধি ছিল?

উত্তর ঃ সাইফুল্লাহ্ (আল্লাহর তরবারী) হযরত খালিদ বিন ওলিদ رضي الله عنه এর উপাধি ছিল। [তিরমিযী: ৩৮৪৬, আবু হুরাইরা رضي الله عنه]

প্রশ্ন ঃ কোন সাহাবীর নাম কুরআনে এসেছে?

উত্তর ঃ হযরত যায়েদ বিন হারেসাহ্ رضي الله عنه এর নাম কুরআনে এসেছে। [সূরায়ে আহ্যাব: ৩৭]

প্রশ্ন ঃ হযরত ইউসুফ عليه السلام কার পুত্র ছিলেন?

উত্তর ঃ হযরত ইউসুফ عليه السلام হযরত ইয়াকুব عليه السلام এর পুত্র ছিলেন। [বুখারী: ৩৩৮২, ইবনে رضي الله عنهما]

৩ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ৪

প্রশ্ন ঃ হযরত ইউসুফ عليه السلام এর কতজন ভাই ছিল?

উত্তর ঃ হযরত ইউসুফ عليه السلام এর এগারজন ভাই ছিল। [সূরায়ে ইউসুফ: ৪]

প্রশ্ন ঃ হযরত ইউসুফ عليه السلام এর সহোদর (আপন) ভাই এর নাম কি ছিল?

উত্তর ঃ হযরত ইউসুফ عليه السلام এর সহোদর (আপন) ভাই এর নাম বিনয়ামিন ছিল। [রুহুল মায়ানী:১২/১৮৩]

প্রশ্ন ঃ হযরত ইউসুফ عليه السلام স্বপ্নে কি দেখেছিলেন?

উত্তর ঃ হযরত ইউসুফ عليه السلام স্বপ্নে চাঁদ, সূর্য এবং এগারটি নক্ষত্রকে তার সামনে সাজদা করতে দেখেছিলেন। [সূরায়ে ইউসুফ: ৪]

Deeniyat

প্রশ্ন : হযরত ইউসুফ عليه السلام কোন দেশের বাদশাহ্ ছিলেন?

উত্তর : হযরত ইউসুফ عليه السلام মিসরের বাদশাহ ছিলেন। [সূরায়ে ইউসুফ: ৫৬]

প্রশ্ন : যে উটনির উপর আমাদের নবী ﷺ হিজরত করেছিলেন তার নাম কি ছিল?

উত্তর : যে উটনির উপর আমাদের নবী ﷺ হিজরত করেছিলেন তার নাম "ক্বাসআ" ছিল। [মু'জামে কবির : ১১০৪৫, ইব্‌নে আব্বাস (রা.)]

৪ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ৫

প্রশ্ন : "আল্লাহ্ ও রাসূলের সিংহ" কোন সাহাবীকে বলা হত?

উত্তর : "আল্লাহ্ ও রাসূলের সিংহ" হযরত হামযা رضي الله عنه কে বলা হত।

[মুস্তাদ্‌রাক: ৪৮৮১, মুহাম্মাদ বিন উমর স্বীয় উস্তাদদের থেকে]

প্রশ্ন : "কুরআনের মুফাসসির" কোন সাহাবীকে বলা হত?

উত্তর : " কুরআনের মুফাসসির " হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رضي الله عنهما কে বলা হত। [মুস্তাদরাক: ৬২৯১, আব্দুল্লাহ্ رضي الله عنه]

প্রশ্ন : পবিত্র মদীনার প্রসিদ্ধ কবরস্থানের নাম কি?

উত্তর : পবিত্র মদীনার প্রসিদ্ধ কবরস্থানের নাম জান্নাতুল বাকী।

[উমদাতুল ক্বারী:১৭/৪১২]

প্রশ্ন : জান্নাতুল বাকীতে সর্ব প্রথম কোন সাহাবীকে দাফন করা হয়েছিল?

উত্তর : জান্নাতুল বাকীতে সর্ব প্রথম উসমান বিন মাযউন رضي الله عنه কে দাফন করা হয়েছিল। [আল্ ইছাবাহ্ : ৪/৪৬১]

৫ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

সবক ৬

প্রশ্ন ঃ ঐ দশজন সাহাবী যাদেরকে হুযূর ﷺ একই বৈঠকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে ছিলেন তাদেরকে কি বলে?

উত্তর ঃ ঐ দশজন সাহাবী যাদেরকে হুযূর ﷺ একই বৈঠকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন তাদেরকে "আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ্‌" বলে। [তিরমিযী: ৩৭৪৮, সাঈদ বিন যায়েদ رضي الله عنه]

প্রশ্ন ঃ ইসলামের সর্ব প্রথম মস্‌জিদ কোনটি?

উত্তর ঃ ইসলামের সর্ব প্রথম মসজিদ "মসজিদে কুবা"। [আদ্দুররুল মানসুর : ৪/২৮৬]

প্রশ্ন ঃ মেরাজের সফরে কোন নবী উম্মাতে মুহাম্মাদীকে সালাম পাঠিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ মেরাজের সফরে হযরত ইব্রাহীম عليه السلام উম্মাতে মুহাম্মাদীকে সালাম পাঠিয়েছিলেন। [তিরমিযী: ৫৩৯, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ رضي الله عنه]

প্রশ্ন ঃ সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ক্বারী কে ছিলেন?

উত্তর ঃ সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ক্বারী হযরত উবাই বিন কায়াব رضي الله عنه ছিলেন। [তিরমিযী: ৩৭৯১, আনাস বিন মালিক رضي الله عنه]

৫ পঞ্চম মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

৪- ইসলামী তারবিয়াত

[বক্তৃতা ও দুআ]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

এই বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য হল এই যে, প্রতিটি শিক্ষার্থী বাল্যকাল হতেই দ্বীনের কথা-বার্তা লোকদের সামনে নির্দ্বিধায় বলতে পারে, শুরুতে এ সকল বক্তৃতা ছাত্রদেরকে মুখস্থ করিয়ে দিন অতঃপর দুমাস অতিবাহিত হয়ে গেলে শিক্ষার্থীদেরকে পালাক্রমে দাঁড় করিয়ে বলার অনুশীলন করাতে থাকুন এবং কুরআনী দুআসমূহ অনুবাদসহ মুখস্থ করিয়ে দিন ।

সংজ্ঞা,উৎসাহমূলক কথা

বক্তৃতা ও দু'আ ঃ দ্বীনের কথা মানুষের সামনে তুলে ধরাকে ''বক্তৃতা'' এবং আল্লাহর কাছে চাওয়াকে ''দু'আ'' বলে।

কুরআন ঃ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ○ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ○ [সূরায়ে রহমানঃ ৩, ৪]

অনুবাদ ঃ আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে বক্তৃতা শিক্ষা দিয়েছেন।

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দু'আ মু'মিনের হাতিয়ার।

[মুসনাদে আবি য়ালা: ১৮১২, জাবির বিন আব্দিল্লাহ্ رضي الله عنه]

দ্বীনের কথা অন্যদের কাছে পৌঁছানো প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। তার বড় একটা মাধ্যম হল বক্তৃতা ও উপদেশ, সুতরাং বক্তৃতা বলার অনুশীলন করা উচিৎ, যাতে আমরা দ্বীনকে উম্মাত পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি। কিন্তু এ সকল কাজ আল্লাহর সাহায্য ও তার তাওফীক ছাড়া হয় না, সুতরাং প্রতিটি কাজে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা উচিৎ এবং দুআর নিয়ম শিখে আল্লাহর কাছে খুব চাওয়া উচিৎ।

Deeniyat

নামাযের গুরুত্ব

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ - - - - - - - - - أَمَّا بَعْدُ

আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মানুষকে নিজের ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সব ইবাদাতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হল নামায। নামাযের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্র সঙ্গে কথপকথন হয়। যখন সে সেজদাহ করে তখন আল্লাহ্ তা'আলার খুব নিকটতম হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শরীফের কয়েক জায়গায় নামায প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এটা এত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত, যে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের নবী ﷺ কে নিজের কাছে ডেকে নামাযের নির্দেশ দিয়েছেন এবং মুসলমানদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন।

আমাদের প্রিয় নবী ﷺ পুরো জীবন অতি গুরুত্ব সহকারে নামাযের প্রতি যত্নশীল ছিলেন, এমনকি নিজের শেষ মূহুর্তেও নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের উচিত যে আমরা যেন নামাযের প্রতি খুবই যত্নশীল হই।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে নিয়মিত পাঁচওয়াক্ত নামায পড়ার তাওফীক দান করুন। (আ-মীন)

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

দু'আ

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۚ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ [সূরায়ে আ'রাফ:২৩]

হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন না কর তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব।

Deeniyat

৪- ইসলামী তারবিয়াত

[সীরাত]

শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

বিগত বছরগুলোতে সীরাতের সবকসমূহ প্রশ্নোত্তরের আকারে দেওয়া হয়েছিল, এ বছর সীরাত অধ্যায়ে “আমাদের নবী ﷺ এর মক্কী জীবন” কে বিষয়বস্তুর আকারে দেওয়া হয়েছে, এ সকল বিষয়বস্তুসমূহ শিক্ষার্থীদের সামনে পড়ে সহজভাবে বুঝিয়ে দিন এবং প্রতিটি সবকের শেষে প্রদত্ত প্রশ্নাবলী শিক্ষার্থীদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন এবং সেগুলোর উত্তরসমূহ এভাবে মুখস্থ করিয়ে দিন যে, সবকের বিষয়বস্তুসমূহ তাদের স্মৃতিপটে গেঁথে যায়।

সীরাতের বিস্তারিত জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে গ্রহণযোগ্য লেখকগণের লিখিত কিতাবসমূহের সহযোগিতা নিন, কেননা এ সকল বিষয়বস্তু যা সীরাত অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে ঐ সকল কিতাব হতেই সংগৃহিত।

সংজ্ঞা, উৎসাহমূলক কথা

সীরাত ঃ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর জীবন বৃত্তান্তকে সীরাত বলে।

কুরআন ঃ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [সূরায়ে আহযাব: ২১]

অনুবাদ: নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এ র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি ঐ সময় পর্যন্ত পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান এবং সমস্ত মানুষ হতে বেশি প্রিয় না হব। [বুখারী: ১৫, আনাস رضي الله عنه]

আল্লাহ্ তা'আলা নবী কারীম ﷺ কে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের হিদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন। আমাদের নবী ﷺ এর সীরাত আমাদের জন্য পরিপূর্ণ দিক নির্দেশক। তার দ্বারা আমরা জানতে পারব যে, আমাদের দ্বীন কোন কোন অবস্থার সম্মুখিন হয়েছিল। আমাদের নবী ﷺ তার রক্ষণাবেক্ষণ এবং তা লোকদের নিকট পৌঁছানোর জন্য কি পরিমাণ কষ্ট সহ্য করেছেন, আর আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে প্রতিটি পদে তার সাহায্য করেছেন।

সীরাত

Deeniyat

৪- ইসলামী তারবিয়াত

[সীরাত]

সবক ১ আমাদের নবী ﷺ এর পূর্বে

আজ হতে চৌদ্দশত বছর পূর্বের কথা, দুনিয়ার অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাপ ছিল। চারিদিকে লুট-পাট, চুরি-ডাকাতি, মিথ্যা, ধোঁকাবাজি, মদ-জুয়া, লজ্জাহীনতা এবং অশ্লীলতার ব্যাপকতা ছিল। পুরো বিশ্ব কুফর ও শির্কের অন্ধকারে ঢাকা ছিল। আল্লাহর মর্জি ও সন্তুষ্টির দিশা দানকারী কোন রাসূল ছিলেন না। সমস্ত রাসূলগণ বিদায় নিয়েছিলেন, যার কারণে বিশ্ববাসীরা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল, খোদাদ্রহী হয়ে গিয়েছিল, রাসূলগণের শিক্ষাকে ভুলে গিয়েছিল। আল্লাহর হুকুম পরিত্যাগ করেছিল। তারা নিজেদের অথবা নিজেদের ন্যায় অন্য কারোর দাসত্ব করত। অথবা গোত্রীয় রীতি-নীতি ও প্রথার অনুসরণ করত। আল্লাহর কিতাবসমূহকে পরিবর্তন করে ফেলেছিল। তাতে মনগড়া কথার মিশ্রণ করেছিলো। লোকেরা পাথরের মূর্তি বানিয়ে তার পূজা করত। দেবী-দেবতার পূজা করত। তাদের নামে জীব-জন্তু কুরবানী করত, মান্নত মানত, প্রসাধ দিত, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, জীব-জন্তু ও জড় পদার্থ সব তাদের উপাস্য ছিল। মোটকথা যত মানুষ ছিল তত পথ হয়ে গিয়েছিল।

যখন দুনিয়াবাসীরা বেশী পথভ্রষ্ট হয়ে গেল, একেবারেই দিশে হারা হয়ে গেল, তখন তাদের উপর আল্লাহর দয়া আসল এবং তাদের হিদায়েতের জন্য উভয় জগতের সর্দার হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কে পাঠালেন।

প্রশ্নাবলী

(১) আমাদের নবী ﷺ এর পূর্বে দুনিয়ার অবস্থা কিরূপ ছিল?

(২) আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের নবী ﷺ কে কেন পাঠিয়েছিলেন?

৬ প্রথম মাসে ৮ দিন পড়াবেন

Deeniyat

সবক ২ আমাদের নবী ﷺ এর জন্ম

প্রিয় নবীজি ﷺ রবিউল আউয়াল মাসে ৫৭১ খৃঃ সোমবারে জন্ম গ্রহণ করেছেন। এই দিন মানব জাতির জন্য সবচেয়ে বরকতময় দিন ছিল। হুযূর ﷺ মক্কা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন, মক্কা আরবের একটি প্রসিদ্ধ শহর। আল্লাহর পবিত্র ঘর কা'বা ঐ শহরেই অবস্থিত। আরব আমাদের এখান থেকে দুরবর্তী, একটি দেশ, তা আমাদের দেশ থেকে পশ্চিম দিকে।

প্রশ্ন

(১) আমাদের নবী ﷺ কবে এবং কোথায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন?

৬ প্রথম মাসে ২ দিন পড়াবেন

সবক ৩ আমাদের নবী ﷺ এর বংশ

আরব দেশে অনেক বংশ ছিল, কুরাইশ গোত্র তাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত বংশের ছিল। ঐ বংশের লোকেরাই কাবার খিদমত করত, সমস্ত আরব বাসীরা কুরাইশ বংশের লোকদের শ্রদ্ধা করত। আমাদের প্রিয় নবীজি ﷺ ঐ বংশের ছিলেন।

হুযূর ﷺ এর বংশের কিছু মানুষ অনেক প্রসিদ্ধ লাভ করেছিলেন, তাদের মধ্য হতে একজন ছিলেন কুছাই। কুছাই নিজ বংশের সর্দার ছিলেন, হজ্বের মৌসূমে সমস্ত হাজীদেরকে নিজের মেহমান বানাতেন, তিনদিন পর্যন্ত তাদেরকে ফ্রি খানা খাওয়াতেন। কুছাই এর সন্তানদের মধ্যে হাশিম অনেক প্রসিদ্ধ ছিলেন। বংশের সকল মানুষের মধ্যে তার অতি সম্মানছিল, হাশিম অতি বাহাদুর ও দানশীল ছিলেন। একবার দূর্ভিক্ষ হল, হাশিম নিজ খরচে অনেক শষ্যাদী ক্রয় করে মানুষদেরকে বিনামূল্যে বিতরণ করলেন। হাশিমের কয়েকজন পুত্র ছিল, তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন আব্দুল মুত্তালিব। তিনিও নিজ বংশের সর্দার ছিলেন।

Deeniyat

৪-ইসলামী তারবিয়াত

[সীরাত]

আরব দেশে পানি অনেক কম ছিল। মক্কাবাসীদের জন্য যমযম কুপ আল্লাহর অনেক বড় নেয়ামত ছিল। কিন্তু বহুদিন থেকে তাতে মাটি ভরে জমিন সমান হয়ে গিয়েছিল। কেউ জানতো না যে, কুপ কোথায়। আব্দুল মুত্তালিব অনেক চেষ্টা করে তা খুঁজে বের করলেন, অতি কষ্টে তা পরিস্কার করালেন। মক্কাবাসীদের জন্য পানির সমস্যাটির সমাধান হয়ে গেল। এই উপকারের কারণে মক্কার লোকেরা তাকে অতি শ্রদ্ধা করত।

আব্দুল মুত্তালিবের কয়েকজন পুত্র সন্তান ছিল। তম্মধ্যে সবচেয়ে ছোট ও প্রিয়তম পুত্র ছিল আব্দুল্লাহ্। এই আব্দুল্লাহ্ই নবীজি ﷺ এর আব্বাজান ছিলেন। আব্দুল্লার শুভ বিবাহ বিবি আমেনার সাথে হয়েছিল। বিবি আমেনা নবীজি ﷺ এর আম্মাজান ছিলেন।

আব্দুল্লাহ্ প্রিয় নবী ﷺ এর জন্মের কিছুদিন পূর্বেই ইন্তিকাল করেছিলেন। দাদাজান আব্দুল মুত্তালিব জীবিত ছিলেন, তিনি আমাদের নবী ﷺ এর জন্মের খবর শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, বাড়িতে এসে নাতিকে কোলে নিলেন, আদর করলেন, কাবা শরীফে নিয়ে গেলেন, সেখানে দু'আ ও প্রার্থনা করলেন, নাতির নাম মুহাম্মাদ রাখলেন, সপ্তমদিন আক্বীকা করলেন, সবাইকে দাওয়াত করলেন, মানুষেরা জিজ্ঞেস করল যে, এ নাম কেন রেখেছেন? উত্তরে বললেন, আমি চাই যে পুরো পৃথিবী আমার পুত্রের প্রশংসা (মুহাম্মাদ অর্থ প্রশংসা) করুক। আল্লাহ্ তা'আলা তার আশাকে পূরণ করলেন, দরূদ ও সালাম প্রিয় নবী ﷺ এর উপর।

প্রশ্নাবলী

(১) হাশিম কে ছিল?

(২) যমযম কুপের সন্ধান কে বের করেছিলে?

(৩) আব্দুল মুত্তালিব আমাদের নবীজি ﷺ এর নাম মুহাম্মাদ কেন রেখেছিল?

৬	ষষ্ঠ মাসে	১০	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সীরাত

Deeniyat

সবক ৪ আমাদের নবী ﷺ এর বাল্যকাল

মক্কার প্রথা ছিল যে, মানুষ বাচ্চাদেরকে লালন-পালনের জন্যে শিশু গ্রামে পাঠিয়ে দিত। সেখানেই তাদের প্রতিপালন হত। হুযূর ﷺ এর আম্মাজানও হুযূর ﷺ কে গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত হালীমা رضي الله عنها তার প্রতিপালন করেন। হযরত হালীমার বংশের নাম "বনি সায়াদ" ছিল, সে জন্য তাকে হালীমা সাদীয়া বলা হয়। তিনি অতি নেক বিবি ছিলেন। হুযূর ﷺ তার দুধ পান করেন, মুক্ত আবহাওয়ায় লালিত-পালিত হন, খুবই সুস্থ্য ও স্বাস্থ্যবান হন। স্পষ্ট ও শুদ্ধ ভাষা শিক্ষালাভ করেন, দুবছর পর মক্কা আগমন করেন, আম্মাজান তাকে দেখে অনেক খুশি হন, মক্কায় তখন মহামারী চলছিল, আম্মাজান হযরত হালীমার সাথে পূণঃরায় পাঠিয়ে দিলেন।

যে কেউ হুযূর ﷺ এর নিস্পাপ চেহারা দেখত, সে হুযূর ﷺ কে আদর করত, যে কেউ হুযূর ﷺ এর মিষ্টি-মধুর কথা শুনত মুগ্ধ হত। হুযূর ﷺ বিবি হালীমা رضي الله عنها এর বাচ্চাদেরকে ভালবাসতেন, তারাও হুযূর ﷺ কে ভালবাসত, নিজেদের সাথে খেলাধুলায় শরীক করত, বকরী চরাতে যেত হুযূর ﷺ কে ও নিজেদের সাথে নিয়ে যেত।

চার বছর বয়সে আম্মাজানের কাছে ফিরে আসেন। আম্মাজান হুযূর ﷺ কে দেখে খুবই খুশি হলেন, মোহাব্বাতের সাথে লালন-পালন করতে লাগলেন। ছয় বছর বয়সে হুযূর ﷺ কে নিয়ে নানার বাড়ি গেলেন, রাস্তায় অসুস্থ্য হয়ে ইন্তিকাল করেন। পিতা-মাতা উভয়ের ইন্তেকাল হুযূর ﷺ এতিম হয়ে গেলেন। উম্মে আইমান হুযূর ﷺ কে দাদা জানের কাছে নিয়ে গেলেন, দাদা জানের অনেক দুঃখ হল। কিন্তু দুঃখ করেও বা আর লাভ কি ছিল! জীবন, মৃত্যু সবই আল্লাহর হাতে, আল্লাহর সিদ্ধান্তকে কে ফিরাতে পারে।

বড় হয়ে প্রিয় নবীজি ﷺ একবার "আব্ওয়া" নামক স্থান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, মাতার কবর দেখে হুযূর ﷺ এর প্রাণ কেঁদে উঠল, হুযূর ﷺ এর চোখে অশ্রুদেখে সাহাবাগণও কাঁদতে লাগলেন।

Deeniyat

প্রশ্নাবলী

(১) মক্কার প্রথা কি ছিল?
(২) আমাদের নবীজি ﷺ বিবি হালীমার বাচ্চাদের সাথে কিভাবে থাকতেন?
(৩) কত বছর পর হুযূর ﷺ নিজের মাতার নিকট ফিরে এসেছিলেন?

৭ সপ্তম মাসে ৭ দিন পড়াবেন

সবক ৫ আমাদের নবী ﷺ এর প্রতিপালন

দাদাজান হুযূর ﷺ কে অনেক আদর স্নেহ করতেন, দাদাজান হুযূর ﷺ এর প্রতিপালন করেন, অনেক আদর দিয়ে লালনপালন করেন, ৮ বছর বয়সে দাদাজানও ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর সময় দাদাজান হুযূর ﷺ কে আবু তালিবের দায়িত্বে দিয়ে যান। আবু তালিব হুযূর ﷺ এর চাচাজান ছিলেন, হুযূর ﷺ এর কয়েকজন চাচা ছিলেন, তার মধ্যে আবু তালিব ভাল ছিলেন, হুযূর ﷺ কে খুবই স্নেহ করতেন, সর্বদা সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন, আদর করতেন, কোনো ধরনের কষ্ট পেতে দিতেন না, সফরের সময়েও হুযূর ﷺ কে সাথে রাখতেন।

প্রশ্ন

(১) আবু তালিব হুযূর ﷺ এর সাথে কিরূপ ব্যবহার করতেন?

৭ সপ্তম মাসে ৩ দিন পড়াবেন

সবক ৬ আমাদের নবী ﷺ এর যৌবন

প্রিয় নবীজি ﷺ চাচাজানের দায়িত্বে লালিত-পালিত হন, ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পন করেন, যৌবনে হুযূর ﷺ সবার নিকট ভাল ছিলেন। আরবের যুবকরা পরস্পরে ঝগড়া-লড়াই করত, হুযূর ﷺ সর্বদা লড়াই

Deeniyat

হতে দূরে থাকতেন। অধিকাংশ মানুষ মদ খেত, জুয়া খেলত, খারাপ কাজ করত, হুযূর ﷺ ঐ সমস্ত জিনিসকে খারাপ মনে করতেন, গরীবদেরকে খানা খাওয়াতেন, শ্রমিকদের সাহায্য করতেন, দূর্বলদের পক্ষ দিতেন।

প্রশ্ন

(১) হুযূর ﷺ এর যৌবন কাল কেমন ছিল?

৭ সপ্তম মাসে ২ দিন পড়াবেন

সবক ৭ আমাদের নবী ﷺ এর ব্যবসা

চাচাজান ব্যবসা করতেন, হুযূর ﷺ ও চাচার সাথে ব্যবসা শুরু করলেন। হুযূর ﷺ ব্যবসা খুবই ভালো বুঝতেন, তিনি সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। সর্বদা সত্য বলতেন, মিথ্যার ধারে কাছেও যেতেন না, সবাই হুযূর ﷺ কে সত্যবাদী বলত। হুযূর ﷺ লেন-দেন পরিস্কার রাখতেন, খুবই আমানতদার ছিলেন, সকলে তাকে "আল আমীন" (বিশ্বস্ত) বলত। সবাই তার সম্মান করত, সবাই তার উপর আস্থা রাখত , প্রতিটি ঘরে তার বিশ্বস্ততা ও সততার চর্চা ছিল।

প্রশ্নাবলী

(১) সকলে হুযূর ﷺ কে কি বলত?

(২) প্রতিটি ঘরে হুযূর ﷺ এর কোন কথার চর্চা ছিল?

৭ সপ্তম মাসে ২ দিন পড়াবেন

সবক ৮ শামের সফর

মক্কায় একজন ধনাঢ্য মহিলা ছিল, তার নাম ছিল খাদীজা, বিবি খাদীজা رضي الله عنها বিধবা ছিলেন, তার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছিল, তার অনেক বড় ব্যবসা ছিল, ব্যবসার জন্য লোকদেরকে টাকা-পয়সা দিতেন, এবং তাদেরকে লাভে

Deeniyat

অংশীদার বানিয়ে নিতেন। যখন প্রিয় নবীজি صلی اللہ علیہ وسلم এর বিশস্ততা ও সত্যতার চর্চা শুনলেন, তখন বিবি খাদীজা رضی اللہ عنہا আগ্রহ প্রকাশ করলেন যে, হুযূর صلی اللہ علیہ وسلم তার ব্যবসার মাল নিয়ে সফরে যাক। হুযূর صلی اللہ علیہ وسلم প্রস্তাব কবুল করে নিলেন এবং বিবি খাদীজার গোলাম মাইসারাকে সাথে নিয়ে শাম (সিরিয়া) দেশের সফরে রওয়ানা হলেন। হুযূর صلی اللہ علیہ وسلم অনেক পরিশ্রম, মেধা ও সততার মাধ্যমে উক্ত ব্যবসায় সফলকাম হলেন।

প্রশ্নাবলী

(১) বিবি খাদীজা رضی اللہ عنہا কে ছিলেন?

(২) বিবি খাদীজা رضی اللہ عنہا হুযূর صلی اللہ علیہ وسلم এর কাছে কি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন?

৭ সপ্তম মাসে ৩ দিন পড়াবেন

সবক ৯ আমাদের নবী صلی اللہ علیہ وسلم এর বিবাহ্

আমাদের নবী صلی اللہ علیہ وسلم অনেক লাভবান হয়ে শাম দেশের সফর হতে ফিরলেন এবং এক এক পয়সার হিসাব বুঝিয়ে দিলেন। বিবি খাদীজা رضی اللہ عنہا নেক ছিলেন, হুযূর صلی اللہ علیہ وسلم এর গুণাবলী দেখে অনেক খুশি হলেন। অতঃপর মাইসারা গোলামও স্বচক্ষে দেখা হুযূর صلی اللہ علیہ وسلم এর ঈমানদারী, নেকী, মানুষের সাথে সহমর্মিতা এবং ভালবাসার অনেক ঘটনা তুলে ধরল, বিবি খাদীজা অনেক প্রভাবিত হলেন, নিজেই বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন, হুযূর صلی اللہ علیہ وسلم প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন চাচাজান এবং কুরাইশের অন্য কিছু গন্যমান্য লোকদেরকে সাথে নিয়ে বিবি খাদীজার বাড়িতে পৌঁছলেন এবং তার সাথে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। সে সময় হুযূর صلی اللہ علیہ وسلم এর বয়স ছিল ২৫ বছর এবং বিবি খাদীজা رضی اللہ عنہا এর বয়স ছিল ৪০ বছর।

প্রশ্নাবলী

(১) মাইসারা হুযূর صلی اللہ علیہ وسلم এর সম্পর্কে বিবি খাদীজার কাছে কি বর্ণনা করেছিল?

(২) বিয়ের সময় হুযূর صلی اللہ علیہ وسلم এর এবং বিবি খাদীজা رضی اللہ عنہا এর বয়স কত ছিল?

৭ সপ্তম মাসে ৩ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

সবক ১০ হাজরে আস্‌ওয়াদের বিষয়ে নবী ﷺ এর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

একবার কাবা শরীফের সংস্কার হচ্ছিল। পুরাতন দেওয়ালসমূহ ভেঙ্গে আবার নুতন করে নির্মাণ করা হচ্ছিল। একটি দেওয়ালে হাজ্‌রে আসওয়াদ লাগানো ছিল। এটি একটি কাল পাথর ছিল। পাথরটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর চিহ্ন স্মারক ছিল সবাই সেটাকে বরকতময় মনে করত। যখন দেওয়ালে ঐ পাথরটি স্থাপন করার সময় আসল, তখন পরস্পরে ঝগড়া করতে লাগল, প্রত্যেকে চাচ্ছিল যে, এই বরকতময় পাথরটি আমি লাগাবো। এমনকি যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত হল যে, কাল সকালে সবার আগে যে কাবায় আসবে তার সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া হবে। আল্লাহর করুণা এরূপ হল যে, দ্বিতীয় দিন সর্বপ্রথম প্রিয় রাসূল ﷺ ই কাবা শরীফে আসলেন। নবীজির উপর সকলের ভরসা ছিল। সকলে হুযূর ﷺ কে সিদ্ধান্তকারী মেনে নিলেন, হুযূর ﷺ অতি চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত দিলেন যে, একটি চাদর নিয়ে তাতে হাজ্‌রে আসওয়াদকে রাখলেন এবং প্রত্যেক বংশের সর্দারকে এক এক কোনা ধরতে বললেন, সকলে মিলে উঠালেন এবং হাজ্‌রে আসওয়াদকে তার স্থান পর্যন্ত নিয়ে গেলেন, তখন হুযূর ﷺ নিজ হাতে উঠিয়ে তাকে স্বস্থানে স্থাপন করে দিলেন। এভাবে প্রত্যেক বংশের লোকদের এই কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ মিলে গেল।

প্রশ্নাবলী

(১) দেওয়ালে হাজ্‌রে আসওয়াদ লাগানোর সময় কি ঘটনা ঘটেছিল?
(২) হাজ্‌রে আসওয়াদের ব্যাপারে হুযূর ﷺ কি সিদ্ধান্ত দিলেন?

৮ অষ্টম মাসে ৩ দিন পড়াবেন

সবক ১১ হুযূর ﷺ এর নবুওয়াত প্রাপ্তি

মক্কার নিকটে একটি পাহাড় ছিল। ঐ পাহাড়ের নাম হেরা ছিল। ঐ পাহাড়ে একটি গুহা ছিল। হুযূর ﷺ হেরা গুহায় যেতেন, সাথে ছাতু পানি

Deeniyat

নিয়ে যেতেন, কয়েকদিন পর্যন্ত সেখানে একাকী থাকতেন। আল্লাহর ইবাদত করতেন। মানুষের কল্যাণের কৌশলাদী নিয়ে চিন্তা করতেন। সমাজ থেকে কুসংস্কার মিটিয়ে ভাল ও কল্যাণকর জিনিসসমূহকে ব্যাপক করার উপায় তালাশ করতেন। যখন ছাতু ও পানি শেষ হয়ে যেত, তখন আবার বাড়িতে আসতেন, ছাতু ও পানি নিয়ে ফিরে যেতেন।

চল্লিশ বছর বয়সে ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার সুবহে সাদিকের সময় হিরা গুহায় অবস্থানকালীন আল্লাহর দূত হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহর বার্তা নিয়ে হাজির হলেন, যাকে অহী বলে। হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام হুযূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم কে সুসংবাদ দিলেন যে, আপনি আল্লাহর রাসূল, অতঃপর বললেন যে, পড়ুন। আরবে সে সময় লেখা-পড়ার চলন কম ছিল, সেজন্য হুযূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ও লেখা-পড়া জানতেন না। তিনি বললেন, আমি পড়তে জানি না। হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام হুযূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم কে বুকের সাথে লাগিয়ে অনেক জোরে চাপ দিলেন এবং বললেন, পড়ুন। হুযূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم বললেন, ভাই আমি পড়তে জানি না। হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام তিনবার চাপ দিলেন এবং ছেড়ে দিলেন এবং প্রতিবার একথা বলতেন যে, পড়ুন। হুযূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم প্রতিবার বলতেন যে, আমি পড়তে জানি না।

অবশেষে হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام বললেন যে, পড়ুন: اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ

এই অহী অবতীর্ণ হতেই হুযূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم এর উপর রিসালাতের দায়িত্ব এসে গেল এবং তিনি ভয়ে ও আতঙ্কে কেঁপে উঠলেন। আর একথা বাস্তব যে, যুগ যুগান্তরের পথভ্রষ্ট লোকদেরকে হেদায়েতের দিশা দেখানো এবং শত-শত মূর্তি পূজকদেরকে আল্লাহর খালেছ বান্দা বানানো কোনো সহজ কাজ ছিল না। হুযূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم আতঙ্ককিত অবস্থায় বাড়িতে পৌঁছলেন এবং নিজের সত্যিকার মঙ্গলকামী স্ত্রীকে সব ঘটনা খুলে বললেন। বিবি খাদীজা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا শান্তনা দিয়ে বললেন যে, আপনি আতঙ্কতি কেন হচ্ছেন? আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে নষ্ট হতে দিবেন না। আপনি নেক কাজ করেন, সদকা করেন, গরীবদের সাহায্য করেন, ইয়াতীম ও বিধবাদের সহযোগীতা করেন, মেহমানদের আপ্যায়ন করেন, মানুষের বোঝা হাল্কা করেন, গরীব-দুঃখীদের আশ্রয় দান করেন, আপনি কেন ভয় পান?

Deeniyat

প্রশ্নাবলী

(১) হুযূর صلى الله عليه وسلم হেরা গুহায় কি করতেন?
(২) বিবি খাদিজা رضي الله عنها কি বলে হুযূর صلى الله عليه وسلم কে মনোবল দিলেন?

৮ সপ্তম মাসে ৭ দিন পড়াবেন

সবক ১২ আল্লাহর পয়গাম/বাণী

রমজানের ১৭ তারিখ ছিল যখন। আল্লাহর পয়গাম এসেছিল। হযরত জিব্রাইল عليه السلام আল্লাহর বাণী নিয়ে এলেন। হুযুর صلى الله عليه وسلم তা মানুষের নিকট পৌঁছানো আরম্ভ করলেন। হুযুর صلى الله عليه وسلم মানুষদেরকে বলতেন, "আল্লাহ্ এক। তিনিই সকলের সৃষ্টিকর্তা। রিজিকদাতা ও হুকুমদাতা। তারই নির্দেশ মান্য কর। তারই ইবাদত কর। আমি আল্লাহর রাসূল। আমার অনুসরণ কর। খারাপ কাজ হতে বেঁচে থাক। ভাল কাজ কর। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, থাকার জন্য জান্নাত প্রদান করবেন। অসৎ লোকদের উপর আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন। তাদেরকে অনেক কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন।

প্রশ্নাবলী

(১) আল্লাহর পয়গাম রমজানের কত তারিখে এসেছিল?
(২) হুযুর صلى الله عليه وسلم মানুষদেরকে কি বলতেন?

৮ অষ্টম মাসে ২ দিন পড়াবেন

সবক ১৩ প্রথম ঈমান কবুলকারী

সৎ লোকেরা তার কথা মান্য করলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক رضي الله عنه হুযূর صلى الله عليه وسلم এর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পুরুষদের মধ্যে সর্ব প্রথম তিনি ঈমান আনয়ন করেন। হযরত খাদীজা رضي الله عنها হুযূর صلى الله عليه وسلم এর নেক স্ত্রী ছিলেন। মহিলাদের মধ্যে সর্ব প্রথম তিনি ঈমান আনয়ন করেন। হযরত আলী رضي الله عنه হুযূর صلى الله عليه وسلم এর চাচাত ভাই ছিলেন। বালকদের মধ্যে সর্ব প্রথম তিনি

Deeniyat

ঈমান আনয়ন করেন। হযরত যায়েদ رضي الله عنه হুযূর ﷺ এর গোলাম ছিলেন। গোলামদের মধ্যে সর্ব প্রথম তিনি ঈমান আনয়ন করেন। এই চারজন অনেক সৎ ছিলেন। হুযূর ﷺ এর সাথে থাকতেন, হুযূর ﷺ এর সমস্ত গুণাবলী সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তার দাওয়াত সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন, সাথে সাথে ঈমান নিয়ে এলেন, তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

প্রশ্ন

(১) কে কে সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন করেন?

৮ অষ্টম মাসে ৩ দিন পড়াবেন

সবক ১৪ পাহাড় হতে উপদেশ

কিছুদিন পর আল্লাহর নির্দেশ আসল যে, "হে পয়গম্বর! তুমি নিজের নিকটতম আত্মীয় স্বজনদেরকে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাও।" হুযূর ﷺ এরকমই করলেন। মক্কার নিকটবর্তী একটি পাহাড় আছে, তার নাম হল "সাফা"। হুযূর ﷺ উক্ত পাহাড়ের উপর আরোহন করলেন এবং মক্কাবাসীদেরকে আহবান করলেন, যখন সকলে একত্রিত হয়ে গেল, তখন হুযূর ﷺ বললেন,

"আমি পাহাড়ের উপর রয়েছি, আর তোমরা রয়েছ নীচে। আমি পাহাড়ের সামনেও দেখতে পাচ্ছি পিছনেও, (কিন্তু তোমাদের দৃষ্টি শুধু এক দিকে)। যদি আমি বলি যে, এবং এই পাহাড়ের পিছনে ডাকাতদের একটি সেনাদল আছে, যারা তোমাদের উপর আক্রমন করতে প্রস্তুত, তবে কি তোমরা তা বিশ্বাস করবে?"

সকলে একবাক্যে বলল যে, নিশ্চয়ই আপনি উপরে রয়েছেন। সবদিকে দেখছেন। আপনি সত্যবাদী। আমানতদার। আপনি কখনো মিথ্যা বলেন না। আমরা আপনার কথার উপর অবশ্যই বিশ্বাস করব।

অতঃপর হুযূর ﷺ বললেন, "লোক সকল! এটা বুঝানোর জন্য একটি উপমা ছিল মাত্র। বিশ্বাস কর, মৃত্যু তোমাদের মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে। তোমাদেরকে একদিন মরতেই হবে, মৃত্যুর পর আল্লাহর

Deeniyat

কাছে যেতেই হবে, নিজেদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতেই হবে। যদি তোমরা ঈমান এনে নেক ও সৎ না হয়ে যাও, তবে তোমাদের উপর কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ হবে। তোমরা শুধু দুনিয়াকে দেখতে পাচ্ছ আর আমি আখিরাতকেও দেখতে পাচ্ছি।”

মক্কাবাসীরা হুযূর ﷺ এর উপদেশ শুনল, তা কতইনা সত্য কথা ছিল। প্রিয় নবীজি ﷺ কত সুন্দর করে বুঝিয়েছিলেন, সকলে হুযূর ﷺ কে সত্য বলে জানত; কিন্তু এই সত্য কথাগুলোর উপর ঈমান আনল না। হুযূর ﷺ কে ভাল-মন্দ বলতে লাগল। ভাল-মন্দ বলার মধ্যে হুযূর ﷺ এর চাচা আবু লাহাব সবচেয়ে সর্বাগে ছিল, সে বলল, তুমি আমাদেরকে এজন্য ডেকেছিলে?

প্রশ্নাবলী

(১) হুযূর ﷺ লোকদেরকে পাহাড়ের উপর একত্রিত করে কি বলেছিলেন?
(২) মক্কাবাসীরা হুযূর ﷺ এর উপদেশ শুনে কি বলল?

৮ অষ্টম মাসে	৫ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ১৫ আল্লাহর দ্বীন প্রসার হতে লাগল

সীরাত

আল্লাহর দ্বীন আস্তে আস্তে প্রচার-প্রসার হতে লাগল। কাফিররা পেরেশান ছিল যে, হকের দাওয়াত কিভাবে বন্ধ করা যায়। মুহাম্মাদ ﷺ একাকী। অল্পকিছু সাথী রয়েছে তার বন্ধু-বান্ধব ও সাহায্যকারীও নেই। তার পরও মানুষ তার দিকে আকর্ষিত হচ্ছে। বাপ-দাদার ধর্ম মিটে যাচ্ছে। সকলে মিলে আবু তালিবের কাছে গিয়ে বলল, আবু তালিব! সমস্ত বংশের সম্মান মাটিতে মিশে যাচ্ছে। ভাতীজাকে বাঁধা দিন। আমাদের ও আপনার প্রভূদের মিথ্যারোপ করছে। সে বলছে যে, উপাসনার যোগ্য তো শুধুমাত্র এক আল্লাহ্, আমরা সবাই অজ্ঞ যে, লাত-মানাতের পূজা করছি।

Deeniyat

এখন অনেক হয়েছে, আর সহ্য করা যাচ্ছে না। আবু তালিব কোনো রকমে তাদের থেকে পিছু ছুটালেন। প্রিয় নবীজি ﷺ নিজের কাজ করতে থাকলেন, দ্বীন প্রচার-প্রসার লাভ করতে থাকল।

কাফিররা আবার আবু তালিবের কাছে গেল, তাকে ভয় দেখাল, জীবন নাশের হুমকি দিল। আবু তালিব চিন্তায় পড়ে গেলেন, ভাতীজাকে ডেকে বললেন, হে আমার প্রিয় বৎস! আমার উপর এত চাপ সৃষ্টি কর না........প্রিয় নবীজি ﷺ মোটেও ভয় পেলেন না। বললেন, চাচাজান! এ কাজ তো আল্লাহর, তিনিই আমার সাহায্য করবেন, যদি এ সমস্ত লোকেরা আমার এক হাতে সূর্য ও অপর হাতে চন্দ্রও এনে দেয়, তবুও আমি এই কাজ হতে বিরত থাকব না। একথা বলে অশ্রূপাত করতে লাগলেন। আবু তালিবও প্রভাবিত হয়ে বললেন যে, যাও বৎস, নির্ভয়ে নিজ কাজ করতে থাক, আমি তোমাকে জালিমদের হাতে সোপর্দ করব না।

প্রশ্নাবলী

(১) আবু তালিব হুযূর ﷺ কে কি বললেন?
(২) হুযূর ﷺ আবু তালিবকে কি উত্তর দিলেন?

৯ নবম মাসে ৪ দিন পড়াবেন

সবক ১৬ হাবশা (ইথুপিয়া) হিজরত

কাফিররা একাধারে মুসলমানদেরকে কষ্ট দিতে লাগল। বিভিন্ন প্রকারের নির্যাতন করতে শুরু করল। নবীজিকে কষ্ট দিল। নবীজির প্রিয় সাথীদেরকে কষ্ট দিল। যখন নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেলো। যেমন- কুরআন পড়া। আল্লাহর ইবাদত করা। দ্বীনের উপর চলা। অন্যদেরকে দ্বীনের কথা বলা। সবকিছু অসম্ভব হয়ে পড়ল, তখন হুযূর ﷺ মুসলমানদেরকে বললেন, "প্রিয় সাথী ও বন্ধুরা! তোমরা দ্বীনের জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করেছ, এখন যে চায় হাব্‌শায় যেতে পার। হাবশার বাদশাহ্ নাজ্জাশী। সে নেক প্রকৃতির মানুষ। সেখানে কোন বাঁধা-বিপত্তি নেই।

Deeniyat

স্বাধীনভাবে দ্বীনের উপর আমল করতে পারবে। দ্বীন প্রচারেরও সুযোগ পাবে।”

সুতরাং অনেক মুসলমান বাড়ি-ঘর ছেড়ে হাবশায় চলে গেলেন। কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে প্রিয় মাতৃভূমি পরিত্যাগ করলেন। দ্বীন রক্ষার জন্য অন্য দেশে চলে গেলেন, এটাকেই হিজরাত বলে।
কিন্তু কাফিররা ঈমানদারদেরকে এখানেও শান্তিতে থাকতে দিল না। তাদের পিছনে পিছনে হাবশায় পৌঁছে গেল। নাজ্জাশীর কাছে নালিশ করল। মুসলমানদেরকে দরবারে ডাকা হল। হযরত আলী رضي الله عنه এর ভাই হযরত জাফর رضي الله عنه ছিলেন, তিনি মুসলমানদের সর্দার ছিলেন। তিনি নাজ্জাশীর দরবারে একটি ভাষণ দিলেন, ভাষণটি ইসলাম সম্পর্কে খুবই চমৎকার ছিল।

প্রশ্নাবলী

(১) মুসলমানরা হাবশায় হিজরাত কেন করেছিলেন?

(২) হুযূর صلى الله عليه وسلم মুসলমানদেরকে কি বলেছিলেন?

৯ নবম মাসে ৫ দিন পড়াবেন

সবক ১৭ হযরত জাফর رضي الله عنه এর ভাষণ

হযরত জাফর رضي الله عنه বললেন: হে বাদশাহ্! আমরা মুর্খ ছিলাম। অজ্ঞ ছিলাম। মূর্তি পূজা করতাম। মৃত জানোয়ার খেতাম। অসৎকাজ করতাম। পরস্পরে লড়াই করতাম। ধনীরা গরীবদের উপর অত্যাচার করত। আমরা না মেহমানদের সমাদর করতাম আর না প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করতাম। ভাই ভাইয়ের সাথে লড়াই করত। শক্তিশালী দূর্বলদের কষ্ট দিত। আমাদের উপর আল্লাহর দয়া হল। আমাদের মধ্যে হতে একজন রাসূল প্রেরণ করলেন। আমরা সবাই তাকে জানতাম। তিনি অতি নেক ছিলেন। তিনি সত্যের পথ দেখিয়েছেন। পরস্পরে ভালবাসা শিখিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে বুঝিয়েছেন যে, আমরা যেন মূর্তি পূজা পরিহার করি, এক আল্লাহর উপাসনা করি। সত্য বলি। অঙ্গিকার পূর্ণ করি। অসৎ কাজ হতে বেঁচে থাকি। গুনাহ হতে দূরে থাকি। ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ না করি।

Deeniyat

অত্যাচার হতে ফিরে আসি। পরস্পরে মিলে-মিশে থাকি। আমরা তাকে নবী হিসেবে মেনে নিয়েছি। আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছি। তার কথাসমূহের উপর আমল করেছি। আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের শত্রু হয়ে গেছে। আমাদেরকে কষ্ট দেওয়া শুরু করেছে। সেজন্য আমরা আমাদের দেশ ত্যাগ করে আপনার দেশে আশ্রয় নিয়েছি।

নাজ্জাশী হযরত জাফর رضي الله عنه এর ভাষণ শুনলেন। ভাষণ খুবই ভাল ছিল। অতি মনোযোগ সহকারে শুনলেন। তার কথায় প্রভাবিত হলেন। তার থেকে কুরআন শরীফ শুনলেন। কুরআন শরীফ শুনে কাঁদতে লাগলেন। কাফিরদেরকে বের করে দিলেন। মুসলমানদের সাথে ভাল ব্যবহার করলেন। কিছু দিন পর নিজেও মুসলমান হয়ে গেলেন। আল্লাহর রহমত হোক তার উপর।

প্রিয় নবীজি صلى الله عليه وسلم হিজরত করেননি। হুযূর صلى الله عليه وسلم হাবশায় যাননি। মক্কায় দৃঢ় থাকলেন। দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে থাকলেন। মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকতে থাকলেন। হুযূর صلى الله عليه وسلم মক্কার বিভিন্ন, বাজারে যেতেন, হজ্বের সময় বিভিন্ন স্থান হতে আগত লোকদেরকে দ্বীনের কথা বলতেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে মক্কার বাইরে দ্বীন প্রসার লাভ করতে লাগল।

প্রশ্নাবলী

(১) হযরত জাফর رضي الله عنه ভাষণে কি বললেন?
(২) হযরত জাফর رضي الله عنه এর ভাষণের কি প্রতিক্রিয়া নাজ্জাশীর উপর হয়েছিল?

৯ নবম মাসে ৭ দিন পড়াবেন

সবক ১৮ মুসলমানদের বয়কট

মক্কা মুকাররামায় ধীরে ধীরে ইসলাম প্রচার হতে লাগল। প্রতিদিন কেউ না কেউ ইসলাম গ্রহণ করতেন। কাফিরদের চিন্তা বেড়ে গেল। তারা আমাদের নবী صلى الله عليه وسلم ও মুসলমানদেরকে বয়কট করল। আবু তালিব

Deeniyat

ঘাঁটিতে তাদেরকে বন্দী করে ফেলল। যার ফলে মুসলমানরা প্রচন্ড কষ্টের সম্মুখীন হলেন। ঐ উপত্যকায় খাওয়া দাওয়ার জন্যেও কিছু ছিল না। মুসলমান বৃদ্ধ, শিশু, মহিলা সকলেই ক্ষুধা তৃষ্ণার যন্ত্রণা সহ্য করতেন। মুসলমানরা তিন বছর পর্যন্ত ঐ অবস্থায় ঐ উপত্যকাতেই বন্দী থাকলেন।

প্রশ্নাবলী

(১) মুসলমানরা আবু তালিব ঘাঁটিতে কি ধরণের কষ্টের সম্মুখিন হয়েছেন?

(২) মুসলমানরা ঐ উপত্যকায় কত বছর বন্দী ছিলেন?

৯ নবম মাসে ২ দিন পড়াবেন

সবক ১৯ দুঃখের বছর

উপত্যকার বন্দী জীবন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কিছুদিন পরেই নবুওতের দশম বর্ষে প্রিয় নবী ﷺ এর দয়ালু চাচা আবুতালিবের ইন্তিকাল হয়ে গেল, চাচার মৃত্যুর দুঃখ না ভুলতেই তাঁর অনুগতা ও প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত খাদীজা رضي الله عنها এর ইন্তেকাল হয়ে গেল। এই দুইজনের ইন্তেকালে আমাদের নবী ﷺ ভীষণ দুঃখ পেলেন। আমাদের নবী ﷺ ঐ বছরকে দুঃখের বছর বলে ঘোষণা করলেন। এখন কুরাইশরা প্রকাশ্যভাবে কষ্ট দেওয়ার সুযোগ পেয়ে গেল। ইতিপূর্বে আবুতালিবের মর্যাদাকে লক্ষ্য করে এবং হযরত খাদীজা رضي الله عنها এর খাতিরে কিছুটা চুপচাপ ছিল। কিন্তু এবার বাঁধা দেওয়ার কউ নেই। এজন্য মক্কার মুশরিকরা আমাদের নবী ﷺ কে খুব অত্যাচার করা ও কষ্ট দেওয়া শুরু করল।

প্রশ্নাবলী

(১) আমাদের নবী ﷺ নবুওতের দশম বছরকে দুঃখের বছর বলে কেন ঘোষণা করেছিলেন?

(২) আবুতালিব এবং হযরত খাদীজা رضي الله عنها এর ইন্তেকালের পর কি ঘটেছিল?

৯ নবম মাসে ২ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সীরাত

Deeniyat

সবক ২০ তায়েফের সফর

মক্কা হতে আনুমানিক পঞ্চাশ মাইল দূরে একটি শহর রয়েছে, যার নাম তায়েফ। গ্রীষ্মের সময় লোক সেখানে আনন্দ ভ্রমনে যায়। মক্কায় ইসলামের কাজ করতে করতে অনেক দিন হয়ে গিয়েছিল। মক্কার প্রতিটি মানুষ নবীজির শত্রু হয়ে গেল। কেউ তার কথার প্রতি কর্ণপাত করত না। হুযূর ﷺ চিন্তা করলেন যে, এখন তায়েফে যেয়ে আল্লাহর পয়গাম শুনানো উচিৎ, হতে পারে সেখানকার কিছু লোক যদি তা গ্রহণ করে নেয়, তখন তাদের সাথে মিলে দ্বীনের কাজ করতে সুবিধা হবে। একথা চিন্তা করে হুযূর ﷺ তায়েফে গেলেন। তায়েফের মানুষ অতি খারাপ ছিল। তারা হুযূর ﷺ এর কথা শুনল না, তার সাথে খুবই খারাপ ব্যবহার করল। পাথর মারল। গালি-গালাজ করল। কষ্ট দেওয়ার জন্য অসভ্য ও দুষ্ট ছেলেদেরকে পিছনে লেলিয়ে দিল, হুযূর ﷺ রক্তে রক্তাক্ত হয়ে গেলেন, কিন্তু বদ দুআ দিলেন না। একাধারে এই দু'আ দিতে থাকলেন যে, হে আল্লাহ্! এরা অবুঝ, এদেরকে তুমি হেদায়েত দান কর। দুরূদ ও রহমত বর্ষিত হোক প্রিয় রাসূল ﷺ এর উপর। সালাম হোক প্রিয় রাসূল ﷺ এর উপর।

প্রশ্নাবলী

(১) নবী কারীম ﷺ তায়েফে কেন গিয়েছিলেন?

(২) তায়েফ বাসীরা হুযূর ﷺ এর সাথে কী করলেন।

| ১০ | দশম মাসে | ৪ | দিন পড়াবেন |

সবক ২১ মে'রাজ

আমাদের নবী ﷺ তায়েফ থেকে মক্কায় ফিরে এলেন এবং মক্কায় পূনঃরায় তাবলীগ শুরু করলেন। ধারাবাহিক অত্যাচার ও নিপীড়নের পর আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রিয় নবী ﷺ এর জন্য একটি পুরস্কার এল এবং মে'রাজের বিশাল ঘটনা ঘটল। নবুওতের পর দশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল। একরাতে আমাদের নবী ﷺ উম্মে হানীর বাড়িতে বিশ্রাম করছিলেন। এসময়ে হযরত জিব্রাঈল عليه السلام এলেন এবং

Deeniyat

মে'রাজের সুসংবাদ দিলেন। অতঃপর একটি দ্রুতগামী বাহন তার জন্য পেশ করলেন, যার নাম ছিল বোরাক। এতে আরোহণ করে প্রিয় নবী ﷺ মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস এসে সেখান থেকে সপ্তমাকাশের সফর করলেন। জান্নাত, জাহান্নাম দেখলেন। এরপর আল্লাহ তাআলার দরবারে হাজির হলেন। সেখানে তিনি পাঁচওয়াক্ত নামায উপহার পেলেন। অবশেষে ঐ বাহনেই মক্কায় ফিরে এলেন।

প্রশ্নাবলী

(১) মে'রাজের ঘটনা বর্ণনা কর। (২) মে'রাজে হুযূর ﷺ এর আরোহীর নাম কি ছিল? (৩) মেরাজে হুযূর ﷺ কী উপহার পেলেন?

১০ দশম মাসে ৪ দিন পড়াবেন

সবক ২২ পবিত্র মদীনায় হিজরত

মদীনা আরবের একটি প্রসিদ্ধ শহর। এটা মক্কা মুকাররমা হতে প্রায় ৪৫৫ কিঃমিঃ দূরত্বে অবস্থিত। মদীনাবাসীদের মধ্য হতে কিছুলোক মূর্তিপূজক এবং কিছুলোক ইয়াহুদী ছিল। মূর্তিপূজকদের দুটি বড় গোত্র আউস ও খাযরাজ ছিল। মদীনার লোকেরা প্রতিবছর হজ্বের জন্য মক্কায় যেত, নবীজি ﷺ তাদের সাথে মিলিত হতেন এবং গোপনে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। মদীনার মানুষ নেক ছিল, তারা গভীর মনোযোগ সহকারে নবীজি ﷺ এর কথা শুনতেন। তাদের মধ্য হতে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। এভাবে আল্লাহর দ্বীন মদীনায় পৌঁছল।

মক্কায় দ্বীন প্রচার করতে করতে হুযূর ﷺ এর তের বছর হয়ে গিয়েছিল। মক্কাবাসীরা হুযূর ﷺ কে কষ্ট দিত, যখন তাদের মধ্যে হুযূর ﷺ এর কথা শোনার মত কেউ থাকল না, বরং তারা উল্টো জীবন নাশের হুমকি দিতে লাগল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর ﷺ কে নির্দেশ দিলেন যে, এখন মদীনায় হিজরত করুন। অনেক মুসলমান মদীনায় হিজরত করেছিল।

একরাতে কাফিররা সিদ্ধান্ত নিল যে, নবীজি ﷺ কে প্রানে মেরে ফেলা হোক। এই নূরকে চিরদিনের জন্য নিভিয়ে দেওয়া হোক। হতভাগারা এই কৌশল অবলম্বন করল যে, প্রত্যেক গোত্রের এক

Deeniyat

একজন মানুষ একত্রিত হবে এবং নবীজির ঘর ঘিরে ফেলবে, অতঃপর যখন হুযূর ﷺ বাড়ির থেকে বের হবেন, তখন সবাই একসাথে তার উপর আক্রমন করে তাকে মেরে ফেলবে। আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর ﷺ কে তাদের এই চক্রান্তের খবর জানিয়ে দিলেন। হুযূর ﷺ নিজ বিছানায় হযরত আলী رضي الله عنه কে শুইয়ে দিলেন, যাতে তিনি তার কাছে রক্ষিত আমানতসমূহ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন, এবং হুযূর ﷺ কুরআন শরীফের আয়াতসমূহ পড়তে পড়তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। একমুষ্টি পাথর কণা নিয়ে তাদের দিকে ছুড়ে মারলেন, ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের চোখে পর্দা ফেলে দিলেন এবং প্রিয় নবীজি ﷺ কে কেউ দেখতে পেল না। হুযূর ﷺ এর অন্তরঙ্গ বন্ধু হযরত আবু বকর رضي الله عنه ও সাথে ছিলেন এবং উভয়ে মিলে মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। রাস্তায় একটি গুহা আছে, যাকে সাওর গুহা বলে, সেখানে উভয়ে আত্মগোপন করলেন। কাফিররা পিছু ধাওয়া করল, অনেক দূর পর্যন্ত গোয়েন্দা পাঠাল। একজন কাফির তো গুহার মুখ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল, হযরত আবু বকর رضي الله عنه চিন্তিত হলেন। নবীজি ﷺ বললেন, "ভয় পেয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন।" আল্লাহ্ তা'য়ালা ঐ কাফিরকে হতাশ করে দিলেন এবং সে হুযূর ﷺ কে দেখতে পেল না।

তিনদিন পর হুযূর ﷺ মদীনায় রওয়ানা হলেন। মদীনাবাসীরা কয়েকদিন থেকে তার অপেক্ষায় ছিলেন। হুযুর ﷺ কে দেখে মানুষেরা সীমাহীন আনন্দিত হল। মেয়েরা খুশিতে কবিতা আবৃতি করতে লাগল, সকলে চাচ্ছিল যে, হুযূর ﷺ আমাদের বাড়িতে আসুক। হুযূর ﷺ বললেন, আমি সেখানে অবস্থান করব, যেখানে আমার উটনী বসবে। পরিশেষে এ সৌভাগ্য হযরত আবু আইয়ূব আনসারী رضي الله عنه এর ভাগ্যে আসল।

প্রশ্নাবলী

(১) মদীনা কোথায় এবং সেখানে কারা বসবাস করত?

(২) হুযূর ﷺ কে হিজরাতের নির্দেশ কবে দেওয়া হয়েছিল?

(৩) কাফিররা কি পরামর্শ করেছিল?

(৪) হিজরাতের ঘটনা সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা কর।

১০ দশম মাসে ১২ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সীরাত

Deeniyat

৪-ইসলামী তারবিয়াত

[সহজ দ্বীন]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

শিক্ষার্থীদের তারবিয়াতের দিকে লক্ষ্য রেখে এই অধ্যায়ের মধ্যে একথাটি বুঝানো হয়েছে যে, নামায, রোযা ছাড়াও পূর্ণ জীবন আল্লাহর হুকুম এবং নবী ﷺ এর নূরানী তরীকা অনুযায়ী পরিচালনা করার নাম দ্বীন। শিক্ষার্থীদের সামনে এটি পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে,

- ঈমান বলতে ঐ সমস্ত জিনিস বুঝায় যার উপর বিশ্বাস রাখা জরুরি। যেমন আল্লাহ এক, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার শেষ নবী এবং রাসূল ইত্যাদি।
- ইবাদাত বলতে বুঝায় নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি।
- লেনদেন বলতে বুঝায় ক্রয়-বিক্রয় কোন জিনিস ভাড়ায় আদান প্রদান করা ও পরস্পরে লেনদেন করা ।
- সামাজিকতা বলতে বুঝায় পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করা।
- আচার আচরণ বলতে বুঝায় মানুষের আভ্যন্তরীণ গুনাবলী; যেমন: সৎ হওয়া, সত্যবাদী হওয়া ইত্যাদি।

এই ইসলামী তারবিয়াত অধ্যায়ে হিফযে হাদীস পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হাদীসগুলোকে সামনে রেখে সবক তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং এই সমস্ত সবকগুলো শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করাতে হবে এবং উল্লেখিত পাঁচটি-শাখাকে তাদের স্মৃতিপটে গেঁথে দিয়ে উক্ত বিষয়বস্তু অনুযায়ী শিক্ষার্থীদেরকে নিজ জীবন অতিবাহিত করার প্রতি উৎসাহিত করতে হবে ।

Deeniyat

সংজ্ঞা, উৎসাহমূলক কথা

সহজ দ্বীন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ এবং নবী কারীম ﷺ এর নূরানী তরীকানুযায়ী জীবন যাপন করাকে দ্বীন বলে।

হাদীস ঃ হুযূর ﷺ বলেন, দ্বীন খুব সহজ।

[শুয়াবুল ঈমান :৩৮৮১,আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]

আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মানব জাতির সফলতা দ্বীনের মধ্যেই রেখেছেন। পানি যেরূপ প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন, দ্বীন ও তদ্রুপ প্রতিটি মানুষের মৌলিক প্রয়োজন। সুতরাং দ্বীনকে ভালভাবে শেখা ও সে অনুযায়ী জীবনযাপন করা উচিৎ। আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীনকে এত সহজ ও সরল করে দিয়েছেন যে, প্রত্যেকে তার উপর আমল করতে পারে।

দ্বীনের পাঁচটি শাখা রয়েছে; ঈমান, ইবাদাত, লেনদেন, সামাজিকতা, আচার আচরণ। যখন এই পাঁচটি শাখা মানব জীবনে প্রকাশিত হবে তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সফলতার প্রতিশ্রুতিও বাস্তবায়িত হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মানব জাতির ইহ্কাল ও পরকালের সফলতা দ্বীনের উপর চলার মধ্যে নিহিত রেখেছেন। আর দ্বীনের প্রসিদ্ধ পাঁচটি শাখা রয়েছে:

১ ঈমান

২ ইবাদাত

৩ লেনদেন

৪ সামাজিকতা

৫ আচার-আচরণ

এ সমস্ত শাখার উপর আল্লাহ্র হুকুম ও নবী কারীম ﷺ এর তরীকানুযায়ী জীবন যাপন করাকে দ্বীন বলে ।

Deeniyat

সবক ১ হাদীস নম্বর ১১ ঈমান সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰهَ

[তিরমিযি: ২৫১৬,ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তুমি যখন কিছু চাও,তখন আল্লাহ্‌র কাছেই চাও।

- আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়া কেহ কাউকে কিছু দিতে পারে না।
- আল্লাহ্ তা'আলার কাছে চাইলে তিনি খুশি হন।
- আমরা যখন কিছু চাইব আল্লাহ্‌র কাছেই চাইব।

৬ ষষ্ঠ মাসে ১০ দিন পড়াবেন

সবক ২ হাদীস নম্বর ১২ ইবাদাত সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللّٰهِ الصَّلَاةُ فِيْ أَوَّلِ وَقْتِهَا

[দ্বারা কুতনী: ১/২৪৭, উম্মে ফরওহ رضي الله عنها]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌র নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হল (শুরু ওয়াক্তে) নামায পড়া।

- বান্দাহ নামাযের মাধ্যমে নিজ প্রভূর নিকটবর্তী হয়।
- নামাযের সময় হওয়া মাত্র তার প্রস্তুতি নেওয়া উচিৎ।
- নামায আদায়ে দেরী করলে আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন।

৬ ষষ্ঠ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

সবক ৩ হাদীস নম্বর ১৩ লেনদেন সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طُوْبٰى لِمَنْ طَابَ كَسْبُه

[মুজামে কাবীর: ৪৬১৬,রাকবুল মিসরী رضي الله عنه]

অনুবাদঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তার জন্য সুসংবাদ যার কামাই হালাল হয়।

- হালাল কামাইতে বরকত হয়।
- হালাল পন্থায় উপার্জন করা ইবাদাত।
- হালাল রুজিতে ইবাদাতের তাওফীক হয়।

৭ সপ্তম মাসে ১০ দিন পড়াবেন

সবক ৪ হাদীস নম্বর ১৪ সামাজিকতা সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى أَهْلِهِ

[শুয়াবুল ঈমান: ৮৮৪৫, কাতাদা رحمة الله عليه]

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যখন তুমি ঘরে প্রবেশ করবে, ঘরের বাসিন্দাদেরকে সালাম করবে।

- যেখানেই যাবে প্রথমে সালাম করবে।
- **ঘরে প্রবেশ করলে সালাম করবে।**
- পরিচিত অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম করবে।

৭ সপ্তম মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

সহজ দ্বীন

৪-ইসলামী তারবিয়াত

[সহজ দ্বীন]

সবক ৫ হাদীস নম্বর ১৫ আচার আচরণ সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ

[মুসলিম: ৩০৩,হুযাইফা رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, অগোচরে নিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

- **অগোচরে নিন্দা করা খুবই অন্যায় কাজ।**
- অগোচরে নিন্দা **কারীকে মানুষ** ঘৃণা করে।
- **অগোচরে নিন্দাকারীকে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।**

৮ অষ্টম মাসে ১০ দিন পড়াবেন

সবক ৬ হাদীস নম্বর ১৬ ঈমান সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللّٰهِ

[নাসাঈ: ১৩১১,জাবির رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, সব চেয়ে ভাল কথা আল্লাহ্‌র বাণী।

- **কুরআন মাজীদ আল্লাহ্‌র সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব।**
- আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির পথপ্রদর্শনের জন্য এই কিতাবকে অবতীর্ণ করেছেন।
- কুরআন মাজীদ পড়লে এবং শুনলে প্রতিটি অক্ষরে সওয়াব পাওয়া যায়।

৮ অষ্টম মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

সবক ৭ হাদীস নম্বর ১৭ ইবাদাত সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ

[মুসনাদে আবি য়ালা: ১৮১২ ,জাবির رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, দুআ মু'মিনের হাতিয়ার।

- দু'আ চাওয়াও একটি ইবাদাত।
- দু'আ করলে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হন।
- যে দুআ করে না আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

৯ নবম মাসে ১০ দিন পড়াবেন

সবক ৮ হাদীস নম্বর ১৮ লেনদেন সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنِ ادَّعٰى مَا لَيْسَ لَهٗ فَلَيْسَ مِنَّا

[মুসলিম: ২২৬, আবূ যর رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অপরের কোন দ্রব্যকে নিজের বলে দাবি করে সে আমাদের (মুসলমানদের) অন্তর্ভূক্ত নয়।

- **ভাল মানুষ অন্যের কোন জিনিস না বলে নেয় না।**
- অন্যের কোন জিনিস তার অনুমতি ছাড়া নেওয়া খুব খারাপ অভ্যাস।
- **কখনও প্রয়োজন পড়লে অপরের দ্রব্য তাকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া উচিত।**

৯ নবম মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

সবক ৯ হাদীস নম্বর ১৯ সামাজিকতা সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رِضَى الرَّبِّ فِيْ رِضَى الْوَالِدِ

[তিরমিযি: ১৮৯৯,আব্দুল্লাহ বিন উমর رضي الله عنه]

অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।

- মাতা-পিতার বিরুদ্ধাচারণ করা অনেক বড় গোনাহ।
- **যার মাতা পিতা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ্ তা'আলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।**
- যার মাতা-পিতা তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ্ তা'আলাও তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন।

১০ দশম মাসে ১০ দিন পড়াবেন

সবক ১০ হাদীস নম্বর ২০ আচার আচরণ সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُّحِبُّ الرِّفْقَ

[বুখারী: ৬৯২৭,আয়েশা رضي الله عنها]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা নম্র এবং তিনি নম্রতাকে পছন্দ করেন।

- **নম্রভাবে কারো সম্মুখীন হওয়া খুব ভাল অভ্যাস।**
- বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে প্রীতি ও নম্রতার সাথে সাক্ষাত করা উচিৎ।
- **কঠোরতা আল্লাহ্ তা'আলার অতি অপছন্দনীয়।**

১০ দশম মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

৫ - ভাষা

[আরবী]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

এ বছর আরবী কোর্সে দশক সংখ্যা এবং দিনের নামসমূহ দেওয়া হয়েছে, এই সংক্ষিপ্ত কোর্সটি প্রথমে একমাসে পড়াতে হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরবী ভাষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ সকল সহজ শব্দাবলী সমষ্টিগতভাবে মুখস্থ করাতে হবে। শব্দের শেষ অক্ষরে সাকিন দিয়ে মুখস্থ করাতে হবে। যেমন عَشَرَةٌ কে عَشَرَةْ পড়াতে হবে। এবং সেগুলোর অনুশীলনের সময় শব্দের সিরিয়াল পরিবর্তন করে সেগুলোকে আগে পিছে করে জিজ্ঞেস করতে হবে।

সংজ্ঞা,উৎসাহমূলক কথা

আরবী ঃ আরবদের ভাষাকে "আরবী" বলে।

কুরআন ঃ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا [সূরায়ে ইউসুফঃ ২]

অনুবাদ ঃ নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি।

মুসলমানদের আসল ভাষা হল আরবী, সুতরাং আরবী ভাষার সাথে প্রতিটি মুসলমানের আন্তরীক সম্পর্ক ও ভালবাসা থাকা উচিৎ এবং তা শেখারও চেষ্টা করা উচিৎ। কেননা তা ইসলামের ভাষা, কুরআনের ভাষা, আমাদের নবী কারীম ﷺ এর ভাষা এবং জান্নাতীদের ভাষা।

Deeniyat

সবক ১ عَشَرَات দশক সংখ্যাসমূহ

عَشَرَةٌ	১০	عِشْرُوْنَ	২০
ثَلَاثُوْنَ	৩০	أَرْبَعُوْنَ	৪০
خَمْسُوْنَ	৫০	سِتُّوْنَ	৬০
سَبْعُوْنَ	৭০	ثَمَانُوْنَ	৮০
تِسْعُوْنَ	৯০	مِائَةٌ	১০০

১ প্রথম মাসে ১০ দিন পড়াবেন

সপ্তাহের দিনসমূহ أَيَّامُ الْأُسْبُوْعِ

يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ	সোমবার	يَوْمُ الْأَحَدِ	রবিবার
يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ	বুধবার	يَوْمُ الثُّلَاثَاءِ	মঙ্গলবার
يَوْمُ الْجُمُعَةِ	শুক্রবার	يَوْمُ الْخَمِيْسِ	বৃহস্পতিবার
يَوْمُ السَّبْتِ	শনিবার		

১ প্রথম মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

৫ - ভাষা

[আরবী]

দিকসমূহ اَلْجَوَانِبُ সবক ২

পূর্ব	شَرْقٌ
উপর	فَوْقٌ
পশ্চিম	غَرْبٌ
নিচ	تَحْتٌ
উত্তর	شِمَالٌ
সামনে	قُدَّامٌ
দক্ষিণ	جُنُوْبٌ
পিছনে	خَلْفٌ

২ দ্বিতীয় মাসে ১০ দিন পড়াবেন

বিবিধ পেশা شُغْلٌ مُخْتَلِفٌ

শিক্ষক	مُدَرِّسٌ
ডাক্তার	طَبِيْبٌ
অধ্যক্ষ (প্রিন্সিপ্যাল)	مُدِيْرٌ
কর্মচারী	عَامِلٌ
অধ্যাপক (প্রফেসর)	اُسْتَاذٌ
ইঞ্জিনিয়ার	مُهَنْدِسٌ
ছাত্র	طَالِبٌ
নার্স	مُمَرِّضٌ
ছাত্রী	طَالِبَةٌ
বিক্রেতা	بَائِعٌ

২ দ্বিতীয় মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

আরবী

Deeniyat

সবক ৩ اَلدَّوْلَةُ ـ وَالْوُزَرَاءُ রাষ্ট্র ও মন্ত্রী

রাষ্ট্র	دَوْلَةٌ	তথ্যমন্ত্রী	وَزِيْرُ الْاَنْبَاءِ
সরকার	حُكُوْمَةٌ	শিল্পমন্ত্রী	وَزِيْرُ الصَّنَاعَةِ
রাষ্ট্র প্রধান	رَئِيْسُ الدَّوْلَةِ	অর্থমন্ত্রী	وَزِيْرُ الْمَالِيَةِ
প্রধানমন্ত্রী	رَئِيْسُ الْوُزَرَاءِ	কৃষিমন্ত্রী	وَزِيْرُ الزَّرَاعَةِ
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী	وَزِيْرُ الدَّاخِلِيَّةِ	ধর্মমন্ত্রী	وَزِيْرُ الدِّيْنِيَّةِ
পররাষ্ট্রমন্ত্রী	وَزِيْرُ الْخَارِجِيَّةِ	বাণিজ্যমন্ত্রী	وَزِيْرُ التِّجَارَةِ
শিক্ষামন্ত্রী	وَزِيْرُ التَّعْلِيْمِ	যোগাযোগমন্ত্রী	وَزِيْرُ الْمُوَاصَلَاتِ
স্বাস্থ্যমন্ত্রী	وَزِيْرُ الصِّحَّةِ		

৩ তৃতীয় মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

৫ - ভাষা

[আরবী]

সবক ৪ বিবিধ প্রশ্ন

مَااسْمُكَ	তোমার নাম কি?
مَاشُغْلُكَ	তোমার পেশা কি?
مَااسْمُ اَبُوكَ	তোমার আব্বুর নাম কি?
مَاشُغْلُ اَبُوكَ	তোমার আব্বুর পেশা কি?
مَادِيْنُكَ	তোমার ধর্ম কি?
مَاذَاتَقْرَأُ	তুমি কি পড়?
فِىْ أَيِّ مَدْرَسَةٍ تَقْرَأُ	তুমি কোন স্কুলে পড়?
فِىْ أَيِّ صَفٍّ تَقْرَأُ	তুমি কোন ক্লাসে পড়?
مَاتَشْتَهِىْ	তুমি কি চাও?
مَتٰى تَرْجِعُ	তুমি কখন পিরবে?
اَيْنَ اَبُوكَ	তোমার আব্বু কোথায়?

৪ চতুর্থ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

আরবী

Deeniyat

৫ - ভাষা

[আরবী]

সবক ৫ বিবিধ প্রশ্ন

اَيْنَ اُمُّكَ	তোমার আম্মু কোথায়?
اَيْنَ كِتَابُكَ	তোমার বই কোথায়?
اَيْنَ قَلَمُكَ	তোমার কলম কোথায়?
اَيْنَ كُرَّاسَتُكَ	তোমার খাতা কোথায়?
اَيْنَ قَلَنْسُئوَتُكَ	তোমার টুপি কোথায়?
اَيْنَ قَمِيْصُكَ	তোমার জামা কোথায়?
اَيْنَ حِذَائُكَ	তোমার জুতা কোথায়?
اَيْنَ مَدْرَسَتُكَ	তোমার স্কুল কোথায়?
اَيْنَ كُلِّيَّتُكَ	তোমার কলেজ কোথায়?
اَيْنَ مُسْتَشْفٰى	হাসপাতাল কোথায়?
اَيْنَ اُسْتَاذُكَ	তোমার অধ্যাপক কোথায়?

৫ পঞ্চম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

আরবী

Deeniyat

প্রথম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	কায়েদার বাস্তব অনুশীলন	ঃ হুরুফে ক্বলক্বলা কয়টি ও কি কি?
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে মাউন শোনাও।
হাদীস	দুআ সুন্নাত	ঃ খাওয়ার পূর্বের,মাঝের এবং পরের দুআসমূহ ও খাওয়ার সুন্নাতসমূহ্ শোনাও।
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ কালিমায়ে তাইয়্যিবা,কালিমায়ে শাহাদাত,কালিমায়ে তামজীদ এবং কালিমায়ে তাওহীদ অর্থসহ শোনাও।
	নামায	ঃ তাশাহ্হুদ, দুরূদ শরীফ এবং দুয়ায়ে মাসূরা শোনাও।
ইসলামী তারবিয়াত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ ① ইসলামের মৌলিক আক্বীদাসমূহ কি কি? ② আখিরাত কাকে বলে?
ভাষা	আরবী	ঃ সোমবার,শনিবার,বৃহস্পতিবার এবং ৭০, ৯০ কে আরবীতে কি বলে?

দ্বিতীয় মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	কায়েদার বাস্তব অনুশীলন	ঃ তাশদীদ যুক্ত অক্ষরকে কিভাবে পড়তে হয়?
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে ফীল হতে সূরায়ে নাস পর্যন্ত সিরিয়াল অনুযায়ী শোনাও।
হাদীস	দুআ সুন্নাত	ঃ মাসজিদে প্রবেশ করার দুয়া ও সুন্নাতসমূহ্ শোনাও।
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ কালিমায়ে ইস্তিগফার অর্থসহ শোনাও।
	নামায	ঃ ①বিতিরের নামায ফরয না ওয়াজিব?যদি ছুটে যায় তবে কি করতে হয়? ② বিতিরের নামায কখন পড়তে হয়?
ইসলামী তারবিয়াত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ ① কোন সাহাবীকে ফিরিশতারা গোসল দিয়েছিলেন? ② কোন নবীর হাতে লোহা নরম হয়ে যেত?
ভাষা	আরবী	ঃ উপর, নিচ, পূর্ব পশ্চিম এবং শিক্ষক, নার্স, প্রফেসর ছাত্রীকে আরবীতে কি বলে?

Deeniyat

তৃতীয় মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	কায়েদার বাস্তব অনুশীলন	ঃ ① গুন্না কাকে বলে? ② গুন্না কখন করতে হয়? ③ হুরুফে মুস্তালিয়া কয়টি? সেগুলি কিভাবে পড়তে হয়? ④ আলিফকে পুর ও বারীক কখন পড়তে হয়?
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে ঝিলঝালের প্রথম ৫ আয়াত শোনাও।
হাদীস	দুআ সুন্নাত	ঃ মাসজিদ হতে বের হওয়ার দুআ, সুন্নাত সমূহ এবং দাওয়াত খাওয়ার পরের দুআ শোনাও।
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ ঈমানে মুজমাল অর্থ সহ শোনাও।
	নামায	ঃ ① বিতিরের নামায পড়ার নিয়ম বর্ণনা কর। ② পবিত্র রমযান মাসে মুক্তাদীরা ইমামের সাথে দুয়ায়ে কুনুত পড়বে কি না?
ইসলামী তারবিয়াত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ ① হুযুর ﷺ কোন সাহাবীকে উম্মাতের আমানাতদার বলেছেন? ② সাইফুল্লাহ্ কোন সাহাবীকে বলা হত?
ভাষা	আরবী ঃ শিল্পমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, ধর্মমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী এবং বাণিজ্যমন্ত্রীকে আরবীতে কি বলে?	

চতুর্থ মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	কায়েদার বাস্তব অনুশীলন	ঃ যে রা'র উপর যবর, যের কিংবা পেশ হয় তাকে কিভাবে পড়তে হয়?
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে ঝিলঝাল শোনাও।
হাদীস	দুআ সুন্নাত	ঃ ① ঘুমানোর এবং ঘুম থেকে ওঠার সুন্নাত সমূহ শোনাও। ② যখন সকাল হয় তখন কোন দুআ পড়বে?
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ ঈমানে মুফাস্সাল শোনাও।
	নামায	ঃ ① বিতিরের নামায পড়ে দেখাও। ② দুআয়ে কুনুত শোনাও।
ইসলামী তারবিয়াত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ ① যে উটনীর উপর আরোহন করে আমাদের নবী ﷺ হিযরাত করেছিলেন তার নাম কি ছিল? ② আল্লাহ্ এবং রসূলের সিংহ কোন সাহাবীকে বলা হয়েছে?
ভাষা	আরবী ঃ তোমার নাম কি? তোমার ধর্ম কি? তুমি কোন স্কুলে পড়? তুমি কখন ফিরবে? এ বাক্যগুলোর আরবী বল।	

Deeniyat

প্রশ্নাবলী

পঞ্চম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	কায়েদার বাস্তব অনুশীলন	ঃ সাকিন যুক্ত রা কে পুর এবং বারীক কখন পড়তে হয়?
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে আদিয়াতের প্রথম ৫ আয়াত শোনাও।
হাদীস	দুআ সুন্নাত	ঃ ① যখন সন্ধা হয় তখন কোন দুআ পড়বে? ② রাগ হলে কোন দুআ পড়বে?
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ ঈমানে মুফাস্‌সাল অর্থ সহ শোনাও।
	নামায	ঃ ① দুআয়ে ক্বুনুত শোনাও। ② দুআয়ে ক্বনুতের স্থানে অন্য কোন দুআ পড়া যায় কি না? উত্তম কি?
ইসলামী তারবিয়াত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ ① মুফাসসিরে কুরআন কোন সাহাবীকে বলা হয়? ② পবিত্র মদীনার প্রশিদ্ধ কবরস্থানের নাম কি? ③ সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ক্বারী কে ছিলেন?
ভাষা	আরবী	ঃ তোমার বই কোথায়? তোমার খাতা কোথায়? তোমার স্কুল কোথায়? তোমার অধ্যাপক কোথায়? ঐ বাক্যগুলোর আরবী বল।

ষষ্ঠম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	কায়েদার বাস্তব অনুশীলন	ঃ তাশদীদ যুক্ত রা কে পুর এবং বারীক কখন পড়তে হয়?
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে আদিয়াত শোনাও।
হাদীস	হিফযে হাদীস	ঃ হাদীস নং ১ হতে হাদীস নং ১১ শোনাও।
আকাইদ মাসাইল	আসমায়ে হুসনা	ঃ هُوَاللّٰهُ الَّذِيْ হতে اَللَّطِيْفُ পর্যন্ত আস্‌মায়ে হুসনা শোনাও।
	মাসাইল	ঃ ① নামাযের রুকন সমূহ শোনাও। ② ঈশার নামায কয় রাকাত?
ইসলামী তারবিয়াত	সীরাত	ঃ ① আমাদের নবী ﷺ এর পূর্বে দুনিয়ার অবস্তা কি ছিল? ② যমযমের কুয়ার সন্ধান কে বের করেছিল?
ভাষা	আরবী	ঃ রিপিট।

Deeniyat

সপ্তম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	কায়েদার বাস্তব অনুশীলন	ঃ আল্লাহ্ শব্দের লাম পুর ও বারীক কখন পড়তে হবে?
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে ক্বারিআর ৭ আয়াত শোনাও।
হাদীস	হিফযে হাদীস	ঃ হাদীস নং ১২ এবং হাদীস নং ১৩ শোনাও।
আকাঈদ মাসাইল	আসমায়ে হুসনা	ঃ هُوَاللهُ الَّذِيْ হতে اَلشَّكُوْرُ পর্যন্ত আস্মায়ে হুসনা শোনাও।
	মাসায়িল	ঃ অযুর ৬ টি সুন্নাত শোনাও।
ইসলামী তারবিয়াত	সীরাত	ঃ ① আমাদের নবী ﷺ বিবি হালিমার বাচ্চাদের সাথে কিভাবে থাকতেন? ② আমাদের নবী ﷺ যৌবনে কেমন ছিলেন? ③ বিবি খাদিজা رضي الله عنها কে ছিলেন?
ভাষা	সীরাত	ঃ রিপিট।

অষ্টম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	কায়েদার বাস্তব অনুশীলন	ঃ ① মদ্দে মুত্তাসিল এবং মদ্দে মুনফাসিল কাকে বলে? ② دَآبَّةٍ، آٰلْئٰنَ এর মধ্যে কি ধরনের মদ হবে?
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে ক্বারিয়াহ্ এবং সূরায়ে তাকাসূরের পাঁচ আয়াত শোনাও।
হাদীস	হিফযে হাদীস	ঃ হাদীস নং ১৪ এবং হাদীস নং ১৫ শোনাও।
আকাঈদ মাসাইল	আসমায়ে হুসনা	ঃ هُوَاللهُ الَّذِيْ হয় اَلْمُقِيْتُ পর্যন্ত আস্মায়ে হুসনা শোনাও।
	মাসায়িল	ঃ অযুর সুন্নাতসমূহ শোনাও।
ইসলামী তারবিয়াত	সীরাত	ঃ ① দেয়ালে হাজরে আসওয়াদ লাগানোর সময় কি ঘটনা ঘটেছিল এবং হুযুর ﷺ কি সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন? ② আমাদের নবী ﷺ লোকদেরকে কি দাওয়াত দিতেন? ③ আমাদের নবী ﷺ মানুষদেরকে পাহাড়ের উপর একত্রিত করে কি বলেছিলেন?
ভাষা	আরবী	ঃ রিপিট।

Deeniyat

প্রশ্নাবলী

নবম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে তাকাসুর এবং সূরায়ে আসর শোনাও।
হাদীস	হিফযে হাদীস	ঃ হাদীস নং ১৬ হতে হাদীস নং ১৮ শোনাও।
আকাইদ মাসাইল	আসমায়ে হুসনা	ঃ هُوَاللهُ الَّذِيْ হতে اَلْمُجِيْبُ পর্যন্ত আস্‌মায়ে হুসনা শোনাও।
	মাসায়িল	ঃ গোসলের সুন্নাতসমূহ শোনাও।
ইসলামী তারবিয়াত	সীরাত	ঃ ① আবু তালিব আমাদের নবী ﷺ কে কি বলেছিল এবং তিনি কি উত্তর দিয়েছিলেন? ② মুসলমানদেরকে আবু তালিব ঘাঁটিতে কি ধরণের কষ্টের সম্মুখিন হতে হয়? ③ হযরত জাফর رضي الله عنه ভাষণে কি বলেছিলেন?
ভাষা	আরবী	ঃ রিপিট।

দশম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে হুমাঝাহ্ শোনাও।
হাদীস	হিফযে হাদীস	ঃ হাদীস নং ১৯ এবং হাদীস নং ২০ শোনাও।
আকাইদ মাসাইল	আসমায়ে হুসনা	ঃ هُوَاللهُ الَّذِيْ হতে اَلشَّهِيْدُ পর্যন্ত আস্‌মায়ে হুসনা শোনাও।
	মাসাইল	ঃ কোন কোন জিনিষের দ্বারা অযু ভঙ্গ হয়?
ইসলামী তারবিয়াত	সীরাত	ঃ ① মেরাজের ঘটনা বর্ণনা কর। ② হিজরাতের ঘটনা সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা কর।
ভাষা	সীরাত	ঃ রিপিট।

Deeniyat

নামাযের তালিকা

জানুয়ারী

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

ফেব্রুয়ারী

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই

মার্চ

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর	শিক্ষকের স্বাক্ষর

◯ যদি ছাত্র/ছাত্রীরা নামায পড়ে নেয়,চাই তা জামাতের সাথে হোক অথবা জামাত ছাড়া,সময় মত পড়ে নিক অথবা ক্বাযা করে নিক,সর্বাবস্থায় এই ✓ চিহ্ন লাগান।

Deeniyat

নামাযের তালিকা

এপ্রিল

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

মে

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

জুন

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

Deeniyat

নামাযের তালিকা

জুলাই

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

আগস্ট

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

সেপ্টেম্বর

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

Deeniyat

নামাযের তালিকা

অক্টোবর

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

নভেম্বর

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

ডিসেম্বর

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

Deeniyat

মাসিক উপঃ / অনুঃ তালিকা

মাস	মোট, শিক্ষার দিন	উপস্থিত	অনুপস্থিত	মাসিক বেতন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
জানুয়ারী						
ফেব্রুয়ারী						
মার্চ						
এপ্রিল						
মে						
জুন						
জুলাই						
আগস্ট						
সেপ্টেম্বর						
অক্টোবর						
নভেম্বর						
ডিসেম্বর						

Deeniyat